কালকেতু-ফুল্লরা

[পৌরাণিক নাটক]

শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
মোহন অপেরায় অভিনীত

পরিবেশক
গ্রন্থ নিকেতন
১৮/এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

১৯২১

।। থিয়েটার নাটক ।।

—দম ফাটানো হাসির নাটক—

খুড়োর কীর্তি



—স্ত্রী-চরিত্র বর্জিত—

জ্যান্তো মড়া * সমাজ-বিরোধী

ব্ল্যাক মানি * পাপের টাকা

সূর্য আছে আলো নেই

নরপশু * রাহুমুক্তি

বিনয়-বাদল-দীনেশ

প্রকাশ্য দিবালোকে



—একটি স্ত্রী-চরিত্র সহ—

গণতন্ত্রের মন্ত্র * খুনী বিচারক

এরাই মানুষ * স্বপ্ন-সমাধি

অধিকার * প্রতিশ্রুতি



—মেয়েদের নাটক—

গাঁয়ের মেয়ে

সিষ্টার



—স্ত্রী-চরিত্র বর্জিত হাসির নাটক—

উল্টো বুঝলি রাম

মামা মন্ত্রী হবেন



—দুটি স্ত্রী-চরিত্র সহ—

প্রকাশক

এস, বোস

১৮এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক

কে. এস. মুদ্রন

৬, রামধন খাঁ লেন,

উৎসর্গ

হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত

মধুপুর গ্রামনিবাসী

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের

হাতে আমার এই ক্ষুদ্র নাটকখানির

শুভাশুভের ভার অর্পণ করলাম।

দাদা!

আপনার দয়ায় যে আমার জীবনে প্রথম অক্ষর পরিচয় হয়েছিল, এই ক্ষুদ্র নাটকখানি তার চির-স্বাক্ষর বহন করে থাকবে।

ইতি

আনন্দময়

শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য রচিত

স্বপ্ন-সমাধি

বা

অশ্রুনদীর তীরে

কাল্পনিক নাটক

ভূমিকা

কাবকঙ্কন চণ্ডী থেকে লেখা আমার এই "কালকেতু-ফুল্লরা" নাটক। কবি লিখেছেন, মানুষের ডাকে মা যখন মর্তে আসার পথ খুঁজছেন, দেবর্ষি নারদ তখন মাকে বলেছিলেন—কীট হয়ে বাবাকে দংশন করে মহাযোগী মহেশ্বরের ধ্যান ভাঙিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে তুমি মর্তে চলে যাও। এ জগতে কথা বলা খুব সোজা, কথাটাকে কাজে পরিণত করা শক্ত। এখানেও তাই ঘটে গেল একটা নাটকীয় ঘটনা। সন্তানের ডাকে মা ব্যাকুল হয়ে দেবাদিদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরের পূজার ফুলের মধ্যে কীট হয়ে প্রবেশ করে বাবার পায়ে দংশন করলেন। বাবা ক্রুদ্ধ হয়ে নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলেন, তুমি মর্তে গিয়ে অস্পৃশ্য ব্যাধের ঘরে জন্ম নাও। নীলাম্বরের স্ত্রী ছায়া তখন মহেশ্বরকে অভিশাপ দিলেন—আমার অভিশাপে পার্বতীকে হারিয়ে তোমাকেও মর্তের পথে পথে কেঁদে বেড়াতে হবে।

এই হচ্ছে নাটকের মূল ঘটনা। ভক্তিতেই যে জীবের মুক্তি, এই কথা বলার চেষ্টা করেছি। কতদূর কৃতকার্য হতে পেরেছি, সেটা সুধী নাট্যামোদী ও পাঠকবর্গের বিচার্য বিষয়।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মোহন অপেরায় "কালকেতু-ফুল্লরা" যশের সঙ্গে দীর্ঘদিন অভিনয় হয়েছে। মোহনবাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও প্রভূত অর্থব্যয়ে এবং সুর-শিল্পী পঞ্চানন মিত্রের সুরালয়ে গঠিত এই নাটক দর্শকগণের কাছে সুনাম অর্জন করেছে, সেজন্যে তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। ইতি।

বিনীত

আনন্দময়

চরিত্র-পরিচয়

—পুরুষ—

মহাদেব [মঙ্গল], নারদ।

নীলাম্বর	...	...	ইন্দ্রের পুত্র।
বিক্রমসিংহ	...	...	কলিঙ্গের রাজা।
অজয়সিংহ	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র।
সঞ্জয়সিংহ	...	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
বীরসেন	...	...	ঐ সেনাপতি।
কেশরীসিংহ	...	...	ঐ সেনানী।
মাধব শর্মা	...	...	ঐ পুরোহিত।
ভাঁড়ু দত্ত	...	...	ঐ কর্মচারী।
কালকেতু	...	...	ব্যাধ সর্দার।
মুক্তো	...	...	ঐ শ্যালক।
বাঘা	...	...	পল্লীবাসী।
ভীমে	...	...	ঐ
পবন	...	...	ঐ

রক্ষী, প্রহরী ও সৈন্যগণ।

—স্ত্রী—

পার্বতী [অভয়া]	...	...	আদ্যাশক্তি।
ফুল্লরা [পূর্বজন্মে ছায়া]		...	কালকেতুর স্ত্রী।
সুচরিতা	...	...	বিক্রমের দ্বিতীয়া স্ত্রী
ঝিনুক	...	...	বাঘার ভগ্নী।

অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্তন সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ

নন্দগোপাল রায় চৌধুরী রচিত

মাতৃদ্রোহী বা সন্ধিপূজা

পৌরাণিক নাটক

গৌর ভড় রচিত

গাঁয়ের বৌ

সামাজিক নাটক

কয়েদী

ঐতিহাসিক নাটক

জনতার আদালত

সামাজিক নাটক

প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য রচিত

রক্তপলাশ

ঐতিহাসিক নাটক

জীবন-মৃত্যু

কাল্পনিক নাটক

আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

পাষাণের মেয়ে

পৌরাণিক নাটক

কানাইলাল নাথ

ঝড়ের পরে

ঐতিহাসিক নাটক

আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগের দাবী

কাল্পনিক নাটক

নট ও নাট্যকার সঞ্জীবন দাস রচিত

তীর বেঁধা পাখী

সামাজিক নাটক

কালকেতু-ফুল্লরা

প্রস্তাবনা

কৈলাস ধাম

নারদের প্রবেশ।

নারদ। তাই তো! মায়ের দর্শনলাভের আশায় এই কৈলাসে ছুটে এলাম, কিন্তু এখানে এসে শুনছি, বাবা আজ সপ্তাহকাল ধ্যানস্থ হয়েছেন, কিছুতেই তাঁর ধ্যান ভাঙছে না। আর ধ্যান না ভাঙলে জগতের অমঙ্গল হবে। তাই মা বিশ্বের মঙ্গলের জন্যে মঙ্গলময় বিশ্বনাথের ধ্যান ভাঙাতে পূজায় বসেছেন। কিন্তু আমি যে মায়ের দর্শন চাই। তাহলে কি দর্শন পাবো না? না-না, ভক্তের ডাকে না সাড়া দিয়ে মা কখনো থাকতে পারবেন না। [উচ্চকণ্ঠে] মা—মা—

পার্বতীর প্রবেশ।

পার্বতী। হলো না, এত চেষ্টা করেও ঠাকুরের ধ্যান ভাঙাতে পারলাম না।

নারদ। জয় মা—

পার্বতী। নারদ! তুমি এখানে—

নারদ। তোমাকে দর্শন করে পুণ্য অর্জন করতে এলাম। [প্রণাম]

পার্বতী। জয়ী হও বাবা!

নারদ। আজ তুমি এত চঞ্চল কেন মা?

পার্বতী। ভক্তগণ বিপদে পড়ে আমাকে ডাকছে, তাদের কাছে আমাকে যেতে হবে।

নারদ। কারা এত ভাগ্যবান, যাদের জন্যে বিশ্বমাতা মা পার্বতী ঈশানী এত ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন?

পার্বতী। বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত ক্ষুধার্ত মানবজাতি।

নারদ। পিতা ব্রহ্মাদেব বিশ্ব সৃষ্টি করে চন্দ্র সূর্য বায়ু ফল জল ও খাদ্যশস্যের ওপর সব মানুষের সমান অধিকার দিয়েছেন। তাতে তো মানবজাতির খাওয়া-পরার কোন অভাব থাকার কথা নয়।

পার্বতী। তাদের মধ্যে একদল মানুষ মানুষেরই খিদের খাবার কেড়ে নিয়ে নিজেরা ভোগবিলাসে মত্ত আছে। অনাচারী ব্যভিচারী মানুষের কবল থেকে নিরীহ দরিদ্র মানবজাতিকে মুক্ত করতে আমাকে মর্তধামে যেতে হবে।

নারদ। যেতে হবে যদি, এখুনি চলে যাও।

পার্বতী। ঠাকুরের অনুমতি না পেলে আমি এখান থেকে যেতে পারি না। তিনি যে আজ সপ্তাহকাল ধ্যানমগ্ন।

নারদ। মায়ের ইচ্ছা হলেই বাবার ধ্যান ভেঙে যাবে।

পার্বতী। ক'দিন ধরে বহু চেষ্টা করে ধ্যান ভাঙাতে পারছি না।

নারদ। যার স্পর্শে জড় অচেতন মহেশ্বর মঙ্গলময় শিব হতে পারেন, তার অসাধ্য কিছুই নেই।

পার্বতী। কিন্তু বাবা, উপস্থিত ঠাকুরের ধ্যান ভাঙাবার কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না।

নারদ। আমি পথ পেয়েছি মা। এখানে আসবার সময় দেখলাম, স্বর্গের সবচেয়ে ভক্তিমান দম্পতি ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর ও ছায়া দুজনে

ধুতরাফুল ও বেলপাতা নিয়ে বাবার পূজো করতে আসছে, তুমি এক কাজ কর মা, কীট হয়ে ওই নীলাম্বরের ফুলের মধ্যে প্রবেশ করে বাবার পায়ে দংশন কর। তাহলেই ধ্যান ভেঙে যাবে।

পার্বতী। ধ্যান ভাঙালে যদি—

নারদ। যদি রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন? তাতে কি! বাবার সামনে মা গিয়ে বুঝিয়ে বললেই সব মিটে যাবে। [নেপথ্যে—"জয় শিব শম্ভো"] ওই নীলাম্বর ও ছায়া বাবার পূজায় বসেছে, তুমি যাও মা।

পার্বতী। যেতেই হবে নারদ। ছেলে যখন মাকে ডাকে, মা তখন কারও কথা শুনতে পায় না, আমার নির্যাতিত ছেলে-মেয়েরা আমাকে ডাকছে, তাদের কাছে যেতে হবে—মুক্তির পথ দেখাতে হবে।

নারদ। মা—

পার্বতী। মা হয়ে নিজের সুখ-দুঃখ বিসর্জন দিয়ে যদি ছেলেমেয়েদের চোখের জল মুছিয়ে দিতে না পারি, তাহলে যে মা হওয়াই বৃথা!

[প্রস্থান।

নারদ। সবই মায়ের ইচ্ছা। জয় মা— [প্রস্থান।

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। আঃ, জ্বলে গেল, আমার সারা দেহটা জ্বলে গেল! সমুদ্রমন্থনের বিষ কণ্ঠে ধারণ করেছি—এত জ্বালা করেনি। সামান্য কীটদংশনে এত জ্বালা!

ফুলহস্তে নীলাম্বরের প্রবেশ।

নীলাম্বর। কি হলো বাবা, আসন ছেড়ে উঠে এলেন কেন? এখনও যে আমাদের পূজা শেষ হয়নি।

মহাদেব। আমি তোর পূজা নেব না। তোর ফুলের মধ্যে কীট ছিল। সেই কীটদংশনের জ্বালায় আমার ধ্যান ভেঙে গেছে।

নীলাম্বর। না বাবা, আমার ফুলে কীট ছিল না। আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে দেখে ফুল তুলে এনেছি।

মহাদেব। মিথ্যা কথা।

ছায়ার প্রবেশ।

ছায়া। না বাবা, সত্য কথা।

মহাদেব। কোন কথা নয়, অবহেলায় অশ্রদ্ধায় অভক্তিতে আমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিস, সেই পাপে আমার অভিশাপে তোকে মর্তধামে গিয়ে অস্পৃশ্য ব্যাধের ঘরে জন্ম নিতে হবে।

ছায়া। তোমার অভিশাপ ফিরিয়ে নাও বাবা।

মহাদেব। না।

ছায়া। সতীর বুক থেকে পতিকে কেড়ে নিলে ভাল হবে না।

মহাদেব। আমার ভালমন্দ তোমাকে দেখতে হবে না।

ছায়া। আমার অনুরোধ প্রভু—

মহাদেব। আমার সারাদেহ জ্বলে যাচ্ছে, এখন আমি কারও অনুরোধ রাখতে পারব না।

ছায়া। তবে শোন তুমি দেবাদিদেব মহাদেব, সত্য যদি আমি সতী হই, সত্য যদি আমার ভক্তি থাকে, তবে বিনা দোষে আমার স্বামীকে অভিশাপ দিয়ে তুমি যে অন্যায় করেছ, সেজন্যে আমার অভিশাপে তোমার প্রিয়তমা পত্নী পার্বতীকে হারিয়ে চোখের জলে বুক ভাসাতে হবে।

নীলাম্বর। ছায়া—

ছায়া। তুমি কায়া, আমি ছায়া, তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না। তুমি আগে যাও, আমি পরে যাচ্ছি। মর্তে গিয়ে আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব। তুমি আমাকে বুকে তুলে নিও। ভুলো না গো, মর্তের মায়ায় তুমি যেন তোমার ছায়াকে ভুলে যেয়ো না।

[প্রস্থান।

নীলাম্বর। ছায়া চলে গেল! নিষ্ঠুর দেবতা! অভক্তিতে পূজা করেছি বলে তুমি আমাকে অভিশাপ দিয়েছ; তবে তুমিও জেনে রাখ সর্বজনপূজ্য দেবাদিদেব মহাদেব! সত্য যদি আমি তোমার একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে থাকি, তবে তোমার প্রিয়তমা পত্নী বিশ্বমাতা পার্বতী ঈশানীকে ভক্তিডোরে তোমার অভিশপ্ত এই ব্যাধের ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। তোমাকে গিয়ে আমার কাছে হাত পেতে ভিক্ষা চাইতে হবে। তবেই তোমার প্রিয়াকে ফিরে পাবে, নতুবা তোমার শক্তিকে ভক্তিতে চিরদিন আমার ঘরেই থাকতে হবে। তুমি আর কোনদিন তাকে ফিরে পাবে না।

[প্রস্থান।

মহাদেব। অপরাধ করে আবার আমাকে অভিশাপ দিয়ে গেল।

পার্বতীর পুনঃ প্রবেশ।

পার্বতী। [মহাদেবের পায়ের কাছে বসিল]

মহাদেব। জ্বালা—জ্বালা, আমার সারা অঙ্গ জ্বলে গেল। পার্বতী—পার্বতী—

পার্বতী। [মহাদেবের পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল]

মহাদেব। আঃ! কে আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিলে? পার্বতী! তোমার স্পর্শে আমার কীটদংশনের জ্বালার অবসান হয়ে গেল।

পার্বতী। কিন্তু তুমি একি করলে?

মহাদেব। কেন, কি করেছি?

পার্বতী। বিনাদোষে নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলে?

মহাদেব। নীলাম্বরের পূজার ফুলে যে কীট ছিল, সেই কীট আমাকে দংশন করেছে।

পার্বতী। তুমি সর্বদেবের শ্রেষ্ঠ দেব দেবাদিদেব। তোমাকে কি সামান্য কীটদংশন করতে পারে?

মহাদেব। না, তা পারে না; কিন্তু আমি দেখেছি, আমাকে কীট-দংশন করেছে।

পার্বতী। তোমার ধ্যান ভাঙাবার জন্যে আমি কীট হয়ে তোমাকে দংশন করেছি।

মহাদেব। একথা আগে বলতে হয়।

পার্বতী। আমি তো সেই কথাই তোমাকে বলতে আসছি। তার আগেই তুমি অভিশাপ দিয়ে দিলে!

মহাদেব। আমার ভুল হয়ে গেছে, তুমি সংশোধন করে নাও।

পার্বতী। না, সে আর হয় না। তুমি দেবাদিদেব, তোমার অভিশাপ ব্যর্থ হতে পারে না। মর্তের নির্যাতিত মানুষ মা মা বলে আমাকে ডাকছে! তাদের কাছে আমাকে যেতে হবে, খিদের খাবার দিতে হবে, চোখের জল মুছিয়ে দিতে হবে। তোমার অনুমতি না নিয়ে তো যেতে পারি না; তাই তোমার ধ্যান ভাঙিয়েছি।

মহাদেব। ঠিক আছে, আমি সানন্দে অনুমতি দিচ্ছি। মর্তের মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়ে শীগগির আমার কাছে ফিরে এসো।

পার্বতী। আমার নিজের ফিরে আসবার পথ নেই। তোমার অভিশাপে নীলাম্বরকে ব্যাধের ঘরে জন্ম নিতে হবে, নীলাম্বর-প্রিয়া

ছায়ার অভিশাপে আমায় হারিয়ে তোমাকে মর্তের পথে পথে কেঁদে বেড়াতে হবে।

মহাদেব। না, সে হবে না।

পার্বতী। সতীর অভিশাপ ব্যর্থ হবে?

মহাদেব। না।

পার্বতী। তাহলে আমাকে যেতে হবে।

মহাদেব। যাও, যেখানে খুশি চলে যাও, আমি কোন কথা বলব না। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে তো আমি থাকতে পারব না। শক্তি ছাড়া যে শিব জড় অপদার্থ। তাহলে কি হবে?

পার্বতী। ভক্তের মান বাড়াতে তুমি আমাকে ব্যাধের ঘর থেকে ভিক্ষা চেয়ে আনতে পারবে না?

মহাদেব। খুব পারব, আমি তো ভিখারী ভোলা। ভিক্ষা চাইতে আমার একটুও লজ্জা নেই। চল, আজই তোমাকে ভিক্ষা চেয়ে নিয়ে আসি।

পার্বতী। আজ হবে না। ব্যাধের ঘরে নীলাম্বরের জন্ম হবে, সে বড় হবে, ছায়ার সঙ্গে তার বিয়ে হবে, তারপর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

মহাদেব। এতদিন তোমাকে ছেড়ে আমি থাকব কি করে?

পার্বতী। অভিশাপ দেবার আগে একথা তোমার ভাবা উচিত ছিল ভোলানাথ।

মহাদেব। আগে ভাবলে তো কোন কথাই ছিল না।

পার্বতী। আর কোন কথা নয়, অনুমতি দাও, আমি যাই!

মহাদেব। কোথায় যাবে?

পার্বতী। মর্তের শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্ত কলিঙ্গরাজ বিক্রমসিংহের বাড়িতে।

সেখান থেকে আমি আমার চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রচার করব। ভক্তিভরে যে মা চণ্ডীর পূজা করবে, তার সব দুঃখ দূর করে দিয়ে মঙ্গলরূপী শিব তার ঘরে বাঁধা থাকবে। তারপর মানুষের মধ্য থেকে ভেদাভেদ দূর করে দিয়ে, সকল মানুষ সমান—প্রমাণ করতে যাব তোমার অভিশপ্ত ব্যাধের ঘরে।

মহাদেব। কোন ব্যাধের ঘরে আমি তোমাকে দেখতে পাব?

পার্বতী। ধর্মকেতু ব্যাধের ঔরসে ভক্তিমতি নিদয়ার গর্ভে নীলাম্বরের জন্ম হবে, সঞ্জয়কেতু ব্যাধের ঘরে জন্ম নেবে ছায়া। ওরাই হবে বিশ্বের আদর্শ-দম্পতি—'কালকেতু-ফুল্লরা'।

মহাদেব। পার্বতী—

পার্বতী।— **গীত**

এবার তবে দাও গো বিদায় আমি চলে যাই।
যেতে হবে দূরের পথে আর তো সময় নাই॥
কতকাল রইব সেথা সঙ্গহীনা, সইব কত ব্যথা বিরহজ্বালা।
মুরতি তোমার আছে মনে আঁকা সাথে নিলাম তাই॥
[ওগো] অন্তরতম তোমায় যেন আবার ফিরে পাই॥

[প্রস্থান।

মহাদেব। হারিয়ে গেল। আমার ভুলেই আমি শক্তিকে হারিয়ে ফেললাম! এবার মানুষের দ্বারে গিয়ে আমাকে শক্তিভিক্ষা করতে হবে। চিরদিন দেবতার দয়া পাবার জন্যে মানুষ কেঁদে এসেছে, এবার মানুষের দয়া পাবার জন্যে দেবতাকে কাঁদতে হবে। তাই হোক, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। বিশ্ববাসী জানুক, দেবতার জন্যে মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই দেবতা। [প্রস্থান।

———

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিঙ্গ রাজপ্রাসাদ

বিক্রমসিংহের প্রবেশ।

বিক্রম। স্বপ্ন—স্বপ্ন, ঘুম ভাঙার আগে স্বপ্ন দেখলাম, মা আদ্যাশক্তি আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন—তুই আমার পূজা কর, আমি চিরদিন তোর ঘরে বাঁধা থাকব।

সুচরিতার প্রবেশ।

সুচরিতা। কি হলো মহারাজ? তুমি হঠাৎ ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে এলে কেন?

বিক্রম। যুবরাজ অজয়সিংহকে ডাক, পুরোহিত মশাইকে ডাক—

সুচরিতা। কেন?

বিক্রম। সেকথা তুমি বুঝবে না।

সুচরিতা। আমি যা বুঝব না, সে কাজ তোমার করা চলবে না।

বিক্রম। তোমার সঙ্গে আমার সেরকম কোন চুক্তি হয়েছে বলে তো মনে হয় না।

সুচরিতা। আমাকে বিয়ে করার সময় তুমি আমার বাবাকে কথা দিয়েছিলে, আমার ছেলেই তোমার রাজ্যের রাজা হবে।

বিক্রম। সত্য।

সুচরিতা। আমার ছেলে সঞ্জয়সিংহ যতদিন না সাবালক হয়, ততদিন তোমাকে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে রাজকার্য চালাতে হবে।

বিক্রম। তাই হবে।

সুচরিতা। প্রকাশ্য রাজসভায় আমার ছেলেকে যুবরাজ বলে ঘোষণা করতে হবে।

বিক্রম। তোমার ছেলেকে যুবরাজ বলে ঘোষণা করলে প্রজারা বিদ্রোহ করবে।

সুচরিতা। তবে তুমি লিখে দাও, তোমার মৃত্যুর পর আমার ছেলেই হবে কলিঙ্গের রাজা।

বিক্রম। ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও, অজয়সিংহকে ডেকে দাও।

অজয়সিংহের প্রবেশ।

অজয়। আমায় ডেকেছেন পিতা?

বিক্রম। হ্যাঁ। ভোরবেলায় আমি স্বপ্ন দেখেছি, মা মহামায়া চণ্ডী-মূর্তিতে আমার কাছে এসে বলছেন—তুই আমার পূজা কর, তোর ভাল হবে।

সুচরিতা। এই সামান্য কাজে কুমারকে বিরক্ত করার কোন দরকার ছিল না। আমাকে বললেই আমি সব ব্যবস্থা করে দিতাম।

বিক্রম। সব কাজ সবাইয়ের দ্বারা হয় না।

সুচরিতা। আমার কথা বুঝি ভাল লাগল না?

বিক্রম। কথাটা আমাকে শেষ করতে দাও। দেবী আরও বলেছেন—শক্তিপূজা করলে মঙ্গলময় শিব চিরদিন তোমার ঘরে বাঁধা থাকবে।

সুচরিতা। স্বপ্ন কখনও সত্য হয় না।

ক্রুত সঞ্জয়ের প্রবেশ।

সঞ্জয়। স্বপ্ন। পিতা, কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি—আমাদের বাড়িতে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে খুব ধুমধাম করে পূজা হচ্ছে।

সুচরিতা। বিষ্ণু-নারায়ণের পূজা তো?

সঞ্জয়। না, দেবী বললেন—তিনি মা চণ্ডী।

সুচরিতা। যতসব বাজে কথা।

সঞ্জয়। না মা, সত্য কথা। পিতা, কবে আমাদের বাড়িতে মা চণ্ডীর পূজা হবে?

সুচরিতা। এ বাড়িতে চণ্ডীপূজা হবে না।

সঞ্জয়। আমি যখন স্বপ্ন দেখেছি, তখন নিশ্চয়ই হবে।

অজয়। মায়ের কথার অবাধ্য হতে নেই ভাই।

সুচরিতা। থাক, তোমাকে আর এখানে পাঠশালা বসাতে হবে না।

অজয়। পাঠশালা নয় মা, ভাইকে আমি ভাল কথাই বলছি।

বিক্রম। তোমার কোন কথাই ওনার ভাল লাগবে না।

সুচরিতা। তুমি কি আমায় অপমান করতে চাও?

বিক্রম। বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে তুমি নিজের কাজে যাও।

সুচরিতা। যাচ্ছি, এসো সঞ্জয়—

সঞ্জয়। পিতা, কবে আমাদের বাড়িতে চণ্ডীপূজা হবে?

সুচরিতা। বলেছি তো, পূজা হবে না।

বিক্রম। তুমি আমি বললে কিছু হবে না, রাজপুরোহিত যা বলবেন তাই হবে।

সুচরিতা। বেশ, থাক তুমি তোমার শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিয়ে। আজ থেকে আমি আর তোমাদের কোন কথাতেই থাকব না।

[প্রস্থান।

সঞ্জয়। মায়ের সব কথাতেই কেবল রাগ। পিতা, কবে পূজা হবে?

বিক্রম। রাজপুরোহিত বললেই হবে। পুরোহিত মশাই কই?

মাধব শর্মার প্রবেশ।

মাধব। জয় শ্রীহরি! আমায় স্মরণ করেছেন মহারাজ?

বিক্রম। হ্যাঁ। মা চণ্ডী আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন—তাঁর মূর্তি গড়ে পূজা করতে হবে।

মাধব। ওরে বাবা! মা চণ্ডী যে একেবারে কাঁচাখেকো দেবী।

বিক্রম। আমি বৈষ্ণব, বাড়িতে বিষ্ণু-নারায়ণের বিগ্রহ রয়েছে, এখানে কি চণ্ডীদেবীর পূজা হতে পারে?

মাধব। এ্যাঁ—[ভাবিতে লাগিল]

সঞ্জয়। চুপ করে কেন, কথার উত্তর দিন।

মাধব। দেখুন, দেব-দেবীর ব্যাপার সব নিজের মনের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

বিক্রম। ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা বলছি না, শাস্ত্রের কথা বলছি।

মাধব। আমিও অশাস্ত্রীয় কথা বলছি না।

বিক্রম। গৌরচন্দ্রিকা করতে হবে না। কি হবে পরিষ্কার বলুন।

মাধব। জয় পতিতপাবন নারায়ণ—

নারদের প্রবেশ।

নারদ। জয় নারায়ণ!

মাধব। নারায়ণ, তুমি ভরসা।

বিক্রম। কে আপনি ?

নারদ। আমি একজন ব্রাহ্মণ।

বিক্রম। আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি বলন!

নারদ। আমার জন্যে কিছু করতে হবে না। পথে শুনলাম আপনার বাড়িতে মা চণ্ডীর পূজা হবে; তাই জানতে এলাম, কবে এখানে মায়ের দর্শন পাব।

বিক্রম। আমি বৈষ্ণব, বাড়িতে বিষ্ণু-নারায়ণ আছেন। এখানে শক্তিপূজা হয় কি করে ?

নারদ। যে কৃষ্ণ, সেই কালী। অতএব মায়ের পূজা না হবার কোন কারণ নেই।

মাধব। আমিও ওই কথা বলব মনে করেছিলাম।

বিক্রম। থামুন। আপনি আর কথা বলবেন না।

মাধব। যে আজ্ঞে।

অজয়। শক্তিপূজায় বলিদানের বিধান আছে, বৈষ্ণবের মন্দির-প্রাঙ্গণে তো পশুবলি হতে পারে না।

নারদ। পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ আর আমরা সবাই মায়ের সন্তান। পূজা নিতে এসে মা কখনও সন্তানবলি নিয়ে রক্তপান করতে পারেন না।

বিক্রম। বলিদান না করে শাস্ত্রে তো শক্তিপূজার বিধান নেই।

নারদ। বলি দিতে হবে রাজা, কিন্তু জীবন্ত পশুবলি নয়—আপনার অন্তরের ষড়রিপুরূপী যেসব পশু রয়েছে, মায়ের পায়ে তাদের বলি দিন। নিজের কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে ভক্তিভরে যদি ডাকতে পারেন, তবেই শক্তিপূজা সার্থক হবে।

বিক্রম। বড় শক্ত কথা।

নারদ। শক্তিপূজা কিনা, তাই সবই শক্ত ব্যাপার। মনের মধ্যে আমিত্ব রেখে পূজা করলে কোন ফল পাবে না।

বিক্রম। তাহলে উপায়?

নারদ। পূজা বন্ধ করে দিন।

বিক্রম। মা যে আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে পূজা করতে বলেছেন।

নারদ। তাহলে সর্বস্ব মায়ের পায়ে বিসর্জন দিয়ে তাঁর রাঙা পা দুখানি স্মরণ নিতে হবে। পারবেন?

বিক্রম। পারব।

নারদ। তবে নীলগন্ধরাজ ফুল দিয়ে সন্ধিক্ষণে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিন, আপনি জীব-জন্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।

অজয়। নীলগন্ধরাজ ফুল কোথায় পাব?

নারদ। ওপারে দ্রাবিড়ের জঙ্গলে গিয়ে খোঁজ কর, পেয়ে যাবে। আমি চলি—[প্রস্থানোদ্যত]

অজয়। সেকি হয়! অতিথি নারায়ণ। দয়া করে যখন দীনের কুটিরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তখন আতিথ্য গ্রহণ করে আমাদের ধন্য করুন।

নারদ। আজ আমার সময় নেই। মায়ের পূজার দিন আসব। [পুনঃ প্রস্থানোদ্যত]

বিক্রম। একটা কথা ব্রাহ্মণ—

নারদ। আজ আর আমার বেশি কথা বলবার সময় নেই রাজা। তবে একটা কথা বলে যাই, ষড়রিপু ভরা এই জীবন থেকে যদি মুক্তি পেতে চান, ভক্তিভরে মাকে ডাকুন। ভক্তি ছাড়া জীবের মুক্তির কোন উপায় নেই। [প্রস্থান।

বিক্রম। অজয় সিংহ! ভাঁড়ু দত্তকে ডাক, পূজার আয়োজন কর।

সঞ্জয়। আমি এখুনি ভাঁড়ুদাকে ডেকে দিচ্ছি। বাহবা—বড় মজা! আমাদের বাড়িতে মা চণ্ডীর পূজা হবে। মা! শুনে যাও, পিতা বলেছেন—চণ্ডীপূজা হবে।

[প্রস্থান।

বিক্রম। অজয়! খুব অল্প সময়ের মধ্যে তোমাকে পূজার আয়োজন করতে হবে। তবে ভাঁড়ু দত্ত যদি সাহায্য করে—

ভাঁড়ু দত্তর প্রবেশ।

ভাঁড়ু। আমি সর্বদাই সাহায্য করতে প্রস্তুত। কি করতে হবে বলুন।

বিক্রম। ভাঁড়ু দত্ত! আগামী শুক্লাতিথিতে আমার প্রাসাদে মা চণ্ডীর পূজা হবে। যুবরাজের সঙ্গে বসে পুরোহিত মশাইয়ের কাছ থেকে ফর্দ নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দাও।

অজয়। পিতা! পূজার বিষয়ে আপনি মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

বিক্রম। কোন প্রয়োজন নেই।

অজয়। মা যদি পূজা উৎসবে যোগ না দেন?

বিক্রম। তিনি যোগ না দিলেও, পূজার কোন অসুবিধা হবে না। পুরোহিত মশাইয়ের সঙ্গে কাজ সেরে তুমি নীলগন্ধরাজ ফুলের খোঁজ করতে যাও।

অজয়। যাচ্ছি। আমি বলছিলাম, মাকে আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন, ভাল হবে।

বিক্রম। নিজে ভাল না হলে অপরের ভাল কথা সে শোনে না।

অজয়। কিন্তু সংসারের মধ্যে সবসময় এই অশান্তি—

বিক্রম। এত অল্পে অধীর হলে চলবে না পুত্র। ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ রোগ-শোক নিয়েই মানুষের সংসার। সংসারে সুখশান্তি খুঁজলে পাওয়া যাবে না ; সুখে-দুঃখে সব সময় যদি মনের আনন্দে থাকতে পার, তবেই জীবনে শান্তি পাবে। [প্রস্থান।

মাধব। আহা, মহারাজ বড় ভাল কথা বলেছেন।

ভাঁড়ু। আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল লোকেই ভাল কথা বলে থাকে, মন্দ লোকে বলে না।

মাধব। আর দেরি নয় যুবরাজ, কিরকম ফর্দ হবে বলুন।

অজয়। মায়ের কাছে যান, তিনি যা বলবেন তাই হবে।

ভাঁড়ু। আজ্ঞে—মহারাজ যে আপনার কথা বলে গেলেন!

অজয়। আমি বললে হবে না। মা যা বলবেন তাই করুন, ভাল হবে।

ভাঁড়ু। আজ্ঞে, মহারাজ যদি অসন্তুষ্ট হন?

অজয়। পিতা অসন্তুষ্ট হলে কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু মা আমাদের সঙ্গে অসহযোগিতা করলে চণ্ডীপূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে না।

ভাঁড়ু। কিন্তু যুবরাজ! একটা কথা—

অজয়। কথা আমার ওই একটা, মায়ের অমতে কাজ করে সংসারের আমি কোন ক্ষতি করতে পারব না।

[প্রস্থান।

মাধব। কি বুঝলে দত্ত?

ভাঁড়ু। আজ্ঞে—আমি বোকাসোকা লোক, বেশি বুঝি না। যা বোঝবার আপনি বুঝুন।

মাধব। অত কথায় কাজ নেই, আমরা দুজনে বসে ফর্দ করি এসো।

ভাঁড়ু। আজ্ঞে, আমাকে বোকা পেয়ে বেশি বেশি ফর্দে লিখিয়ে নিয়ে কাজ গুছিয়ে নিতে চান?

মাধব। আমি বেশি লিখেছি বলে তুমি কম করে মালপত্র নিয়ে এসে টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করতে চাও?

ভাঁড়ু। হেঃ-হেঃ-হেঃ! কি যে বলেন—

মাধব। আমরা দুজনেই দুজনকে চিনি কিনা, তাই কাজে কোন অসুবিধা হবে না। অতএব সময় নষ্ট না করে কাজ শেষ করে ফেলি চল।

ভাঁড়ু। চলুন—[উভয়ে প্রস্থানোদ্যত]

সুচরিতার পুনঃ প্রবেশ।

সুচরিতা। দাঁড়ান।

ভাঁড়ু। আজ্ঞে—দাঁড়িয়ে আছি।

সুচরিতা। কোথায় যাচ্ছিলেন?

মাধব। যাইনি কোথাও।

ভাঁড়ু। আজ্ঞে, বাজে কথা বলবেন না, মহারাজের আদেশে আমরা চণ্ডীপূজার ফর্দ করতে যাচ্ছি।

সুচরিতা। মহারাজ কি অজয়সিংহের কাছে গিয়ে ফর্দ করতে বলেছেন?

ভাঁড়ু। আজ্ঞে—মহারাজ তাই বলছিলেন; কিন্তু যুবরাজ বললেন—

সুচরিতা। থামো। আমার কাছে ওর নাম করবে না।

মাধব। আজ্ঞে না। পূজার বিষয়ে আপনি যা বলবেন তাই হবে। কিন্তু মহারাজ—

সুচরিতা। মহারাজ নামেমাত্র রাজা, আসলে যুবরাজই এ রাজ্যের

সর্বময় কর্তা। এই পূজা উপলক্ষে লোকজন জড় করে যুবরাজ নিজে এ রাজ্যের রাজা হতে চায়।

মাধব। বাপ রে! কি সর্বনেশে কথা—

ভাঁড়ু। আজ্ঞে, ধৈর্য হারাবেন না—কথাটা শুনতে দিন।

সুচরিতা। যা বলছি, সব সত্য কথা দত্ত। এখন আপনারাই আমার একমাত্র বল—বুদ্ধি—ভরসা। পুরোহিত মশাই! মহারাজ আপনাকে যা দক্ষিণা দেবেন, আমি তার দ্বিগুণ দেবো। আর দত্ত! তোমারও মোটামুটি উপরি পাওনা হবে।

ভাঁড়ু। আজ্ঞে—সে তো জানি। আপনি হাত ঝাড়লে আমার কাছে পর্বত হয়ে যাবে। আমাদের কি করতে হবে?

সুচরিতা। আমি যা বলব সমর্থন করবেন।

মাধব। করব।

সুচরিতা। যখন যা বলতে বলব, মহারাজের কাছে আপনাদের তাই বলতে হবে।

মাধব। নিশ্চয়ই বলব।

সুচরিতা। দত্ত! তুমি কথা বলছ না যে?

ভাঁড়ু। আজ্ঞে—কথা বলব কি মা! পাওনার থেকে কাজের দিকটা বেশি ভারি হয়ে যাচ্ছে। আজ্ঞে—আমি তাই বলছিলাম, আগাম কিছু দিলে কাজে বেশ উৎসাহ পেতাম।

সুচরিতা। ও আচ্ছা। এই নাও একশো মোহর। দুজনে সমানভাবে ভাগ করে নাও।

ভাঁড়ু। হেঃ-হেঃ—[হাত বাড়াইয়া মোহরের থলি লইল]

মাধব। মহারাণীর জয় হোক। [হাত বাড়াইতেই দেখিল ভাঁড়ুর হাতে মোহরের থলি]

সুচরিতা। আমার জয় দিতে হবে না। যখন যা বলব, সেইমত কাজ করলেই আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

ভাঁড়ু। আজ্ঞে, আপনার কোন কাজে আর ত্রুটি খুঁজে পাবেন না। আসি মা।

[প্রস্থান।

মাধব। আমিও আসি। [প্রস্থানোদ্যত]

সুচরিতা। শুনুন। ফর্দ লিখতে কোন কার্পণ্য করবেন না। যত পারেন বেশি করে লিখে দিন, কোন অসুবিধে হবে না।

মাধব। যে আজ্ঞে—[ঘন ঘন গমনপথের দিকে চাহিতে লাগিল]

সুচরিতা। অজয়সিংহ যা বলবে—

মাধব। তাই করব।

সুচরিতা। কি বললেন?

মাধব। না।

সুচরিতা। ওদিকে কি দেখছেন?

মাধব। না। আপনি যা বলবেন তাই করব। আপনি ছাড়া আমি আর কারও কথা শুনব না। দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি।

[দ্রুত প্রস্থান।

সুচরিতা। এইসব লোকগুলোকে হাতে রাখতে পারলে অনেক কাজ পাওয়া যাবে।

বীরসেনের প্রবেশ।

বীর। অভিবাদন মহারাণী।

সুচরিতা। আসুন সেনাপতি।

বীর। আপনি আমাকে স্মরণ করেছেন?

সুচরিতা। হ্যাঁ। আপনার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে।

বীর। অভিযোগ করার মত কোন কাজ আমি করিনি।

সুচরিতা। জানি আপনি খুব চতুর—সাক্ষী রেখে পাপ করেন না। কিন্তু পাপ কোনদিন চাপা থাকে না, একদিন সে বেরিয়ে পড়বেই।

বীর। আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

সুচরিতা। আপনি কর্ত্তব্যকর্মে অবহেলা করেছেন। কলিঙ্গ রাজ্যের সীমান্তে কাঁসাই নদীর ওপারের কোন খবর রাখেন?

বীর। নদীর ওপারে দ্রাবিড় জঙ্গলে ব্যাধেরা বাস করে। সেখানে কোনও ফসল হয় না, তারা খাজনাও দেয় না।

সুচরিতা। ফসল বা খাজনার কথা বলছি না। আপনি কোন খবর রাখেন কিনা জানতে চাইছি।

বীর। না।

সুচরিতা। আমি জানি আপনি খবর রাখেন। দ্রাবিড় জঙ্গলের ব্যাধের ঘরের যুবতী মেয়েদের ধরে এনে প্রতিদিন আপনার ছাউনিতে পাঠানো হয়।

বীর। কে বললে?

সুচরিতা। যাদের ধরে এনেছেন, তারাই বলেছে। প্রমাণ চান?

বীর। না।

সুচরিতা। আপনার অধীনে কত সৈন্য আছে?

বীর। দশ হাজার।

সুচরিতা। রাজসরকার থেকে আপনি দশ হাজার সৈন্যের মাসিক বেতন নেন সত্য; কিন্তু আসলে আপনার সৈন্য আছে সাত হাজার।

বীর। না, একথা সত্য নয়।

সুচরিতা। ঠিক আছে, আজই আমি মহারাজকে সরেজমিন তদন্ত করতে বলছি।

বীর। মহারাণী!

সুচরিতা। কি হলো সেনাপতি, আপনার মুখখানা হঠাৎ অমন শুকিয়ে গেল কেন? আপনার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ মিথ্যা?

বীর। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

সুচরিতা। ক্ষমা করতে পারি এক সর্তে—আমি যা বলব, আপনাকে তাই করতে হবে।

বীর। বিনিময়ে আমি কি পাব?

সুচরিতা। যদি বলি—আশাতীত কিছু পাবেন?

বীর। মহারাণী!

সুচরিতা। আশ্চর্য হবেন না। সত্যি বলছি, আপনাকে আমার ভাল লেগেছে।

বীর। মহারাণী! আপনার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি।

সুচরিতা। না-না, প্রাণ দিতে হবে না। আপনার শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে সাহায্য করলেই আপনাকে আমি মনে রাখব।

বীর। একটা কথা মহারাণী—

সুচরিতা। এখন নয়, কাজ শেষ করে আসুন—তারপর নির্জনে বসে আমি আপনার কথা শুনব। আসুন—

বীর। হ্যাঁ। আপনি জেনে রাখুন মহারাণী, আপনার জন্যে আমার জীবনপণ।

[প্রস্থান।

সুচরিতা। এইবার দেখব মহারাজ, কি করে তুমি অজয়সিংহকে সিংহাসনে বসাতে পার! বুড়ো বয়েসে রূপের মোহে গরীবের মেয়েকে

বিয়ে করে তার জীবন নষ্ট করে দিতে তোমার নীতিতে বাধে না, আর গর্ভজাত সন্তানকে সিংহাসনে বসাবার কথা হলেই তুমি নীতিজ্ঞ হয়ে যাও। না, সে হবে না। আমার সঞ্জয়কে সিংহাসনে বসাতে দরকার হলে আমি নরকে নেমে যাব, তবু বেঁচে থেকে সতীনের ছেলেকে রাজা হতে দেবো না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্রাবিড় জঙ্গল—ব্যাধপল্লী

ঝিনুকের প্রবেশ।

ঝিনুক। না, দাদাকে নিয়ে আর পারা যায় না। সেই কোন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, এখনও ফেরার নাম নেই। কালুদা শিকারে গেল, ফিরে এলো ; ফুল্লরা বৌদি সেই মাংস নিয়ে হাটে বিক্রি করতে গেল, তারও ফিরে আসবার সময় হলো। দাদা যে এখনও কেন ফিরে এলো না বুঝতে পারছি না। দাদা—

মুক্তোর প্রবেশ।

মুক্তো। [সুরে] সখী রে, কি হেরিনু যমুনারি কূলে—

ঝিনুক। কে ?

মুক্তো। ঝিনুকের পাশে আমি মুক্তো।

ঝিনুক। ও, শালাদা ?

মুক্তো। এই শালা-ফালা বলবি না মাইরি।

ঝিনুক। তুই ফুল্লরা বৌদির ভাই—কালুদার শালা, অতএব তুই আমাদের সকলের শালা।

মুক্তো। ফের শালা বললে, মাইরি বলছি—আমি ভীষণ রেগে যাব।

ঝিনুক। রাগ করে ঘরের ভাত বেশি করে খা গিয়ে। [প্রস্থানোদ্যতা]

মুক্তো। চললি কোথায় ?

ঝিনুক। দাদাকে খুঁজতে।

মুক্তো। তোর দাদা এইমাত্র বাড়ি গেল।

ঝিনুক। সত্যি ?

মুক্তো। মাইরি! এই আমি তোর গা ছুঁয়ে দিব্যি করে বলছি—[ঝিনুকের গায়ে হাত দিতে উদ্যত হইল]

ঝিনুক। [সরিয়া গিয়া] থাক—থাক, হয়েছে। তোকে আর দিব্যি করতে হবে না।

মুক্তো। সরে যাচ্ছিস কেন ? কাছে আয় না মাইরি, দুটো কথা বলি।

ঝিনুক। দূর থেকে বল, কান আছে শুনতে পাব।

মুক্তো। তুই মাইরি বেশ। এই ঝিনুক, জানিস—সেদিন স্বপ্ন দেখছি তোতে-আমাতে দুজনে পাখা মেলে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছি। সে যে কি আনন্দ, তোকে কি বলব মাইরি! ঝিনুক, সে একেবারে মাইরি—

ঝিনুক। সরে যা. আমি এখন বাড়ি ফিরি।

মুক্তো। আমি মাইরি তোকে এত ভালবাসি, তুই আমার দুটো কথা শুনবি না ?

ঝিনুক। আমাকে এইভাবে যখন তখন বিরক্ত করলে ফুল্লরা বৌদিকে বলে দেবো।

মুক্তো। ধেৎ! এসব পিরীতের কথা কাউকে বলতে আছে নাকি? তোর আমার মনের কথা দুজনে বলব—দুজনে শুনব। কাছে আয় মাইরি! কথা শোন—[অগ্রসর]

ঝিনুক। আর এগুলে তোর ভাল হবে না।

মুক্তো। আমি তোকে ভালবেসে ফেলেছি। মাইরি, আমি তোর গায়ে হাত দিয়ে বলছি—

ঝিনুক। আমার গায়ে হাত দিলে একটি চড়ে একেবারে বদন বিগড়ে দেবো।

মুক্তো। তোর হাতে আমি মার খেয়ে মরতে রাজী আছি মাইরি!

ঝিনুক। [উচ্চকণ্ঠে] ও ফুল্লরা বৌদি—

মুক্তো। এই, চুপ—[সহসা ঝিনুকের মুখ চাপিয়া ধরিল]

ঝিনুক। ছাড়—আমায় ছেড়ে দে। [মুক্তোকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল]

মুক্তো। ধাক্কা মেরে ফেলে দিলি! আবার ধরব—[ধরিতে গেল]

সহসা তীর-ধনুক হস্তে কালকেতুর প্রবেশ।

কালকেতু। [মুক্তোর গলায় ধনুক লাগাইয়া টানিল]

মুক্তো। কে?

কালকেতু। তোর যম।

ঝিনুক। কালুদা!

মুক্তো। বোনাই!

কালকেতু। বোনাইবাড়ি খেয়েদেয়ে শালার গায়ে খুব জোর হয়েছে দেখছি, তাই মেয়েদের ওপর হাত বাড়িয়েছিস। আয় শালা, আমার সঙ্গে লড়বি আয়।

মুক্তো। মাইরি বলছি বোনাই, তুমি বিশ্বাস কর—

কালকেতু। আয় শালা, এগিয়ে আয়। [মুক্তোকে টানিতে লাগিল]

মুক্তো। লাগে যে মাইরি—

কালকেতু। লাগবার জন্যেই ধরেছি।

মুক্তো। মরে যাব মাইরি।

কালকেতু। পাপ চুকে যাবে।

মুক্তো। আমাকে মেরে ফেললে যে কেঁদে কেঁদে দিদি আধমরা হয়ে যাবে। তোমাকে আদর করে কেউ আর আমানি খেতে দেবে না।

কালকেতু। যা শালা, তোর দিদির জন্যে আজ আমার হাত থেকে তুই বেঁচে গেলি। আর কোনদিন যদি ঝিনুকের গায়ে হাত দিস, সেদিন আর দিদির দোহাই দিয়ে বাঁচতে দেবো না—ধড় থেকে মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নেবো।

মুক্তো। তা তুমি পার। এক কোপে যে একটা বাঘ মারতে পারে, সে আমার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নেবে এ আর বেশি কথা কি! [প্রস্থানোদ্যত]

কালকেতু। এই শালা, যাচ্ছিস কোথায়?

মুক্তো। ঘাড়ে তেল মালিশ করতে।

কালকেতু। পরে করবি, আগে তোর দিদি হাট্‌ থেকে ফিরে আসছে কিনা দেখে আয়।

মুক্তো। যাচ্ছি। ওরে বাবা, ঘাড়ে কি ব্যথা—

[প্রস্থান।

ঝিনুক। ফুল্লরা বৌদির ভাই এই রকম?

কালকেতু। ও শালা চিরদিন ওইরকম বাঁদর হয়েই থাকবে, কোনদিন বুদ্ধি-সুদ্ধি হবে না। কিন্তু ফুল্লরা এখনও ফিরছে না কেন?

ঝিনুক। বৌদি সেই দুপুরবেলায় মাংস বেচতে হাটে গেছে, এখনও আসেনি?

কালকেতু। না।

ঝিনুক। আজ এখনও তোমার খাওয়া হয়নি?

কালকেতু। কাল থেকে ফুল্লরার আমার দুজনেরই খাওয়া হয়নি।

ঝিনুক। সেকি!

কালকেতু। তা হোক। আজ সকালে শিকারে গিয়ে একটা বড় হরিণ মেরেছি—অনেক মাংস হয়েছে। সেটা বেচে ফুল্লরা হাট থেকে চাল ডাল তেল নুন চিঁড়ে গুড় মুড়ি নিয়ে আসবে। আজ আমরা পেট ভরে খাব। ফুল্লরা আসছে কিনা তুই একটু এগিয়ে দেখ তো দিদি।

ঝিনুক। এই যে দাদা আমি এখুনি যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যতা]

কালকেতু। হ্যাঁ রে, তোর দাদা শিকার থেকে ফিরেছে?

ঝিনুক। মুক্তোদা বললে, ফিরেছে।

কালকেতু। কিছু পেয়েছে?

ঝিনুক। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। আচ্ছা দাদা, আমি ফুল্লরা বৌদিকে একটু ডেকে দেখি। [উদ্দেশ্যে] ও ফুল্লরা বৌদি—

[প্রস্থান।

কালকেতু। ফুল্লরা। নাম করলেই মনটা আনন্দে ভরে যায়।

আমি তাকে কোনদিন পেট ভরে খেতে দিতে পারিনি, তবু ফুল্লরা আমার সদাই প্রফুল্ল। [ধনুকে গুন দিতে লাগিল]

বাজরা মাথায় ধীরে ধীরে ফুল্লরার প্রবেশ।

ফুল্লরা। [মাথা হইতে বাজরা নামাইয়া একপাশে রাখিয়া কালকেতুর দিকে দেখিতে লাগিল]

কালকেতু। হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে। একটা তাক করে দেখি—[তীর-ধনুক ধরিয়া খেয়ালের বশে ফুল্লরার দিকে তাক করিল]

ফুল্লরা। এই, মরে যাব !

কালকেতু। ফুল্লরা !

ফুল্লরা। হেই মা গো, আমাকে একেবারে মেরে ফেলেছিল !

কালকেতু। তোকে মারলে আমি বাঁচব না।

ফুল্লরা। আমাকে যে কত ভালবাস বুঝতে পারছি। আমি যে একটা মানুষ বাড়িতে এলাম, সেদিকে তোমার হুঁশ নেই।

কালকেতু। না, তোর কথা মনে করে আমি একেবারে বেহুঁশ হয়েছিলাম।

ফুল্লরা। মোটেই না। আমি বাড়ি নেই, এই ফাঁকে তুমি শহর-গঞ্জের কোন সুন্দরী মেয়ের কথা ভাবছিলে।

কালকেতু। তোকে ছাড়া অন্য মেয়ের কথা ভাবতে পারলে জীবনে আমার উন্নতি হয়ে যেত।

ফুল্লরা। ওমা, সে আবার কি কথা !

কালকেতু। ঠিক কথা বলছি। তোকে বিয়ে করার পর একদিন হাটে মাংস বেচতে গেছি, শহরের একটা সুন্দরী মেয়ে চাকর নিয়ে এক দারোয়ান হাটে এসেছে। ঘুরে ঘুরে আমার কাছে এসে দাঁড়াল,

আমাকে ভাল করে দেখলে। মাংস কিনলে, দামের চেয়ে বেশি পয়সা দিলে। আমি তার দিকে ফিরে চাইতেই সে বললে, আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখছ কি? আমি ইচ্ছা করেই তোমাকে পয়সা বেশি দিয়েছি। তাছাড়া হাটে বসে তোমার মত সুন্দর ছেলের এইভাবে মাংস বিক্রি করা সাজে না। তুমি আমার বাড়ি চল, আমি তোমাকে অনেক টাকা দেবো—খুব আদর-যত্ন করব।

ফুল্লরা। তুমি কি বললে?

কালকেতু। আমি কোন কথা না বলে তার সব পয়সা ফেলে দিয়ে মাংসের বাজরা নিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে এলাম। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমি কোনদিন হাটে যাই না, তোকেই পাঠাই।

ফুল্লরা। আমার দিকে যে কত মরদ নজর দেয়।

কালকেতু। তার নজর দেওয়াই বৃথা হবে, তোকে পাবে না।

ফুল্লরা। যদি কেউ আমার হাত ধরে টানে?

কালকেতু। তোর হাতে তাকে মার খেয়ে মরতে হবে।

ফুল্লরা। আমার ওপর তোমার এত বিশ্বাস?

কালকেতু। তোকে যত দেখি, ততই ভোলা যায় না। মানুষ যাকে ভুলতে পারে না, তার নাম তো ভালবাসা। তাই মনে হয় তোর আমার ভালবাসা বোধহয় জন্ম-জন্মান্তরের।

ফুল্লরা। আমার কি মনে হয় জান?

কালকেতু। কি?

ফুল্লরা।—

গীত

আমি ঝিরঝির ঝরণার কথা শুনেছি,
শির শির বাতাসের সাড়া পেয়েছি।

নীল নীল আকাশের মন দেখেছি—
সব কিছু আমাতেই ফিরে পেয়েছি,
আম'র কাছে তুমি শুধু তুমি,
ওগো চিরদিন শুধু তুমি ॥
না বলা কিছু কথা,
কিছু চাওয়া ব্যাকুলতা—
তোমারি চোখে তার ছায়া দেখেছি।
আমার কাছে তাই তুমি শুধু তুমি,
ওগো চিরদিন শুধু তুমি ॥

কালকেতু। [সহসা ফুল্লরাকে ধরিল] ফুল্লরা! তোর হাসি আর গানে আমার প্রাণ আনন্দে ভরে যায়।

ফুল্লরা। আঃ, কি হচ্ছে? ছাড়—

কালকেতু। না, চিরদিন তোকে আমি এমনি করে বুকের মধ্যে ধরে রেখে দেবো।

ফুল্লরা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কালকেতু। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এই, বড় ক্ষিধে পেয়েছে, হাট থেকে কি এনেছিস খেতে দে তো। [ফুল্লরা সহসা ম্লান হইয়া গেল] কি হলো? চুপ করে গেলি কেন? হাটে কি বেচা-কেনা করে এলি বল।

ফুল্লরা। কিছু না।

কালকেতু। কেন, আজ হাট বসেনি?

ফুল্লরা। বসেছিল, ওপারের কলিঙ্গ রাজ্যের সৈন্যসামন্ত এসে সব লুটপাট করে নিয়ে গেল।

কালকেতু। তুই কিছু বললি না?

ফুল্লরা। আমি একজনের গালে একটা চড় মেরেছিলাম। ওরা

দল বেঁধে আমাকে ধরতে আসছিল, ভীমের মা আমাকে সরিয়ে দিলে। আমি খালি বাজরা নিয়েই ঘরে ফিরে এলাম।

কালকেতু। রাজার লোক আজ হঠাৎ হাট লুট করলে কেন?

ফুল্লরা। ওপারে রাজার বাড়িতে মা এসেছে—পূজা হচ্ছে, তাই মনের আনন্দে সৈন্যরা লুটপাট করে নিয়ে গেল।

কালকেতু। তাই বলে ওরা গরীবের খিদের খাবার কেড়ে নিয়ে গেল? ওদের মা আছে, ঘরে খাবার আছে, তাই আমোদ-আহ্লাদ করছে। আমাদের মা নেই, খাবারও নেই।

ফুল্লরা। ও কথা বলতে নেই। সে যে জগতের মা, তাই পশুপাখি কীটপতঙ্গের সঙ্গে আমাদেরও মা।

কালকেতু। না। আমাদের কেউ নেই রে ফুল্লরা—কেউ নেই।

ফুল্লরা। মা আছে।

কালকেতু। ও মা যে ভদ্রলোকের মা—বড়লোকের মা, আমাদের নয়।

ফুল্লরা। তুমি মাকে ডাক, ঠিক আমাদের দুঃখ ঘুচে যাবে।

কালকেতু। অনেক ডেকেছি, আর ডাকব না।

ফুল্লরা। মায়ের ওপর বিশ্বাস রাখ, ভাল হবে।

কালকেতু। আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারব না।

ফুল্লরা। মাকে চোখে দেখা যায় না; বিশ্বাস করেই ফল পাওয়া যায়।

কালকেতু। বিশ্বাস করে তুই আগে ফল পা দেখি, তারপর আমি বিশ্বাস করব।

ফুল্লরা। এ লোককে নিয়ে যে আমি কি করি বুঝতে পারি না।

মা—মা গো! এ কষ্ট যে আর সহ্য হয় না, তুই একটু মুখ তুলে চা মা—

কালকেতু। মা-মা বলে বাজে চিৎকার করে ক্ষিধে বাড়িয়ে লাভ নেই। কোথায় কি পাওয়া যায় খুঁজে দেখি চল।

ফুল্লরা। তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। তুমি বসো, আমি দেখছি। [প্রস্থানোদ্যতা]

কালকেতু। এই, হাট থেকে এসে তোকে আর কষ্ট করে কোথাও যেতে হবে না।

ফুল্লরা। স্বামীর মুখে ক্ষিধের খাবার তুলে দিতে মেয়েদের কষ্ট হয় না, মনে আনন্দই হয়।

কালকেতু। ফুল্লরা! কথা শোন—

ফুল্লরা। তোমার শুকনো মুখের কথা শুনতে ভাল লাগছে না। আগে তোমাকে কিছু খাওয়াই, তারপর বসে বসে তোমার সব কথা শুনবো।

কালকেতু। ব্যাধপল্লীর সকলেরই তো আমার মত অবস্থা, কোথায় কি পাবি—কে তোকে কি দেবে?

ফুল্লরা। কেউ না দেয়, মা দেবে।

কালকেতু। আবার বলে মা! না, আমাদের মা নেই।

ফুল্লরা। আছে। কারণ মা না থাকলে যেমন ছেলে হয় না, তেমনি এ জগতের মা না থাকলে তুমি আমি পশুপাখি পাহাড়-পর্বত আলো-হাওয়া কিছুই থাকত না।

[প্রস্থান।

কালকেতু। দূর—দূর, যতসত বাজে কথা। আমরা সব ডাগড়া জোয়ান মরদ, কাজ পেলে পাহাড় ফাটিয়ে দিতে পারি। আমাদের

কেউ কাজ দিয়ে খেটে খেতে দেয় না। রাজসরকার আমাদের ওপর জুলুম করছে, আমাদের ছুঁলে ভদ্রলোকের জাত যাবে। আমরা জন্তু-জানোয়ারের মত জন্মেছি, জন্তু-জানোয়ারের মত মরে যাব।

বাঘার প্রবেশ।

বাঘা। এতদিন পরে এবার আমাদের না খেয়ে মরতে হবে।

কালকেতু। কি হয়েছে রে বাঘা, চেঁচাচ্ছিস কেন?

বাঘা। পেটের জ্বালায় চেঁচাচ্ছি দাদা।

কালকেতু। আজ শিকারে যাসনি?

বাঘা। গিয়েছিলাম, কিছু পাইনি। তুমি পেয়েছ?

কালকেতু। একটা হরিণ পেয়েছিলাম।

বাঘা। ব্যস, ওই পর্যন্ত। আজ আমাদের পল্লার আর কেউ কিছু পায়নি। এ বনে আর জন্তু-জানোয়ার পাখিটাখি কিছু নেই, সব শেষ। এবার আমরা কি খাব দাদা?

কালকেতু। গাছের পাতা আর নদীর জল খেতে হবে।

বাঘা। তোমার কাছে আমি ওকথা শুনতে আসিনি।

কালকেতু। এ ছাড়া আর কি বলব বল! হাটে মাংস বেচতে গিয়েছিল, ওপারে রাজার বাড়ি মা এসেছে বলে তার লোকজন মনের আনন্দে হাট লুটপাট করে নিয়ে গেল।

বাঘা। সেকি!

কালকেতু। সত্যি কথা।

বাঘা। ঠিক আছে। আমরা এবার ওপারে গিয়ে কলিঙ্গ দেশটা লুটে খাব।

কালকেতু। মার খেয়ে মরবার জন্যে তৈরি হয়ে যা।

বাঘা। এইভাবে না খেয়ে উপোস করে মরার চেয়ে মার খেয়ে মরা অনেক ভাল।

কালকেতু। মাথা খারাপ করিসনি বাঘা!

বাঘা। ক্ষিধের জ্বালায় পেটের নাড়ী যখন জ্বলে যায়, তখন আর মাথার ঠিক থাকে না দাদা। একদল লোক মনের আনন্দে খাবে, আর আমরা না খেয়ে মরে যাব—সে হবে না। মরতে হয় এবার আমরা মার খেয়ে মরে যাব, তবু এভাবে না খেয়ে মরতে পারব না।

[প্রস্থান।

কালকেতু। একটা জাতি এভাবে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে যাচ্ছে, আর ফুল্লরা বলে মা আছে। না, গরীবের কেউ নেই।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। মা আছেন।

কালকেতু। না, মা নেই।

নারদ। আছেন।

কালকেতু। কে? কে তুমি?

নারদ। আমি একজন ব্রাহ্মণ।

কালকেতু। বামুনজন তো কেউ কখনও এখানে আসে না। তুমি নিশ্চয়ই পথ ভুল করেছ। কোথায় যাবে বল, আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে আসি।

নারদ। আমি তোমার কাছে এসেছি।

কালকেতু। আমার কাছে? কি দরকার তোমার?

নারদ। মা দেখবে এসো।

কালকেতু। কোথায় মা?

নারদ। তোমাদের দুঃখ-দুর্গতি দূর করবার জন্যে মা এসেছেন কলিঙ্গের রাজবাড়িতে।

কালকেতু। তাহলে আর আমার মাকে দেখা হলো না।

নারদ। তুমি রাজবাড়িতে গেলেই মাকে দেখতে পাবে।

কালকেতু। আমাদের ছায়া মাড়ালে যাদের জাত যায়, তারা আমাকে রাজবাড়িতে যেতে দেবে না।

নারদ। সকলের জন্যে আজ রাজবাড়ির দ্বার খোলা আছে, তুমি গেলেই দেখতে পাবে।

কালকেতু। না বাবাঠাকুর, আমি রাজবাড়িতে যাব না।

নারদ। তুমি মাকে দেখবে না?

কালকেতু। মায়ের যদি ইচ্ছা হয় আমার সামনে এসে দেখা দিক।

নারদ। সামনে দেখতে হলে ভক্তিভরে মাকে ডাকতে হবে।

কালকেতু। অনেকবার ডেকেছি, দেখা পাইনি; আর ডাকব না।

নারদ। ছেলে না কাঁদলে মাও ছেলেকে দুধ দেয় না।

কালকেতু। জানি।

নারদ। কোনদিন মায়ের পায়ে ফুল-জল দিয়েছ?

কালকেতু। জীবনে মায়ের দেখাই পেলাম না, ফুল-জল দেবো কি করে?

নারদ। নীলগন্ধরাজ ফুল নিয়ে রাজবাড়িতে চল, মাকে দেখতে পাবে।

কালকেতু। নীলগন্ধরাজ ফুলটা আবার কি রকম?

নারদ। বনে-জঙ্গলে বাস কর, নীলগন্ধরাজ ফুল দেখনি?

কালকেতু। দেখা তো দূরের কথা, জীবনে ওর নামই শুনিনি, ও ফুল কোথায় পাওয়া যায় বল তো?

নারদ। ওই তো তোমার ঘরের সামনে হাজার হাজার ফুল ফুটে রয়েছে।

কালকেতু। বটেই তো! ওখানে আমি কোনদিন একটাও ফুল দেখিনি; আজ এত ফুল এলো কোথা থেকে?

নারদ। সবই মায়ের খেলা।

কালকেতু। ঠাকুর, তুমি নিশ্চয়ই যাদু জান। তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। দাঁড়াও, ফুল্লরাকে ডাকি—সে তোমাকে ঠিক বুঝতে পারবে। তুমি একটু দাঁড়াও ঠাকুর। ফুল্লরা—

নারদ। মায়ের পূজার সময় হয়ে আসছে, আমি আর এখানে দাঁড়াতে পারব না। মাকে দেখবে যদি, আমার সঙ্গে চলে এসো।

[প্রস্থান।

কালকেতু। ফুল্লরা! ছুটে আয়—

ফুল্লরার পুনঃ প্রবেশ।

ফুল্লরা। আর চেঁচামেচি করতে হবে না। ভীমের মায়ের কাছে একটু আমানি পেয়েছি, এখুনি নিয়ে এসে তোমাকে খেতে দিচ্ছি।

কালকেতু। আজ আমি কিছু খাব না, উপোস।

ফুল্লরা। উপোস কি?

কালকেতু। ঠাকুর-দেবতার পূজো করতে হলে উপোস করতে হয় না?

ফুল্লরা। হ্যাঁ।

কালকেতু। আজ আমার সেই উপোস।

ফুল্লরা। এসব কি বলছ তুমি? কি হয়েছে তোমার?

কালকেতু। যাদু হয়ে গেছে।

ফুল্লরা। যাদু কি ?

কালকেতু। এক বামুনঠাকুর এসে আমাকে যাদু করে গেছে।

ফুল্লরা। বামুন-টামুন তো এখানে কেউ কখনও আসে না।

কালকেতু। আজ এসেছিল। আমাকে বললে, কলিঙ্গের রাজবাড়িতে মা এসেছে। আমি সেখানে গিয়ে নীলগন্ধরাজ ফুল দিয়ে মায়ের পূজা করলেই হয়ে যাবে।

ফুল্লরা। নীলগন্ধরাজ ফুল পাবে কোথায় ?

কালকেতু। ওই তো ঝোপের মধ্যে কত ফুল ফুটে রয়েছে।

ফুল্লরা। তাই তো ! ওখানে তো আমি কখনও নীল ফুল দেখিনি।

কালকেতু। আমিও দেখিনি।

ফুল্লরা। অত ফুল হঠাৎ এখানে এল কোথা থেকে ?

কালকেতু। বামুনঠাকুর বলে গেল—মায়ের খেলা।

ফুল্লরা। আমাদের দুঃখ দেখে এতদিনে মায়ের দয়া হয়েছে। বামুনঠাকুর কোথায় ? বামুনঠাকুর—

কালকেতু। চলে গেছে।

ফুল্লরা। বামুন-সজ্জনকে তুমি হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলে কেন ?

কালকেতু। আমি তাকে ছেড়ে দেবো কেন ? সেই-ই তো নীল ফুল দেখিয়ে আমাকে যাদু করে রেখে চলে গেল।

ফুল্লরা। শীগগির ওই ফুল তুলে নিয়ে রাজবাড়িতে মায়ের পূজা করে এসো।

কালকেতু। তোর মাথায় কোন বুদ্ধি নেই।

ফুল্লরা। কেন ?

কালকেতু। সকাল থেকে বনে-জঙ্গলে ঘুরে শিকার করেছি—চান করা হয়নি ; চান না করে মায়ের পূজা হয় নাকি !

ফুল্লরা। এই তো তোমার মনে ভক্তি এসে গেছে।

কালকেতু। সবটা আসেনি, খানিকটা এসেছে। ফুল্লরা! আমি নদীতে চান করতে যাচ্ছি, তুই মাদলে ঘা দিয়ে জাতভাইদের জমা করে সকলকে বলে দে—এখুনি ব্যাধপল্লীর মরদদের আমার সঙ্গে রাজবাড়ি যেতে হবে। মা যদি সত্যিই আমার হাতের পূজা নেন, তাহলে আমরা কারও পায়ের তলায় পড়ে থাকব না। সত্যিকারের মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচব। সকলকে ডেকে বলব—মায়ের ছেলে আমরা সবাই সমান। আমাদের মাঝে নেইকো আর কোন ভেদ-ব্যবধান।

[প্রস্থান।

ফুল্লরা। ওরে মুক্তো! মাদলে ঘা দিয়ে জাতভাইদের ডাক দে। মা! দয়া কর মা, দয়া কর। দিনান্তে স্বামীর পাতে একমুঠো ক্ষিধের খাবার দিতে পারলে আমার আর কোন দুঃখ থাকবে না। কথায় বলে—মানুষ দিলে কুলোয় না, মা দিলে ফুরোয় না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ব্যাধপল্লী

একটি পাথরবাটি হস্তে ঝিনুকের প্রবেশ।

ঝিনুক। ও ফুল্লরাবৌদি! ভীমদার মা তোমাদের জন্যে আমানি দিয়েছে। নিয়ে যাও—

বীরসেনের প্রবেশ।

বীর। দাঁড়াও।

ঝিনুক। ও-মা, এ আবার কে?

বীর। তুই কে?

ঝিনুক। দেখতেই পাচ্ছেন আমি একজন মানুষ।

বীর। বাঃ! তোকে দেখতে বেশ ভাল, জোয়ানি আছিস!

ঝিনুক। কি করব বলুন, বয়সের দোষে হয়ে পড়েছি।

বীর। তোর নাম কি?

ঝিনুক। নামে কি দরকার?

বীর। তোকে দেখে ভাল লেগেছে তাই জিজ্ঞাসা করছি। কি নাম?

ঝিনুক। বলব না।

বীর। কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিস জানিস?

ঝিনুক। মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, জানোয়ারের সামনে নয়।

বীর। জেনে রাখ, আমি কলিঙ্গের সেনাপতি।

ঝিনুক। সেনাপতি কি ঘ্যাসপাতি আমার জানবার দরকার নেই।

বীর। ও—আচ্ছা, এখানে নীলগন্ধরাজ ফুল কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারিস ?

ঝিনুক। জানি না। আপনার কথা মিটে গেছে ; সরুন—আমাকে যেতে হবে।

বীর। তোকে আর কোথাও যেতে হবে না। আমার সঙ্গে চলে আয়। [সহসা ঝিনুকের হাত ধরিল]

ঝিনুক। [হাত হইতে বাটি পড়িয়া গেল] ওই যাঃ, আমানিটা পড়ে গেল !

বীর। যাক, তোকে আর আমানি খেতে হবে না, আমি রাজ-ভোগ খাওয়াব।

ঝিনুক। হাত ছাড়ুন বাবুজী—

বীর। না।

ঝিনুক। এটা আপনার শহর-গঞ্জ নয় বাবুজী, এটা দ্রাবিড় জঙ্গলের ব্যাধপল্লী। এখানে বেশি তিগড়মবাজী করলে আপনার মাথাটা উড়ে যাবে।

বীর। তার আগে তোকে নিয়ে আমি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে উড়ে যাব।

ঝিনুক। তোর ভদ্রলোকের নিকুচি করেছে! হট যাও—[বীর-সেনকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল]

বীর। খবরদার—[অস্ত্র ধরিয়া ঝিনুকের দিকে অগ্রসর]

সহসা অজয়সিংহের প্রবেশ।

অজয়। হুঁশিয়ার সেনাপতি ! [বীরসেনের অস্ত্রে আঘাত করিল]

বীর। কে? ও, আপনি—

অজয়। শক্তিমান বীর সেনাপতির মেয়েদের ধরে টানাটানি করা শোভা পায় না।

বীর। ও আমাকে অপমান করেছে।

ঝিনুক। না বাবুজী, মিথ্যা কথা।

অজয়। সত্যিই যদি তুমি ওনাকে অপমান করতে, আমি খুশি হতাম—

বীর। এসব আপনি কি বলছেন?

অজয়। নিজের মান যে রাখতে জানে না, অপমানই তাকে হতে হয়।

বীর। অপমানের প্রতিশোধ নিতে আমি ওকে বেঁধে নিয়ে যাব।

অজয়। তার আগে আপনার মাথাটাই আমি এখানে রেখে দেবো।

ঝিনুক। আপনাকে কিছু করতে হবে না। আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি ওকে শিকপোড়া করে খেয়ে নেব। আসুন আমার সঙ্গে—

অজয়। না, সে হতে পারে না। আমার দেশের লোকের বিচারের ভার আমি বিদেশীর হাতে তুলে দিতে পারি না।

ঝিনুক। এটা দ্রাবিড় জঙ্গলের ব্যাধপল্লী, এখানে কেউ অপরাধ করে ফিরে যেতে পারে না।

অজয়। আমার দেশের লোকের অপরাধের জন্যে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, তুমি দয়া করে ওকে ক্ষমা কর—

বীর। আপনি সরে যান, আমি ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিচ্ছি।

অজয়। থাক, খুব হয়েছে। অসহায়া নারীকে পথের মাঝে একা পেয়ে অপমান করে—বিদেশীর কাছে নিজের দেশ ও জাতিকে আর হেয় করবেন না। যান, চলে যান এখান থেকে।

বীর। যাচ্ছি। কিন্তু এ অপমান আমি কোনদিন ভুলব না।
[প্রস্থান।

ঝিনুক। লোকটা আপনার কে বাবুজী ?

অজয়। আমার দেশের।

ঝিনুক। ও তো বললে কলিঙ্গের সেনাপতি। আপনি—

অজয়। আমি ওই দেশের অধিবাসী। তোমার নাম কি ?

ঝিনুক। ঝিনুক।

অজয়। বাড়ি কোথায় ?

ঝিনুক। ওই সামনে।

অজয়। আচ্ছা, বলতে পার—এখানে নীলগন্ধরাজ ফুল কোথায় পাওয়া যায় ?

ঝিনুক। একটু আগে এলে পেতেন, এখন আর পাবেন না।

অজয়। কেন ?

ঝিনুক। একজন ফুল তুলে নিয়ে গেছে।

অজয়। সে কি কলিঙ্গের লোক ?

ঝিনুক। না, আমাদের লোক। নীলগন্ধরাজ ফুল আপনাদের কি হবে ?

অজয়। কলিঙ্গের রাজবাড়িতে মা চণ্ডী এসেছেন, মায়ের পূজার জন্যে ফুল চাই।

ঝিনুক। ও—তাই বলুন। আপনাকে আর চিন্তা করতে হবে না। মায়ের পূজার ব্যবস্থা মা নিজেই করে নিয়েছেন। আমাদের ব্যাধপল্লীর সর্দার কালকেতুদা ফুল তুলে নিয়ে রাজবাড়িতে পূজা করতে গেছেন।

অজয়। কালকেতু ব্যাধ মায়ের পূজা করবে কি করে ?

ঝিনুক। কেন ?

অজয়। জনসমাজে কালকেতু যে নীচ অস্পৃশ্য ব্যাধ বলে পরিচিত। তাই ক্ষত্রিয়ের পূজার মন্দিরে ব্যাধকে তো পূজা করতে দেবে না।

ঝিনুক। ব্যাধের ঘরে জন্মেছি বলে আপনি কি আমাদের মানুষ বলে স্বীকার করেন না ?

অজয়। আমি স্বীকার করি—সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

ঝিনুক। তাহলে কালকেতুদার আর কোন ভয় নেই, নিশ্চিন্তে মায়ের পূজা করতে পারবে।

অজয়। না, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরা তাকে পূজা করতে দেবে না।

ঝিনুক। কালুদা যে জেদী মানুষ !

অজয়। সেখানেই তো বিপদ ঘটে যাবে।

ঝিনুক। আপনি তার পূজার সুযোগ করে দিতে পারেন না ?

অজয়। পারব কিনা বলতে পারি না, তবে চেষ্টা করে দেখব। আচ্ছা চলি—[প্রস্থানোদ্যত]

ঝিনুক। আবার কবে আসবেন ?

অজয়। [ফিরিয়া ঝিনুকের মুখের দিকে চাহিয়া] আমাকে দরকার আছে ?

ঝিনুক। [কিছুক্ষণ অজয়ের মুখের দিকে দেখিয়া] না। [মাথা নিচু করিল]

অজয়। আমি কলিঙ্গেই ফিরে যাচ্ছি।

ঝিনুক। আমিও যাব।

অজয়। যাবে তো আমার সঙ্গে চলে এসো।

ঝিনুক। না, আপনি যান।

অজয়। ও, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না? কথা কি জান? মানুষকে যে ভালবাসতে শিখেছে, তার দ্বারা কোনদিন কোন মানুষের ক্ষতি হতে পারে না।

[প্রস্থান।

ঝিনুক। লোকটা শক্তিশালী বীর যোদ্ধা, দেখতেও সুন্দর, ওনাকে দেখে মাথাটা যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল! কি-সব বলে ফেললাম। উনি হয়তো আমাকে কি ভাবলেন! ওনার হয়তো বিয়ে হয়েছে, ঘরে সুন্দরী বৌ আছে। আমাকে বৌ—আমি ওর বৌয়ের দাসী হয়ে থাকব। দূর, এসব আমি কি ভাবছি! ধ্যেৎ, যতসব লজ্জার কথা!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কলিঙ্গ রাজবাড়ি—পূজা মণ্ডপের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ

মাধব শর্মার প্রবেশ।

মাধব। কথায় বলে—যার যখন বরাত খোলে, মালক্ষ্মী তার ঘরে উপচে পড়ে। পূজার কাপড়-গামছা দক্ষিণার তো কথাই নেই। তার ওপর রাণীর কাছ থেকে উপরি পাওনা। ভাঁড়ু দত্ত কি আমার থেকে বেশি পাচ্ছে নাকি? না, তা কি করে পাবে? আমি তো পূজার জিনিসপত্র পাচ্ছি, তার ওপর—

বিক্রমসিংহের প্রবেশ।

বিক্রম। পুরোহিত মশাই! মায়ের অষ্টমী পূজা হয়ে গেল?

মাধব। হ্যাঁ মহারাজ।

বিক্রম। এরা যে এখনও নীলগন্ধরাজ ফুল নিয়ে ফিরে এলো না।

মাধব। এসে যাবে।

বিক্রম। দুটো পূজার মধ্যে এলো না আর কখন আসবে?

মাধব। সন্ধিপূজার মধ্যে এলেই হবে।

সুচরিতার প্রবেশ।

সুচরিতা। পুরোহিত মশাই! সন্ধিপূজার আয়োজন হয়ে গেছে।

বিক্রম। সন্ধিপূজার আর দেরী কত?

মাধব। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই পূজায় বসতে হবে।

বিক্রম। কিন্তু নীলগন্ধরাজ ফুল?

সুচরিতা। অজয়সিংহ এখনও ফেরেনি ?

বিক্রম। অজয়সিংহ, বীরসেন আর ভাঁড়ু দত্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে ক'দিন ধরে দ্রাবিড় জঙ্গলে ফুল আনতে গেছে, কিন্তু এখনও কেউ ফেরেনি।

বীরসেনের প্রবেশ।

বীর। আমি ফিরে এসেছি মহারাজ।

বিক্রম। নীলগন্ধরাজ ফুল পেয়েছ ?

বীর। না মহারাজ! দ্রাবিড় জঙ্গলে কোথাও ও-ফুল নেই।

বিক্রম। সেই ব্রাহ্মণ কি তবে মিথ্যা কথা বলে গেলেন ?

বীর। সত্য-মিথ্যা জানি না মহারাজ! আমরা ফুল খুঁজে পেলামই না।

বিক্রম। অজয়সিংহ আর ভাঁড়ু দত্ত ?

বীর। ভাঁড়ু দত্ত ফিরে এসেছে। কুমার অজয়সিংহ— [সুচরিতার মুখের দিকে একবার দেখিল] একটা ব্যাধের মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে সেখানে আছেন।

বিক্রম। সেকি!

মাধব। ওকথা থাক! এখন ফুলের কি হবে মহারাজ ?

সুচরিতা। সামান্য ফুলের জন্যে তো আর মায়ের পূজা বন্ধ রাখতে পারে না। সন্ধিক্ষণের সময় হলে আপনি অন্য ফুল দিয়ে পূজা আরম্ভ করুন।

মাধব। হ্যাঁ, সময় হলে তো পূজা আরম্ভ করতেই হবে।

বিক্রম। সেই ব্রাহ্মণ যে বলে গেলেন, নীলগন্ধরাজ ফুল দিয়ে মায়ের পূজা করতে হবে।

মাধব। সে বাজে কথা বলে গেছে। নীলগন্ধরাজ পাওয়া যাবে না মহারাজ। সন্ধিপূজা আরম্ভ হয়ে যাক।

বিক্রম। না। অজয়সিংহ ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

সুচরিতা। ওমা, সেকি কথা! যে সময়ের পূজা, সে সময়ে না হলে যে সংসারের অমঙ্গল হবে!

বিক্রম। নীলগন্ধরাজ ফুল দিয়ে পূজা না হলে কোন অমঙ্গল হবে না।

মাধব। তাহলে কি হবে মহারাজ?

বিক্রম। সেনাপতি বীরসেন! অজয়সিংহের সন্ধান কর।

বীর। কেশরীসিংহ—

দ্রুত কেশরীসিংহের প্রবেশ।

কেশরী। আদেশ করুন।

বীর। তুমি এখুনি দ্রুতগামী অশ্বে দ্রাবিড় জঙ্গলের দিকে যুবরাজ অজয়সিংহের খোঁজে চলে যাও।

কেশরী। আমি এখুনি যাচ্ছি—[প্রস্থানোদ্যত]

বিক্রম। তার সঙ্গে দেখা হলে বলবে—নীলগন্ধরাজ ফুলের জন্যে পুরোহিত মশাইরা মায়ের সন্ধিপূজায় বসতে পারছেন না।

কাপড়ের মধ্যে ফুল লইয়া কালকেতুর প্রবেশ।

কালকেতু। মা কোথায়? আমাদের মা—

বিক্রম। কে তুমি?

কালকেতু। আমি ব্যাধের ব্যাটা ব্যাধ। বাবার নাম ছিল ধর্মকেতু, আমার নাম হচ্ছে কালকেতু।

বিক্রম। তুমি দ্রাবিড় জঙ্গলের ব্যাধসর্দার কালকেতু?

কালকেতু। এই তো চিনে ফেলেছেন, পেন্নাম হই মহারাজ! আমাদের মা কোথায়—মা?

বীর। কে মা?

কালকেতু। এই রাজবাড়িতে যে চণ্ডীমায়ের পূজা হচ্ছে, আমি সেই মাকে দেখতে এসেছি গো!

মাধব। বাইরে বসগে যা, সন্ধিপূজার পর মায়ের দর্শন পাবি।

কালকেতু। আপনি বুঝি পুরুতমশাই?

মাধব। হ্যাঁ।

কালকেতু। একটু পায়ের ধুলো দিন বাবাঠাকুর!

মাধব। থাম-থাম, পায়ে হাত দিসনি; ছুঁয়ে ফেললে এখুনি চান করতে হবে।

কালকেতু। ভয় নেই বাবাঠাকুর, আমি চান করে শুদ্ধ হয়েই তবে মায়ের পায়ে ফুল দিতে এসেছি।

মাধব। তুই ব্যাটা ছোটলোক ব্যাধ হয়ে মায়ের পায়ে ফুল দিবি কি রে!

কালকেতু। মায়ের পায়ে ফুল দেবার জন্যেই তো এই নীলগন্ধরাজ ফুল নিয়ে এতদূর ছুটে এসেছি!

সকলে। নীলগন্ধরাজ!

বিক্রম। ও-ফুল তুমি কোথায় পেলে?

কালকতু। আমাদের দ্রাবিড় জঙ্গলে পেয়েছি।

বীর। ও। আমরা যাবার আগেই তুমি চুরি করে সব ফুল তুলে নিয়েছ, না?

কালকেতু। আমি জীবনে কোনদিন কারও কিছু চুরি করিনি।

বনের ফুল চুরি করতে যাব কেন? আমার বাড়িতেই এই ফুল ফুটেছিল।

কেশরী। চুরি করনি যদি, আমরা এত লোক গিয়ে সেখানে ফুল খুঁজে পেলাম না কেন?

কালকেতু। তোমরা তো কেউ সেখানে যাওনি।

কেশরী। চুপ কর ব্যাটা ছোটলোক!

বিক্রম। তুমি চুপ কর সেনানী। কর্তব্য কর্মে অবহেলা করে ফিরে এসে এখানে আর তোমাকে বাহাদুরী দেখাতে হবে না।

[নেপথ্যে কাঁসর-ঘণ্টা ও ঢাক-ঢোল বাজিয়া উঠিল]

মাধব। সন্ধিক্ষণ পড়ে গেছে, পূজার কি হবে মহারাজ?

বিক্রম। কিন্তু নীলগন্ধরাজ—

কালকেতু। এই তো আমার কাছে রয়েছে।

মাধব। তোর কাছে থাকলে হবে! দে ব্যাটা, ফুলগুলো আলগোছে এই সাজিতে ফেলে দে।

কালকেতু। ফুল আমি আপনার সাজিতে দেবো না, মায়ের পায়েই দেবো।

সুচরিতা। মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝে দেখ বাবা, তোমার ফুল তো মায়ের পায়েতেই পড়বে। তুমি দিলে যে ফল পাবে, তোমার হয়ে পুরোহিত মশাই দিলেও সেই একই ফল হবে।

কালকেতু। যে মায়ের পায়ে ফুল পড়বে, সে মা কই?

বিক্রম। ওই তো চণ্ডীমণ্ডপে মা চণ্ডী বিরাজ করছেন।

কালকেতু। আ-হা, কি সুন্দর মা আমার! মনে পড়ে, ছোটবেলায় আমার মা দুহাতে আমাকে বুকে ধরে চুমো খেতেন। আর এ মা আমাকে কোলে তুলে নেবার জন্যে দশহাত বাড়িয়ে ডাকছে। [অগ্রসর]

কেশরী। ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস ?

কালকেতু। মায়ের পায়ে ফুল দিতে যাচ্ছি গো !

স্নচরিতা। মহারাজ! এই অস্পৃশ্য ব্যাধ মায়ের পায়ে ফুল দেবে কি ?

মাধব। এই ছোটলোক ব্যাধ সন্ধিক্ষণের সময় মা চণ্ডীর পায়ে হাত দিলে আপনার মহাসর্বনাশ হয়ে যাবে।

কালকেতু। মায়ের কাছে ছোট-বড় কেউ নেই গো বাবাঠাকুর, মায়ের সব ছেলেই সমান।

মাধব। চুপ রও ব্যাটা অস্পৃশ্য ব্যাধ!

কালকেতু। আমি আপনার পায়ে পড়ি বাবাঠাকুর, আপনি একবার আমাকে মায়ের কাছে যেতে দিন। [মাধব শর্মার পায়ে ধরিল]

মাধব। কি, ব্যাটা ছোটলোক! আমাকে ছুঁয়ে দিলি? আজ আমি তোর মাথা ভাঙব, তবে আমার নাম—[কালকেতুর মাথায় খড়ম মারিল]

কালকেতু। [মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল]

বিক্রম। মাথা ফেটে গেছে, আর মারবেন না পুরোহিত মশাই, মরে যাবে।

কালকেতু। না, মায়ের পায়ে ফুল না দিয়ে আমি মরব না।

বিক্রম। ফুলগুলো ওর কাছ থেকে কেড়ে নাও।

[বীরসেন ও কেশরীসিংহ ফুল কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইল]

কালকেতু। না, এ ফুল আমি মায়ের জন্যে এনেছি—মাকেই দেবো।

বীর। তোর মত নীচ অস্পৃশ্য ছোটলোকের ফুল মা নেবেন না।

কালকেতু। সত্য যদি এ জগতে মা বলে কেউ থাকে, তবে

আমার দেওয়া ফুল তাকে নিতেই হবে। মা! আমি তোর মুখ্যু অজ্ঞ সন্তান। মন্তর-তন্তর কিছুই জানি না। জয় মা বলে এই আমি তোর পায়ে ফুল ফেলে দিলাম, তুলে নে মা—[সকলকে ঠেলিয়া দিয়া ফুল ছুঁড়িয়া দিল]

[সহসা সবার অলক্ষ্যে চণ্ডীমূর্তির আবির্ভাব এবং কালকেতুর ফুল হাতে লইয়া অন্তর্ধান।]

মাধব। যাঃ, ফুলগুলো সব মাটিতে ফেলে দিলে!

সুচরিতা। কোথায় ফেললে আগে খুঁজে দেখুন।

মাধব। এই যে আমি দেখছি। [অগ্রসর হইয়া] নেই মহারাণী, এখানে একটাও ফুল নেই।

বিক্রম। সেনাপতি বীরসেন! ওকে বন্দী কর।

সহসা অজয়সিংহের প্রবেশ।

অজয়। কি হয়েছে পিতা? কালকেতুকে আপনি বন্দী করতে আদেশ দিচ্ছেন কেন?

বিক্রম। ও রাজাদেশ অমান্য করেছে।

অজয়। ওকি, ওর মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে যে! কে মেরেছে ওকে?

মাধব। আমি। ওই ছোটলোক ব্যাধ আমাকে ছুঁয়ে দিয়েছিল, তাই মেরেছি।

অজয়। এই অপরাধে আপনি ওই নিরীহ লোকটাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছেন? পিতা! পুরোহিত মশাইয়ের এতবড় অন্যায় আপনি নীরবে সহ্য করলেন?

সুচরিতা। ওকথা থাক, তুমি নীলগন্ধরাজ ফুল পেয়েছ?

অজয়। নীলগন্ধরাজ ফুল কালকেতু নিয়ে এসেছে।

বিক্রম। সে ফুল আমাদের না দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে।

অজয়। মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গঙ্গাজলে শুদ্ধ করে নিন।

মাধব। ফুলগুলোই তো খুঁজে পাপয়া যাচ্ছে না, গঙ্গাজল দেবো কি করে ?

অজয়। আপনাদের এতগুলো চোখের সামনে থেকে ফুলগুলো গেল কোথায় ?

মাধব। ওরা বুনো ব্যাধ, তুক-তাক ঝাড়-ফুঁক চলন-চালন অনেক বিদ্যা জানে। সেই বিদ্যাবলে ফুলগুলো ও এখান থেকে উড়িয়ে দিয়েছে।

অজয়। একথা আপনার মত ভণ্ড ব্রাহ্মণের মুখেই শোভা পায়।

বিক্রম। অজয়সিংহ ! আমার পুরোহিতকে অপমান করবার তোমার কোন অধিকার নেই। সেনানী ! রাজাদেশ লঙ্ঘনকারী ব্যাধকে চাবুক মেরে এখান থেকে বার করে দাও।

কেশরী। চলে আয় ব্যাটা ছোটলোক, আজ চাবকে তোর পিঠের ছাল তুলে নেবো।

অজয়। না, তার আগে আমার পিঠে চাবুক মারতে হবে।

বিক্রম। অজয়সিংহ !

সুচরিতা। থাক। এ নিয়ে আর তোমরা পিতা-পুত্রে বিবাদ করো না।

মাধব। আপনি জানেন না মহারাণী। আপনাদের হেয় করবার জন্যেই যুবরাজ অজয়সিংহ চক্রান্ত করে ওই ছোটলোক ব্যাধকে দিয়ে এখানে ফুল পাঠিয়েছে।

অজয়। চমৎকার ! আমি এতদিন আপনাকে শুধু ভণ্ড বলেই জানতাম। আজ দেখছি আপনি একটি পাকা শয়তান।

বীর। আপনার সাহায্যেই যে কালকেতু এখানে এসেছে, একথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন ?

অজয়। আপনি দেখছি পুরোহিত মশাইয়ের ওপরে যান।

বিক্রম। অজয়সিংহ! আমি তোমার এই ঔদ্ধত্য ক্ষমা করব না।

অজয়। এ আমার ঔদ্ধত্য নয় পিতা, সত্যি কথাই বলছি।

কালকেতু। থাক যুবরাজ, আমার জন্যে আপনি বাপের সঙ্গে ঝগড়া করবেন না। মহারাজ! আপনি যত ইচ্ছা আমায় চাবুক মারুন, বাধা দেবো না।

সুচরিতা। পুরোহিত মশাইয়ের হাতে মার খেয়ে ওর মাথা ফেটে গেছে—রক্ত পড়ছে। আজকের দিনে ওকে আর মেরো না, ছেড়ে দাও।

বিক্রম। যাও, এই মুহূর্তে তুমি আমার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাও। আর কোনদিন এই কলিঙ্গরাজ্যের সীমার মধ্যে আসবে না।

কালকেতু। জীবনে কখনও এখানে আসিনি, আজ মায়ের পায়ে ফুল দিতে এসে যখন মার খেয়ে রক্ত দিতে হলো—তখন আর কোনদিন এখানে আসব না। নিলিনি মা, গরীবের ফুল বলে তুই পায়ে নিলি না? থাক মা, তুই বড়লোকের মা হয়ে এখানে বসে বসে রাজভোগ খেতে থাক, আমরা গরীবের দল তোকে ডেকে ডেকে না খেয়ে শুকিয়ে থেকে মার খেয়ে—রক্ত দিয়ে মরে যাই—তোকে দেখতে হবে না। সুখে থাক মা, বড়লোকের মা হয়ে তুই সুখে থাক।

[প্রস্থান।

বীর। কালকেতুকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হলো না মহারাজ। ও হয়তো দলবল নিয়ে এসে গোলমাল করতে পারে।

অজয়। আপনার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

সুচরিতা। ওসব কথা থাক। সন্ধিক্ষণ চলে যাচ্ছে, পূজার কি হবে?

সঞ্জয়ের প্রবেশ।

সঞ্জয়। মা—মা গো!

সুচরিতা। কি হয়েছে বাবা, হাঁপাচ্ছ কেন?

সঞ্জয়। ওই দেখ মা, মা চণ্ডীর চোখে জল পড়ছে।

সুচরিতা। সেকি!

বিক্রম। সত্যিই তো, মাটির প্রতিমার চোখে জল! মা কাঁদছেন।

মাধব। কাঁদবেই তো। নীচ অস্পৃশ্য ব্যাধ এসে মায়ের সামনে দাঁড়িয়েছে, তাই মায়ের চোখ ফেটে জল পড়ছে।

অজয়। না। মায়ের একনিষ্ঠ ভক্তকে মেরে রক্তপাত ঘটিয়ে এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন বলে মা কাঁদছেন। পিতা! যদি নিজের মঙ্গল চান, কালকেতুকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে ক্ষমা চেয়ে নিন।

বিক্রম। না। দাঁড়িয়ে কেন, সন্ধিপূজার ব্যবস্থা করুন।

মাধব। সন্ধিক্ষণ পার হয়ে গেছে, আর পূজা হবে না।

বিক্রম। পূজা হবে না?

মাধব। না। সন্ধিক্ষণে পূজা না হওয়ার জন্যে ও প্রতিমা অপবিত্র হয়ে গেছে। আপনার সংসারের মঙ্গলের জন্যে ওটাকে এখুনি নদীর জলে বিসর্জন দিন।

সুচরিতা। সেই ভাল। মহারাজ! ও প্রতিমা তুমি বিসর্জন দিয়ে দাও।

বিক্রম। প্রতিমা বিসর্জন দিলে পূজার কি হবে?

মাধব। নতুন মূর্তি গড়ে পূজা হবে।

বিক্রম। নতুন মূর্তি আসতে পারে, কিন্তু এই পবিত্র সন্ধিক্ষণ আর ফিরে আসবে না।

মাধব। সন্ধিক্ষণের প্রয়োজন নেই মহারাজ, আপনি পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করুন। ক্ষণিকের সন্ধিক্ষণের বদলে সর্বক্ষণ আপনি মায়ের পায়ে ফুল-জল দিতে পারবেন। জয় মা চণ্ডী! তুমিই ভরসা মা।

[প্রস্থান।

বীর। সত্যি কথা। মহারাজ, আপনি ওই অপবিত্র মূর্তি বিসর্জন দিয়ে পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করুন। নিশ্চিন্তে বারোমাস পূজা করতে পারবেন।

সুচরিতা। তাই কর মহারাজ, ওই প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে তুমি পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা কর।

অজয়। মা! মঙ্গলময়ীরূপে এ সংসারে এসে তুমি আমার মায়ের আসনে বসেছ। এই মহাষ্টমীর দিনে দেবীপ্রতিমা বিসর্জন দিয়ে সংসারের অমঙ্গল ডেকে এনো না।

সুচরিতা। আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন কুমার? আমি তোমাদের সাতেও নেই—পাঁচেও নেই। পুরোহিত মশাই বলে গেলেন বলেই আমি বলছি। থাক মহারাজ, আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে না। তুমি ওই অপবিত্র মূর্তি পূজা কর, আমি আমার ছেলের হাত ধরে প্রাসাদ থেকে চলে যাব। জেনেশুনে মা হয়ে তো আর ছেলেকে ওই কাঁচাখেকো দেবীর রোষানলে পুড়িয়ে মারতে পারি না। চলে এসো সঞ্জয়—

বিক্রম। না, তোমাকে আর কোথাও যেতে হবে না রাণী। সেনাপতি বীরসেন! ওই অপবিত্র প্রতিমা কাঁসাই নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে এসো।

অজয়। পিতা! আমার অনুরোধ, ওই জাগ্রত দেবীপ্রতিমা বিসর্জন দিয়ে আপনি সংসারের বিপদ ডেকে আনবেন না।

বিক্রম। কি করব পুত্র? অপবিত্র বলে যে প্রতিমার পায়ে আমি ভক্তিভরে মাথা নত করতে পারব না, তাকে রেখেও কোন লাভ হবে না। যাও সেনাপতি—

বীর। এত আয়োজন—একটা অস্পৃশ্য ব্যাধের জন্যে সব পণ্ড হয়ে গেল। এসো কেশরীসিংহ—

[কেশরী সহ প্রস্থান।

অজয়। মা! আমি তোমার পায়ে ধরে অনুরোধ করছি, এ প্রতিমা বিসর্জন দিও না।

সুচরিতা। আমাকে ছেড়ে দাও বাবা, আমি তোমাদের ভাল-মন্দ কোন কথাতেই আর থাকব না।

[প্রস্থান।

সঞ্জয়। দাদা! সত্যিই যে ওরা প্রতিমা বিসর্জন দিতে নিয়ে যাচ্ছে।

অজয়। শুধু প্রতিমা বিসর্জন দিতে নিয়ে যাচ্ছে না রে ভাই, ওই সঙ্গে কলিঙ্গ রাজবংশের ভাগ্যদেবীও চিরদিনের মত বিসর্জন হয়ে যাচ্ছে।

[প্রস্থান।

সঞ্জয়। পিতা! ঠাকুর বিজয়া হচ্ছে, কাঁসর-ঘণ্টা ঢাক-ঢোল বাজল না, ঠাকুর বরণ হলো না, বাজি পুড়ল না—

বিক্রম। সন্ধিক্ষণে পূজা না হওয়ায় প্রতিমা অপবিত্র হয়ে গেছে। তাই এ বিজয়াতে কোন্ উৎসব হবে না।

সঞ্জয়। ও। ঠিক আছে, উৎসব নাই হোক, শুভকাজ কেউ

না করুক, আমি কিন্তু ওই অপবিত্র প্রতিমার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিতে চললাম।

[প্রস্থান।

বিক্রম। পূর্বজন্মে হয়তো কোন মহাপাপ করেছি, তার ফলে এজন্মে এই ফলভোগ করতে হচ্ছে। এত আয়োজন করে আমার বাড়িতে দেবীর সন্ধিক্ষণের পূজা হলো না। মা চণ্ডীপ্রতিমা মহাষ্টমীতেই বিসর্জন হয়ে গেল।

সন্ন্যাসীবেশে দ্রুত মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। চণ্ডীদেবী কোথায় রাজা? তোমাদের চণ্ডীদেবী—

বিক্রম। বিজয়া হয়ে গেছে।

মহাদেব। অষ্টমীতে প্রতিমা বিসর্জন হবে কেন?

বিক্রম। একটা অস্পৃশ্য ব্যাধ এসে সন্ধিক্ষণের পূজা পণ্ড করে দিয়েছে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বললেন প্রতিমা অপবিত্র হয়ে গেছে। তাই বিসর্জন দিতে হয়েছে।

মহাদেব। আবার হারিয়ে গেল।

বিক্রম। কে হারিয়ে গেল?

মহাদেব।—

গীত

দিনের আলো ফুরালো অবেলায়,
নয়নের কোণে আকুল বরষা নামল নিবিড় ধারায়।
কি খেয়ালে নতুন খেলায় লুকালো সে কোথায়,
একি অভিমান এত অকরুণ কাঁদাল যে আমায়॥

বিক্রম। আমার চণ্ডীদেবীর জন্যে তুমি কাঁদছ কেন? সে তোমার কে?

মহাদেব ।—

পূর্ব-গীতাংশ

কেন কাঁদি আমি বোঝাব কারে,
যদি সে না কভু বোঝে আমারে,
আমি শুধু জানি এই হাহাকার ॥

[প্রস্থান ।

বিক্রম । দেবী প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছি বলে আমার সংসারের মঙ্গল হবে না । তবে কি আমি ভুল করলাম ? না-না, কিসের ভুল ! ভক্তিতেই মুক্তি । যার ওপর ভক্তি হবে না, লোক-দেখানো তার পায়ে মাথা নত করে আমি নিজের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারব না— পারব না ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাঁসাই নদীর অপর তীরস্থ দ্রাবিড়ের বনপথ

দ্রুত চণ্ডীর প্রবেশ।

চণ্ডী। মহাষ্টমীতে কলিঙ্গরাজ আমার মূর্তি বিসর্জন দিলে! আমারই জন্যে ঠাকুরের অভিশাপে মহাসাধক ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর মর্তে ব্যাধের ঘরে জন্ম নিয়ে কত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে। আমারই জন্যে ছায়ার অভিশাপে ঠাকুর আজ মর্তের পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছেন। চণ্ডী-মঙ্গলের পূজায় যে জীবের মুক্তি হয় কালকেতুকে দিয়ে তা প্রচার করাতে হবে, তবেই আমি ঠাকুরের কাছে ফিরে যেতে পারব। পূজা আমি নিয়েছি। কালকেতু চোখের জলের সঙ্গে বুকের রক্ত মিশিয়ে আমার পায়ে ফুল দিয়েছে, বিনিময়ে আমি তাকে কিছু দিতে পারিনি। ওকে আমি দিতে চাই, কিন্তু পথ খুজে পাচ্ছি না।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। জয় মা—

চণ্ডী। নারদ! তোমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। কলিঙ্গরাজ আমার মূর্তি বিসর্জন দিয়েছে।

নারদ। দেখেছি।

চণ্ডী। আমার ভক্ত কালকেতুকে মেরে রক্তপাত ঘটিয়েছে।

নারদ। জানি। যারা আর্তকণ্ঠে তোমাকে ডাকছে, তুমি তাদের ঘরে না গিয়ে রাজার বাড়ি গেলে কেন?

চণ্ডী। বলতে পার নারদ, কি করে কালকেতুকে শাপমুক্ত করে আমি ঠাকুরের কাছে ফিরে যেতে পারি!

নারদ। দেখ মা, আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে, কারও দ্বারা কিছু হবে না। তুমি যে নাটকের স্থচনা করেছ, তোমাকেই তার যবনিকা ঘটাতে হবে। তাই কালকেতু ব্যাধের ঘরে থেকে তোমাকে তোমার মাহাত্ম্য প্রচার করতে হবে।

চণ্ডী। কালকেতু আমাকে ডাকছে, আমিও তার ঘরে যেতে চাই।

নারদ। কালকেতু মূর্খ ব্যাধ, সে তোমার মূর্তি গড়ে পূজা করতে পারবে না। অতএব সহজে তুমিও তার ঘরে যেতে পারবে না।

চণ্ডী। তাহলে উপায়?

নারদ। তোমাকে কালকেতু ব্যাধের শিকার হয়ে তার ঘরে যেতে হবে।

চণ্ডী। তাছাড়া বোধহয় অন্য কোন পথ নেই। সত্যি নারদ ভণ্ড ব্রাহ্মণ আমার ভক্ত কালকেতুকে মেরে যখন মাথা ফাটিয়ে দিলে, তখন আমার মনে হলো, আবার বুঝি আমাকে মহিষমর্দিনী মূর্তি ধারণ করতে হয়।

নারদ। মহিষাসুর সাধক ছিল, তাই তোমাকে চিনতে পেরে সর্বস্ব ত্যাগ করে তোমার পায়ে শরণ নিয়ে অমর হয়ে গেল। কলিঙ্গরাজ কামিনী-কাঞ্চনলোভী নিকৃষ্ট জীব, তোমার মহিমা তো সে বুঝতে পারবে না মা।

চণ্ডী। মানুষ আজ অন্নগত প্রাণ হয়ে গেছে, মহিষাসুরের মত

সাধনা করে অমর হবার সময় আর নেই। ভক্তিতেই যে মুক্তি—এই সহজ কথাটা মানুষকে বোঝাতেই আমাকে কালকেতুর ঘরে যেতে হবে।

নারদ। কালকেতুর শিকার হয়েই তার ঘরে চলে যাও।

চণ্ডী। কালকেতু কোথায়?

নারদ। ক্ষিধের জ্বালায় শিকারের আশায় কালকেতু আজ কালান্তক যমের মত জঙ্গলে ছুটে বেড়াচ্ছে।

চণ্ডী। শিকার পেয়েছে?

নারদ। না। এ বনে আর পশুপাখি কিছু নেই। তাই হয়তো কালকেতুকে না খেয়ে মরতে হবে।

চণ্ডী। না। আমার ভক্তকে আমি উপবাসে মরতে দেবো না। শোন নারদ। আমার সহচরী পদ্মা মায়াবলে হরিণী রূপ ধারণ করে কালকেতুকে ভুলিয়ে নদীতীরে নিয়ে আসবে। আর তুমি—

নারদ। আমি চিরদিন তোমার পায়ের তলায় পড়ে আছি মা। আমাকে যা আদেশ করবে, আমি তাই করব।

চণ্ডী। আমার ভব-ভোলাকে তুমি একটু দেখো বাবা!

নারদ। যথা আদেশ মা—

[চণ্ডীকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

চণ্ডী। ওই—ওই তো আমার সহচরী হরিণীর রূপ ধরে আগে আগে ছুটে চলেছে, পেছনে শিকার করতে ছুটছে আমার প্রিয় ভক্ত কালকেতু। আমিও যাই, ওই ভক্তের আসার পথে ছদ্মবেশ ধারণ করে পড়ে থাকি। ভক্ত কালকেতু! এই মর্তধামে তোমারই ঘরে থেকে তোমাকে দিয়েই প্রচার করাবো চণ্ডী-মঙ্গলের পূজা।

[প্রস্থান।

তীর ধনুক হস্তে দ্রুত কালকেতুর প্রবেশ।

কালকেতু। মা! মা! ফুল্লরা বলে—মানুষ পশু-পাখি কীট-পতঙ্গ সব মায়ের সন্তান। কেন তবে রাজবাড়ির মা আমার পূজা নিলে না? কেন তারা মেরে আমার মাথা ফাটিয়ে দিলে? মা কখনও এক ছেলেকে খেতে দিয়ে অপর ছেলেকে উপোস করিয়ে রেখে মেরে ফেলতে পারে না। ও রাজবাড়ির মা—ধনীর মা—ভদ্রলোকের মা, আমাদের কেউ নেই! কিন্তু শিকার কই? আজ প্রথমে জঙ্গলে এসে একটা গো-সাপ দেখেছি। লোকে বলে—গো-সাপ অযাত্রা। তবে কি আজ শিকার পাব না? ওই আবার সেই হরিণ! সারাদিন ওটা আমাকে ঘোরাচ্ছে, সামনে এসে পড়েছে। এবার তুমি যাবে কোথায়?

সহসা মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল। আমার বৌ কোথায় গো—বৌ?

কালকেতু। বৌ?

মঙ্গল। হ্যাঁ গো, আমার বৌ।

কালকেতু। তোমার বৌ তোমার ঘরে আছে।

মঙ্গল। না, ঘর থেকে সে চলে গেছে।

কালকেতু। তাহলে বাপের বাড়ি গেছে।

মঙ্গল। না গো না, সে এখানে এসেছে।

কালকেতু। ঘরের বৌ এই গভীর জঙ্গলে আসবে কেন?

মঙ্গল। এসেছে, আমি তার গায়ের গন্ধ পাচ্ছি। সে যেখান দিয়ে যায়, সেখানকার আকাশ বাতাস মধুর গন্ধে ভরে যায়।

কালকেতু। তুমি একটি বদ্ধ পাগল।

মঙ্গল। সত্যি কথা। বৌ আমার কাছে না থাকলেই আমি এই-রকম পাগল হয়ে যাই।

কালকেতু। এখান থেকে সরে গিয়ে তোমরা যত ইচ্ছা পাগলামি কর, আমার আপত্তি নেই।

মঙ্গল। বৌকে না নিয়ে আমি এখান থেকে যাব না।

কালকেতু। এখানে বকবক করলে শিকার পালিয়ে যাবে। যাও, এখান থেকে চলে যাও।

মঙ্গল। কিন্তু আমার বৌ—

কালকেতু। চুপ! ওই সেই হরিণ—এবার তুমি যাবে কোথায়! [সামনে গো-সাপ দেখিল] একি! আবার সেই গো-সাপ! অযাত্রাটা বারবার আমার শিকারে বাধা দিচ্ছে। নাঃ, তোকে আর ছাড়ব না। [গো-সাপ ধরিয়া বাঁধিতে লাগিল]

মঙ্গল। বৌ এসে গেছে, আমার বৌ—

কালকেতু। কোথায় তোমার বৌ?

মঙ্গল। এখানে এই জঙ্গলে। দেখছ না, আকাশ হাসছে, সুগন্ধে বাতাস ভরে গেছে, গাছপালা সব মাথা নত করে তাকে প্রণাম করছে। পাখিরা মধুর স্বরে তার আগমনী গান গাইছে। শুকনো তৃণলতা সব সবুজ হয়ে উঠেছে। আর যাবে কোথায়?

কালকেতু। [গো-সাপটিকে বাঁধিয়া জালে রাখিল] এই জালে বাঁধা থাক। যদি শিকার না পাই, তোমাকেই পুড়িয়ে খাব। ওই, আবার হরিণটা আমার দিকে চেয়ে আছে। আর তোমার রেহাই নেই। [তীর-ধনুক বাগাইয়া প্রস্থানোদ্যত]

মঙ্গল। চললে কোথায়?

কালকেতু। শিকারে।

মঙ্গল। আমার বৌ খুঁজে দিয়ে যাও।

কালকেতু। ঘরে আমার বৌ না খেয়ে উপোস করে পড়ে আছে, এখন তোমার বৌ খুঁজে দেবার আমার সময় নেই।

মঙ্গল। আমার কথা শোন, তোমার ভাল হবে।

কালকেতু। ক্ষিধের জ্বালায় পেটের নাড়ী যখন পাক দিতে থাকে তখন কারও কোন কথা ভাল লাগে না।

মঙ্গল। শোন—

কালকেতু। না—না, কারো কথা শুনবো না। শিকার আমাকে পেতেই হবে।

[প্রস্থান।

মঙ্গল। আমার কথা শুনলে না। কিন্তু একি হলো! হঠাৎ কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল, বাতাস থেমে গেল, পাখিরা নীরব কেন? তবে কি বৌ ওই লোকটার সঙ্গে চলে গেল! হ্যাঁ, ওর সঙ্গেই গেছে। ওকে ধরতে পারলেই বৌকে ফিরে পাব। বৌ, ফিরে আয়—

গীত

হায় রে আমি ডেকে ডেকে সারা, সে তো সাড়া দিল না,
কাছে এসেছিল তবু ধরা কেন দিল না।
যত পথ চাওয়া যত দূরে যাওয়া,
অকূল সাগরে এসে তরী বাওয়া;
এনেছি হৃদয়-ভরা ব্যাকুলতা সে তো কই নিল না॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কালকেতুর কুটির

গো-সাপ লইয়া কালকেতুর প্রবেশ।

কালকেতু। বাঁচবে না, এ গরীব জাতটা আর বাঁচবে না। এতবড় একটা শক্তিশালী জাত না খেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে যাবে। ফুল্লরা বলে—মা আছেন, দয়া করবে না, মায়ের দয়াটা একবার দেখে যাক। ফুল্লরা। ফুল্লরা—

দ্রুত ফুল্লরার প্রবেশ।

ফুল্লরা। এই যে এসে গেছি। হ্যাঁ গো, রাজবাড়িতে নাকি তোমাকে মেরেছে?

কালকেতু। বড়লোকের মাকে গরীব লোকে পূজা করতে গেলেই মার খেতে হবে।

ফুল্লরা। উঃ, অনেকখানি কেটে গেছে!

কালকেতু। ও কিছু না। বাঘের থাবায় যাকে কায়দা করতে পারে না, ওটুকু কাটায় তার দেহের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু মনে বড় লেগেছে রে!

ফুল্লরা। তুমি যে নীলগন্ধরাজ ফুলের মালা গেঁথে নিয়ে গেলে, সে মালা কি হলো?

কালকেতু। মায়ের নাম করে ফেলে দিয়েছি।

ফুল্লরা। মায়ের পায়ে পড়েছে?

কালকেতু। না।

ফুল্লরা। সে মালা গেল কোথায়?

কালকেতু। জানি না। তবে রাজবাড়ি গিয়ে ভাল করে জেনে এসেছি—মা নেই।

ফুল্লরা। ওকথা থাক। হ্যাঁ গা, তুমি যে শিকারে গিয়েছিলে, কি এনেছ? [চারিদিকে দেখিতে লাগিল]

কালকেতু। ওদিকে কিছু নেই। আজকের শিকার এই গো-সাপ। [পিঠের জালে বাধা গো-সাপ দেখাইল]

ফুল্লরা। [সাপ লইয়া] সাপ। এমন সাপ তো কখনও দেখিনি। আই মা, গায়ে যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে! কেমন পিটপিট করে চাইছে—এ কি গো-সাপ গো?

কালকেতু। সারা জীবন বনে-জঙ্গলে ঘুরেছি, কত রকমের জন্তু-জানোয়ার দেখেছি, এমন অদ্ভুত গো-সাপ কখনও দেখিনি। ওর ছালখানা অনেক দামে বিক্রি হবে। আমি খুলে দিচ্ছি—তুই হাটে নিয়ে যা। ছুরি দে—

ফুল্লরা। না। একে আমি মারতে দেবো না, পুষব।

কালকেতু। অযাত্রা গো-সাপ পুষবি কি রে! শিকারে যাবার সময় প্রথমে ওকে দেখে গেছি; তারপর যা কখনও হয়নি, আজ তাই হয়ে গেল। একটা হরিণ সারাদিন আমাকে ঘোরালে, আমি তাকে মারতে পারলাম না। ওই অযাত্রাটা আমার শিকারে বিঘ্ন ঘটিয়েছে! ওকে আজ আমি কেটে শিকপোড়া করে খাব।

ফুল্লরা। কাটবে যদি, বাইরে থেকে কেটে নিয়ে এলেই পারতে, বাড়িতে নিয়ে এলে কেন?

কালকেতু। এই অদ্ভুত জন্তুটা তোকে দেখাব বলে নিয়ে এসেছি। দে, ওকে কাটি—

ফুল্লরা। না, আমি জীবনে জীব-জন্তু মারিনি, জীবহত্যা কখনও চোখে দেখিনি। এটাকে আমি কাটতে দেবো না।

কালকেতু। কিন্তু জন্তু-জানোয়ারের মাংস তুই হাটে বেচেছিস—খেয়েছিস।

ফুল্লরা। তুমি মরা জীব-জন্তু আমায় এনে দিয়েছ, আমি হাটে বেচেছি আর পেটের জ্বালায় খেয়েছি। তোমার পায়ে পড়ি, এটাকে তুমি মেরো না।

কালকেতু। ওকে মারব না তো আজ খাব কি?

ফুল্লরা। আমি জাল বুনে দু'কড়া কড়ি পেয়েছি। এই নাও, গোলাহাট থেকে নুন তেল নিয়ে এসো। আমি পাড়া থেকে একটু আমানি চেয়ে আনতে যাচ্ছি। আ-হা, ঘরে দুটো খুদও নেই যে এটাকে খেতে দেবো।

কালকেতু। ওঃ, শখ দেখে আর বাঁচিনে! নিজে খেতে পায় না—আবার ওকে খেতে দিতে চায়।

ফুল্লরা। মেয়েদের মন তুমি বুঝবে না।

কালকেতু। নুনের কথা ভাবতে ভাবতে জীবন কেটে গেল, তোর মনের খবর বুঝি কি করে বল!

ফুল্লরা। তোমাকে আর কিছু বুঝতে হবে না, এটা আমার কাছে থাক।

কালকেতু। যা খুশি করগে যা। কড়ি দে, আমি হাট থেকে ঘুরে আসি।

ফুল্লরা। [গো-সাপটিকে মাটিতে রাখিয়া কালকেতুকে কড়ি দিল] এই নাও। হ্যাঁ গো, এটা পালাবে না তো?

কালকেতু। ব্যাধের ফাঁস গলায় পরেছে, এ-জীবনে আর পালাতে

পারবে না। তবে তুই যদি শখ করে ছেড়ে দিস—আর ধরতে পারবি না।

[প্রস্থান।

ফুল্লরা। তুমি এখানে থাক, আমি ছুটে পাড়া থেকে কিছু খাবার জোগাড় করে নিয়ে আসি। আমার দিকে চেয়ে কি দেখছ? ভয় নেই, আমি থাকতে কেউ তোমাকে মারতে পারবে না।

[প্রস্থান।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। মা এখানে ছদ্মবেশে ব্যাধের ঘরে বাঁধা হয়ে এসেছেন। ওদিকে আমিও পদ্মাকে মায়ের আদেশ জানিয়ে দিয়ে এসেছি, সে যেন কুবেরের ঘরে গিয়ে তাকে বলে আসে—এই ব্যাধের বাড়ির ডালিম গাছের তলায় সাতঘড়া মোহর পুঁতে রাখে। এখন মায়ের ইচ্ছায়—মা! ব্যাধের ভক্তিডোরে যখন বাঁধা পড়েছিস—তখন অহংজ্ঞানে আত্মহারা মোহমুগ্ধ জীবকে তুই মুক্তির পথ দেখিয়ে দে। ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ নমঃ—

[প্রস্থান।

ধীরে ধীরে চণ্ডীর প্রবেশ।

চণ্ডী। ঠাকুরের অভিশাপে নীলাম্বর মর্তে ব্যাধের ঘরে জন্ম নিয়ে কত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে। চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রচার করে নীলাম্বরকে শাপমুক্ত করতে হবে, তবেই আমি ঠাকুরের কাছে ফিরে যেতে পারব।

দ্রুত ফুল্লরার প্রবেশ।

ফুল্লরা। ফিরে এসেছি। সাপটা দেখে আমার খুব মায়া হচ্ছে।

কি করছে দেখি—একি! এ আমি কোথায় এলাম! চারিদিকে আলো—শুধু আলো। পথ ভুল করিনি তো? নাঃ, এই তো আমাদের সেই কুঁড়েঘর। কিন্তু এই সুন্দরী যুবতী কোথা থেকে এলো! আমার সোনাঢালা গো-সাপটাই কোথায় গেল?

চণ্ডী। আমি খেয়ে ফেলেছি।

ফুল্লরা। খেয়ে ফেলেছ? তুমি কে মা? কোথা থেকে এসেছ?

চণ্ডী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ফুল্লরা। কি হলো, হাসছ কেন? এমন মধুর হাসি তো কখনও দেখিনি। কে তুমি মা? কোথা থেকে এসেছ? চুপ করে কেন, কথা বল। কে তুমি, কার ঘরের বৌ?

চণ্ডী। আমরা ব্রাহ্মণ, আবার বাবা খুব বড়লোক। তার থেকে বড় পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

ফুল্লরা। বাপের কথা থাক, তুমি এয়োস্ত্রী মেয়ে, স্বামীর কথা বল। কোথায় তোমার শ্বশুরবাড়ি?

চণ্ডী। কৈলাসপুরে। ভাগ্যদোষে বাবা আমাকে সতীনের ঘরে বিয়ে দিয়েছেন, আমার স্বামীর কোন গুণ নেই—শুধু কপালে আগুন, ঘরে থাকে না, বাঘছাল পরে গলায় গোটাকতক সাপ নিয়ে ছাই-ভস্ম মেখে শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ায়।

ফুল্লরা। তোমার এমন রূপ—এই সোমত্ত বয়েস, আর তোমার স্বামী ঘরে থাকে না? তোমার বাপ-মাই বা কি রকম লোক! এমন একটা মেয়েকে জেনে-শুনে পাগলের হাতে তুলে দিলে?

চণ্ডী। সত্যি কথা, আমার স্বামী একটি বদ্ধ পাগল। ঘরের কথা ভাবে না, আমার দিকে চায়ও না; শুধু পরের ভাল করে বেড়ায়। মনের দুঃখে আমার এই সোনার বরণ কালি হয়ে যায়।

ফুল্লরা। তোমার কপাল একেবারে পুড়ে গেছে মা! তা এখানে কি করতে এসেছ?

চণ্ডী। তোমার স্বামীর দুঃখ দেখে আমার বড় কষ্ট হয়। অমন একটা জোয়ান পুরুষ—পেটে অন্ন নেই, পরনে ভাল কাপড় নেই, দিনরাত শিকারের জন্যে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ থেকে আমি তার ঘরে থাকব।

ফুল্লরা। ওমা, সেকি কথা! আমাদের ঘরে থাকবে কি? আমাদের একখানা মাত্র এই কুঁড়েঘর—তুমি থাকবে কোথায়? তুমি নিজে বললে, আমাদের অন্ন জোটে না—বারোমাস আমাদের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়, কোনদিন দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরে খেতে পাই না, এখানে তুমি খাবে কি?

চণ্ডী। আমার নাম অন্নদা। আমি ঘরে থাকতে তোমার স্বামীর অন্নের অভাব হবে না।

ফুল্লরা। তোমার এক গা গহনা দেখলে চোরে সব চুরি করে করে নিয়ে যাবে।

চণ্ডী। এই নাও গহনাগুলো, আমি তোমায় দিয়ে দিচ্ছি, এগুলো নিয়ে তুমি এখুনি চলে যাও। বিক্রি করে যা টাকাকড়ি পাবে, তাতে সারা জীবন মনের আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারবে। যাও, চলে যাও।

ফুল্লরা। না, আমি স্বর্গের ঐশ্বর্য পেলেও স্বামীকে ছেড়ে যাব না। সারাদিন না খেয়ে উপোস করে থেকে রাতে স্বামীর বুকে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমিয়ে থাকি। আমি তোমায় মিনতি করছি মা, তুমি তোমার স্বামীর ঘরে ফিরে যাও। যুবতী মেয়ে, পরের ঘরে থাকলে লোকে বলবে কি! আমি মেয়েছেলে হয়ে তোমাকে একাজ করতে দেবো

না। যাও মা, বাড়ি যাও। তোমাকে না দেখতে পেয়ে তোমার স্বামী হয়তো কেঁদে কেঁদে মরে যাবে।

চণ্ডী। আমার স্বামী মরবে না, সে তো অমর।

ফুল্লরা। সে যাই হোক, মেয়েদের স্বামীই একমাত্র গতি। তুমি তার ঘরেই যাও মা।

চণ্ডী। যাব কি করে? আমার যে সতীন রয়েছে। গঙ্গা নামে আমার এক সতীন ন্যাংটো হয়ে স্বামীর মাথায় চড়ে নাচছে।

ফুল্লরা। ছিঃ-ছিঃ, কি ঘেন্না! তার কি লাজ-লজ্জা বলে কিছু নেই?

চণ্ডী। না। এইসব অন্যায় সহ্য করতে না পেরে আমি ঘর থেকে চলে এসেছি।

ফুল্লরা। যে মেয়ের স্বামীর ঘরে ঠাঁই নেই, তার বাঁচার থেকে মরাই ভাল।

চণ্ডী। আমার মরণ নেই।

ফুল্লরা। মরণ নেই তো, মরতে আমার ঘরে এসেছ কেন?

চণ্ডী। আমি আসব কেন? তোমার স্বামী আমাকে বন থেকে ধরে এনেছে। আমি তার গুণে বাঁধা পড়েছি। তাকে ছেড়ে যাব না।

ফুল্লরা। ও মিনসে! এতদিন পরে তুমি আমার এই সর্বনাশ করলে? আসুক বাড়িতে, আজ মজা দেখাচ্ছি! তা মা, পুরুষমানুষ যদি একটা অন্যায় কাজ করেই থাকে, বামুনের মেয়ে হয়ে তোমার তো এ কাজটা করা ভাল হচ্ছে না। আমি গরীব-দুঃখী সত্যি, কিন্তু ধর্মভয় আছে। আমার স্বামী বাড়ি আসবার আগে তুমি যেখান থেকে এসেছ—সেখানে চলে যাও।

চণ্ডী। তোমার স্বামী আমাকে এনেছে, সে বললেই আমি চলে যাবো।

ফুল্লরা। হেই মা দুর্গা! তুই আমার একি করলি মা? আমি যে সারাজীবন তোকে ডেকে আসছি। এই কি তার প্রতিদান? ওগো, আমি তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার স্বামীকে কেড়ে নিও না।

কালকেতুর পুনঃ প্রবেশ।

কালকেতু। কি হয়েছে ফুল্লরা, চেঁচামেচি করছিস কেন? একি! তুই কাঁদছিস! কি হয়েছে রে? চুপ করে কেন, কথা বল। ঘরে শাশুড়ি-ননদ নেই, সতীনের জ্বালা নেই, তবু তোর চোখে জল কেন?

ফুল্লরা। সতীন নেই? কাকে তুমি ঘরে নিয়ে এসেছ? ও তোমার কে?

কালকেতু। কে! আলো—আলো, চারিদিকে আলো। আমার কুঁড়েঘর আজ আলোয় ভরে গেছে। তুমি কে?

চণ্ডী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ফুল্লরা। আবার বেহায়ার মত হাসছে! এই তো আমার স্বামী এসেছে। তখন তো খুব বলছিলে—এখন কথা বল।

চণ্ডী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কালকেতু। এমন মধুমাখা হাসি আমি কখনও দেখিনি। ফুল্লরা! ও কে?

ফুল্লরা। তুমি তো ওকে বন থেকে ধরে এনেছ।

কালকেতু। মিথ্যা কথা।

ফুল্লরা। না, সত্যি কথা। ও নিজে বলেছে, তোমার গুণে বাঁধা পড়েছে। নিষ্ঠুর পুরুষ! আমি দিনের পর দিন নিজে না খেয়ে

উপোস করে থেকে তোমাকে খাইয়েছি। পরনে কাপড় নেই, হাজার তালি দিয়ে দিন কাটিয়েছি—কখনও দোষ দিইনি। আমি যে জীবনে তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানি না। সেই তুমি কেন আমার এই সর্বনাশ করলে? বল—বল—[কালকেতুর পায়ে মাথা খুঁড়িতে লাগিল]

কালকেতু। আঃ, মাথা খারাপ করিসনি।

ফুল্লরা। তুমিই আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছ। মেয়েরা স্বামীকে যমের হাতে তুলে দিতে পারে, তবু সতীনের হাতে দিতে পারে না।

কালকেতু। চুপ কর, উঠে দাঁড়া। [ফুল্লরাকে তুলিয়া] হাউমাউ করিসনি। ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দে। [চণ্ডীকে] তুমি কে মা? সত্য বল, কি জন্যে আমার ঘরে এসেছ? দেখে মনে হচ্ছে তুমি ধনীর দুলালী—ধনীর প্রেয়সী। যদি পথ ভুল করে এসে থাক, তোমার বাড়ি কোথায় বল—আমি পৌঁছিয়ে দেবো।

ফুল্লরা। চুপ করে কেন, কথা বল।

কালকেতু। কথা বল মা! যুবতী মেয়ে পরের ঘরে থাকা উচিত নয়। রাগ করে যদি স্বামীর ঘর থেকে চলে এসে থাক, চল আমরা তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি। আমি তীর-ধনুক নিয়ে আগে যাব, মাঝখানে তুমি, পেছনে যাবে ফুল্লরা। কি হলো, চুপ করে বসে কেন? চলে এসো—

ফুল্লরা। ও যে তোমার ঘরে থাকতে এসেছে, যাবে কেন?

কালকেতু। পরস্ত্রীকে আমি মা বলে জানি। আমার ঘরে তোমাকে থাকতে দিতে পারি না। আমি তোমার পায়ে ধরি মা, তুমি আমাদের ঘর থেকে চলে যাও।

চণ্ডী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ফুল্লরা। ওই আবার সেইরকম হাসছে! ওর হাসি দেখে আমার

কেমন ভয় করছে। হেই মা দুর্গা! তুই যে অভয়া, আমাকে এত ভয় দেখাচ্ছিস কেন? [কালকেতু স্থির দৃষ্টিতে চণ্ডীকে দেখিতেছিল] ওগো, তুমি চুপ করে কেন? কি করবে বল?

কালকেতু। ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে আয়।

ফুল্লরা। সেই ভাল। [গাছকোমর বাঁধিয়া] ভাল কথায় যখন যাবে না—তখন হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে বাড়ি থেকে বার করে দেবো। [সহসা চণ্ডীর হাত ধরিয়া টানিল] এ'কি! এ যে একেবারে পাথর হয়ে গেছে গো! আমি সঞ্জয় ব্যাধের মেয়ে, হাতির শুঁড় ধরে লড়াই করি, সেই আমি ওকে নাড়াতে পারছি না। একি! কে আমি? কোথায় আমি? ওই যে স্বর্গের নন্দন-কানন আমাকে ডাকছে, ফুল তুলে নিয়ে গিয়ে এখুনি হর-পার্বতীর পূজা করতে যেতে হবে। না, আমি যাব না; আমার স্বামীকে ছেড়ে আমি হর-পার্বতীর পূজা করতে যাব না। স্বামী আমার কাছে ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, ওকে ছাড়া আমি কিছু জানি না। ওগো, কোথায় তুমি? [চণ্ডীকে ছাড়িয়া কালকেতুকে খুঁজিতে লাগিল]

কালকেতু। এই যে আমি তোর সামনে।

ফুল্লরা। আমাকে ধর—[সহসা কালকেতুকে জড়াইয়া ধরিল]

কালকেতু। কি হয়েছে কি?

ফুল্লরা। কে যেন আমাকে এক স্বপ্নের রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছিল—

কালকেতু। [চণ্ডীকে] ভেল্কি দেখাচ্ছো? ভেল্কি দেখিয়ে তুমি কালকেতু ব্যাধকে ভোলাতে পারবে না। আমার শেষ কথা—তুমি এখুনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। ও, যাবি না? যে নারী স্বামীর ঘর ছেড়ে পরের ঘরে থাকতে চায়, বোঝালেও বোঝে না, স্বামীর ঘরে যেতে চায় না, মৃত্যুই তার একমাত্র শাস্তি! [ধনুকে

তীর যোজনা করিল] একি ! হাতের তীর আমার হাতেই থেকে গেল ! যে হাতে আমি পাহাড় উপড়ে ফেলতে পারি, সেই হাতদুটো আমার অচল শক্তিহীন ? ওকি ! ফুল্লরা ! দেখ—দেখ, ওর গলায় আমার সেই নীলগন্ধরাজ ফুলের মালা। কে মা তুমি—নীচ অস্পৃশ্য ব্যাধকে ছলনা করতে এসেছ ! কথা কও দেবী, পরিচয় দাও। কুকথা বলে যদি আমি অন্যায় করে থাকি, এখুনি নিজের মুণ্ডু কেটে তোমার পায়ে উপহার দিয়ে যাচ্ছি—

ফুল্লরা। ওমা, তোমার পায়ে পড়ি। বল—বল মা, তুমি কে ?

চণ্ডী।—

গীত

এই তো চিনেছিস আমায়, আমি মা।
এই নামে তোরা ডাকবি যখন বাড়বে আমার গরিমা॥
কেউ বলে তারা, ভুবনেশ্বরী,
অন্নপূর্ণা, কালী, যোগেশ্বরী,
কাত্যায়নী শিবের ঘরণী যত নামে গড়ে প্রতিমা।
যত নাম তত রূপ আমার,
এক অক্ষরে সব একাকার,
ভকতি স্রোতে হয়ে যাবি পার সকল বাঁধন সীমা॥

কালকেতু। ফুল্লরা ! আমি জেগে আছি—না স্বপ্ন দেখছি ? মা ! এই অধম সন্তানের প্রতি তোর এত দয়া ? আমি মুখ্যু অস্পৃশ্য ব্যাধ, সাধন-ভজন করিনি, মন্তর-তন্তর জানি না। কি বলে তোর পূজা করব বলে দে মা !

চণ্ডী। তোরা প্রতিদিন জয় মা চণ্ডী বলে আমার পায়ে ফুল-জল দিবি। বাসন্তী শুক্লাষ্টমী তিথিতে মঙ্গলবারে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত দিয়ে চণ্ডী-মঙ্গলের পূজা দিবি। ওই অষ্টমীর মঙ্গলবারে কোন কারণে তোরা

অস্ত্রধারণ করবি না। সেদিন শুধু ভক্তিপুষ্প-অর্ঘ্য-চন্দনে আমাদের পূজা হবে।

কালকেতু। আমি গরীব ব্যাধ, পেটের জ্বালায় পশু শিকারের জন্যে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই, কখন তোর পূজা করব মা?

চণ্ডী। আজ থেকে তোকে আর পশুহত্যা করতে হবে না। এই নে··সাতরাজার ধন মাণিকের আংটি। [কালকেতুকে আংটি দিল]

কালকেতু। মা—

চণ্ডী। এই বাড়ির ঈশানকোণে ডালিমগাছের তলায় সাতঘড়া মোহর পোঁতা আছে। সেই মোহর তুলে নিয়ে, এই বন কেটে তুই রাজ্য স্থাপন কর। তুই হবি তার রাজা। জীবনে কোনদিন জীব-হিংসা করবি না। তোর রাজ্যে উচ্চ-নীচ ধনী-দরিদ্র কোন ভেদাভেদ থাকবে না। রাজ্যের সকল সন্তানের থাকবে সমান অধিকার।

কালকেতু ও ফুল্লরা। জয় মা চণ্ডী!

[উভয়ে প্রণাম করিল, আশীর্বাদ করিয়া চণ্ডীর প্রস্থান।

কালকেতু। [উঠিয়া] মা—মা কই? ফুল্লরা! মা—

ফুল্লরা। আমাদের ভুলিয়ে রেখে চলে গেলি মা?

কালকেতু। মা! আমার কোন পুণ্য নেই, বিদ্যা নেই, বুদ্ধি নেই, সাধন-ভজন নেই, আছে শুধু ভক্তি। এই ভক্তি-অশ্রু নিয়ে তুই যদি দয়া করিস, তবে এই আমি আমার আমিত্ব নাশ করে তোর রাঙা পায়ে শরণ নিলাম। ওগো মহাশক্তি! তোর কৃপায় মানুষকে ভালবেসে এই মাটির পৃথিবীতে আমি সুখের স্বর্গ রচনা করে যাব। জয় মা চণ্ডী—

[উভয়ের প্রস্থান

———

তৃতীয় দৃশ্য

কলিঙ্গ-রাজপ্রাসাদ

মাধব শর্মার প্রবেশ।

মাধব। জয় মা চণ্ডী! তোর দয়ায় পয়সাকড়ি বেশ ভালই আমদানি হচ্ছে। আর একটু দয়া কর মা, তাহলেই সংসারটা বেশ গুছিয়ে নিতে পারি।

বিক্রমসিংহের প্রবেশ।

বিক্রম। পুরোহিত মশাই! মা চণ্ডীর পাথরের মূর্তি তৈরির কাজ হয়েছে ?

মাধব। আজ্ঞে হ্যাঁ, হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা সব এসে গেছেন। আয়োজন হয়ে গেছে—আজই শুভক্ষণে মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়ে যাক।

বিক্রম। গতবারের মত এবারে মূর্তি ফেটে যাবে না তো?

মাধব। আজ্ঞে না, এবার আর সে ভয় নেই! আমি নিজে কাশী থেকে কারিগর আনিয়ে, খাঁটি জয়পুরের পাথরের মূর্তি তৈরি করিয়েছি। এবার আর কিছু হবে না।

বিক্রম। ঘরপোড়া গরু কিনা, তাই আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় হয়! কিসে কি হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারছি না। মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে মায়ের পূজা হলো না—পাথরের মূর্তি তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করতে গেলাম, ফেটে গেল। অনাবৃষ্টির জন্যে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।

মাধব। আপনি কিছু ভাববেন না মহারাজ। মা চণ্ডীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলেই সব শান্তি হয়ে যাবে।

বিক্রম। যান, আজই মূর্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করুন।

মাধব। এই যাই—[প্রস্থানোদ্যত]

দ্রুত সঞ্জয়ের প্রবেশ।

সঞ্জয়। পিতা! পিতা কোথায়?

বিক্রম। এই যে, আমি এখানে।

সঞ্জয়। পিতা! মা চণ্ডীর নতুন মূর্তি ফেটে গেছে।

মাধব। সেকি!

সঞ্জয়। হ্যাঁ, কয়েকজন লোক মায়ের মূর্তি ধরে নিচু থেকে তুলে যেই বেদীর ওপর বসিয়ে দিলে, অমনি ফেটে গেল।

মাধব। কি হবে মহারাজ?

বিক্রম। ওর জন্যে ভাববেন না—জোড়া দিয়ে নেওয়া যাবে।

সঞ্জয়। জোড়া লাগাবার কোন উপায় নেই। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে দু-আধখানা হয়ে পড়ে গেছে।

বিক্রম। হবে না। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার বাড়িতে মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে না।

মাধব। বাড়ির কোন দোষ নেই মহারাজ, রাজ্যের মধ্যে কোথাও পাপ হচ্ছে—তাই শুভকাজে বারবার বিঘ্ন ঘটছে। জয় মা চণ্ডী! তুই রক্ষা কর মা!

[প্রস্থান।

সঞ্জয়। পিতা! আবার মা চণ্ডীর মূর্তি তৈরি হবে?

বিক্রম। না।

সঞ্জয়। লোকে যে বলছে, মা চণ্ডীর পূজা না হলে রাজ্যের মঙ্গল হবে না।

বিক্রম। রাজ্যের মঙ্গল করার ইচ্ছা যদি ইচ্ছাময়ীর থাকত, তাহলে অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে পূজা বন্ধ হতো না।

সঞ্জয়। সে যা হবার হয়ে গেছে। আপনি আর একবার আদেশ দিন, মায়ের মূর্তি তৈরি হোক।

বিক্রম। যাও, পার তো দেখ।

সঞ্জয়। আমি এখুনি কারিগরদের কাছে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

বিক্রম। মা! আমি এমন কি মহাপাপ করেছি, যার জন্যে বারবার তোর মূর্তি প্রতিষ্ঠায় বাধা পড়ছে!

কেশরীসিংহের প্রবেশ।

কেশরী। মহারাজ! রাজ্যের উত্তর অঞ্চলে অনাবৃষ্টির জন্যে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়েছে।

বিক্রম। দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের রাজকোষ থেকে সাহায্য কর।

দ্রুত বীরসেনের প্রবেশ।

বীর। মহারাজ! কাঁসাই নদীতে জল বেড়ে রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রবল বন্যা হয়েছে।

বিক্রম। একদিকে খরার জন্যে দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ চলছে, অন্যদিকে বন্যা।

বীর। হাজার হাজার লোক সর্বস্ব হারিয়ে একবস্ত্রে গাছের ডালে আশ্রয় নিয়েছে।

বিক্রম। সৈন্যদের সাহায্যে বন্যা-প্লাবিত প্রজাদের উদ্ধার করে নিয়ে এসো।

বীর। আমি সৈন্যদের পাঠিয়েছি।

বিক্রম। খাদ্য-বস্ত্র দিয়ে সাহায্য পাঠাও।

সুচরিতার প্রবেশ।

সুচরিতা। যা সাহায্য গেছে তার বেশি আর যাবে না।

বিক্রম। কি বলছ রাণী?

সুচরিতা। শুধু বন্যা নয়, একদিকে অনাবৃষ্টির জন্যে তিনমাস দুর্ভিক্ষ চলছে। তাদের সাহায্য দিতে হচ্ছে, তার ওপর শত্রুর আক্রমণ থেকে রাজ্য রক্ষার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। এ সময় রাজকোষ শূন্য করে প্রজাদের সাহায্য দিয়ে উদারতা দেখাতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

বিক্রম। ভুলে যেয়ো না রাণী—অজয় আর সঞ্জয়ের মত ওরাও আমাদের সন্তান।

সুচরিতা। অত ভাবপ্রবণ হলে একটা রাজ্যের রাজা হওয়া যায় না।

বিক্রম। রাজা আমি, না তোমরা—সেই তো আমি বুঝতে পারছি না।

অজয়সিংহের প্রবেশ।

অজয়। পিতা! প্রজারা দলে দলে রাজ্যত্যাগ করে চলে যাচ্ছে।

বিক্রম। ওই শোন রাণী।

সুচরিতা। যেতে দাও।

অজয়। প্রজারা চলে গেলে রাজ্য চলবে কি করে?

বীর। ওসব অসৎ প্রজা রাজ্যে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

অজয়। রাজ্যের সব প্রজাই অসৎ—আপনারাই কেবল সৎ!

বিক্রম। ওকথা এখন থাক।

অজয়। পিতা! যদি নিজের মঙ্গল চান, বন্যাপীড়িত প্রজাদের সাহায্য করুন।

স্থচরিতা। অনেক সাহায্য দেওয়া হয়েছে, এখন আর দেওয়া সম্ভব নয়।

অজয়। অসম্ভব হলে চলবে না মা। প্রজাদের টাকা রাজকোষে জমা আছে, তাদের বিপদের সময় সেই টাকা দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

স্থচরিতা। তাহলে তো রাজকোষ শূন্য হয়ে যাবে।

অজয়। রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়—তখন তোমার গায়ের গহনা আছে।

স্থচরিতা। তোমার ছেলের কথাগুলো শুনলে?

বিক্রম। শুনলাম।

স্থচরিতা। কি বুঝলে?

বিক্রম। বুঝলাম—প্রথম পক্ষের ছেলে থাকতে দ্বিতীয়বার বর সেজে যে বিয়ে করতে যায়, তার চেয়ে বড় বর্বর পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

[প্রস্থান।

অজয়। তাহলে রাজকোষ থেকে বন্যাপীড়িত প্রজারা আর সাহায্য পাবে না?

স্থচরিতা। না।

অজয়। এই কথাটা আমি কলিঙ্গের মহামান্য মহারাজের কাছেই শুনতে চাই।

বাঘার প্রবেশ।

বাঘা। মহারাজের জয় হোক।

বীর। মহারাজ এখানে নেই।

বাঘা। আপনারা আছেন তো, তাহলেই হবে।

বীর। কি হবে?

বাঘা। ওপারে দ্রাবিড় জঙ্গল কেটে আমরা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের ব্যাধরাজার অভিষেক হবে, নেমন্তন্ন করতে এসেছি।

সুচরিতা। ব্যাধ কি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে?

বীর। কবে রাজ্য হলো?

বাঘা। তা প্রায় একমাস হয়ে গেল।

কেশরী। একমাসের মধ্যে একটা রাজ্য তৈরি হয়ে গেল!

সুচরিতা। ঘরের পাশে নদীর ওপারে একটা রাজ্য স্থাপন হয়ে গেল—আপনারা কেউ কোন খবর রাখেন না?

অজয়। নিজের খবর নিয়ে যদি ওনাদের ব্যস্ত থাকতে হয়, রাজ্যের খবর রাখবে কি করে বল।

বাঘা। আগামী শুক্লা-অষ্টমী তিথিতে মঙ্গলবারে আমাদের রাজার অভিষেক হবে। আপনাদের নেমন্তন্ন থাকল, যাবেন।

সুচরিতা তোমাদের রাজার নাম কি?

বাঘা। কালকেতু।

বীর। কালকেতু ব্যাধ দ্রাবিড়ের রাজা?

বাঘা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুচরিতা। রাজ্য স্থাপন করতে টাকা চাই। কালকেতু টাকা পেলে কোথায় ?

বাঘা। মা চণ্ডীর পূজা করে টাকা পেয়েছে।

সুচরিতা। মা চণ্ডী আর টাকা দেবার লোক খুঁজে পেলেন না, ছোটলোক ব্যাধকে টাকা দিতে গেলেন !

বীর। নিশ্চয়ই কোন ধনী রাজা-মহারাজকে মেরে টাকাকড়ি ডাকাতি করে এনেছ।

বাঘা। আমরা যদি চোর-ডাকাত হতাম, আপনারা এতদিন শান্তিতে রাজ্য চালাতে পারতেন না।

সুচরিতা। ওপারে বন্যা হয়েছে ?

বাঘা। না।

সুচরিতা। খরার জন্যে দুর্ভিক্ষ হয়নি ?

বাঘা। মা চণ্ডীর দয়ায় আমাদের কোন অসুবিধে হয়নি। আমরা বন কেটে চাষ-আবাদের জমি তৈরি করেছি। দরকার মত বৃষ্টি হয়েছে, চাষ চলছে। নগরও তৈরি করেছি। আপনারা দয়া করে নেমন্তন্ন গেলেই সব দেখতে পাবেন।

বীর। তোমাদের সাহস তো কম নয়! অসভ্য ছোটলোক হয়ে মহামান্য কলিঙ্গরাজকে নেমন্তন্ন করতে এসেছ ?

বাঘা। অঙ্গ বঙ্গ মদ্র মগধের রাজাদের নেমন্তন্ন করেছি, তাঁরা সবাই ওইদিন স্বাধীন দ্রাবিড়রাজকে আশীর্বাদ করতে আসবেন।

সুচরিতা। দ্রাবিড় হলো কলিঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কলিঙ্গরাজের বিনা অনুমতিতে সেখানে রাজ্য স্থাপন করার তোমাদের কোন অধিকার নেই।

অজয়। এসব তুমি কি বলছ মা ?

বীর। মহারাণী সত্যি কথা বলেছেন। দ্রাবিড় রাজ্য স্থাপন করতে হলে কলিঙ্গ সরকারকে রাজকর দিতে হবে।

অজয়। কলিঙ্গ সরকার এতদিন যাদের সুখে-দুঃখে দেখেনি, রাজকর আদায় করার তাদের কোন অধিকার নেই।

সুচরিতা। এতদিন সেখানে চাষ-আবাদের জমি ছিল না, তাই রাজকর আদায়ের কথা ওঠেনি। আজ যখন সেখানে জমি তৈরি হয়েছে, রাজকর দিতে হবে। শোন যুবক, কালকেতুকে গিয়ে বলবে—

বাঘা। যা বলবার আপনি নিজে গিয়ে বলে আসুন।

বীর। অসভ্য ছোটলোক ব্যাধ হয়ে এত সাহস তোমার, কলিঙ্গের মহামান্যা মহারাণীকে তুমি আদেশ কর?

অজয়। ছোটলোক বলেই সোজা কথায় উত্তর দিয়েছে, প্যাঁচের কথা বলেনি।

বাঘা। আমার অনেক কাজ আছে, এখুনি যেতে হবে। মহামান্য কলিঙ্গরাজের সঙ্গে আমি আপনাদের সবান্ধবে নেমন্তন্ন করে গেলাম, আপনারা দয়া করে দ্রাবিড়ের রাজধানী কিরাতনগরে পায়ের ধুলো দিয়ে আমাদের রাজাকে আশীর্বাদ করে আসবেন।

সুচরিতা। কলিঙ্গরাজ তোমাদের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

অজয়। একথা তুমি বললে হবে না মা, পিতাকে বলতে হবে।

সুচরিতা। আমি তোমার পিতার স্ত্রী—অর্ধাঙ্গিনী, রাজ্যের বিষয়ে কথা বলার আমার অধিকার আছে।

অজয়। কিন্তু রাজদণ্ড হাতে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসে পিতাই রাজ্য-শাসন করেন, তুমি করো না মা।

সুচরিতা। সে যাই হোক, ছোটলোক ব্যাধের নিমন্ত্রণ মহামান্য কলিঙ্গরাজ গ্রহণ করতে পারেন না।

বাঘা। আপনারা আমাদের নেমন্তন্ন নেবেন না?

অজয়। আমি সাদরে তোমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

বাঘা। ব্যস, আর কোন কথা নেই। কলিঙ্গের যুবরাজ যখন আমাদের নেমন্তন্ন নিয়েছেন, তখন আর আমরা কাউকে ডরাই না। যুবরাজের জয় হোক। আসি মশাইগণ! পেন্নাম—

[প্রস্থান।

সুচরিতা। ছোটলোক ব্যাধের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তুমি মহামান্য কলিঙ্গরাজকে অপমান করতে চাও?

অজয়। না মা। দ্রাবিড় রাজ্যের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রতিবেশীর কাছে আমি পিতার ভাবমূর্তিটা উজ্জ্বল রাখতে চাই।

বীর। অসভ্য ছোটলোক প্রতিবেশী নিয়ে কখনই বসবাস করা চলে না।

অজয়। ভদ্রবেশী শয়তান আপনজনের চেয়ে, সরল বোকা ছোটলোক প্রতিবেশী অনেক ভাল।

সুচরিতা। কলিঙ্গরাজের পক্ষ থেকে তুমি কি দ্রাবিড়ে নিমন্ত্রণে যাবে?

অজয়। না। কলিঙ্গরাজের পক্ষ থেকে যাব না। আমি ব্যক্তিগত ভাবে মহামান্য স্বাধীন দ্রাবিড়রাজকে সম্বর্ধনা জানাতে যাব।

[প্রস্থান।

কেশরী। কুমার অজয়সিংহের ঔদ্ধত্য চরমে উঠে গেছে।

বীর। মহারাণীর এই অপমান আমরা নীরবে সহ্য করব না।

বিক্রমসিংহের পুনঃ প্রবেশ।

বিক্রম। রাণী! দ্রাবিড়দূত এসেছে শুনলাম। কোথায় সে?

বীর। চলে গেছে।

সুচরিতা। [কাঁদিতে লাগিল]

বিক্রম। কি হলো, কাঁদছো কেন?

সুচরিতা। তোমার গলায় মালা দিয়ে আমি যদি অন্যায় করে থাকি, বল, আমি এখুনি এখান থেকে চলে যাচ্ছি!

বিক্রম। চলে যাবে কেন?

বীর। কুমার অজয়সিংহ মহারাণীকে অপমান করে গেলেন।

বিক্রম। মহারাণীকে অপমান করবার তার এমন কি অধিকার আছে?

সুচরিতা। ওপার থেকে কালকেতু ব্যাধের দূত এসে তোমাকে যা-তা বলছিল, আমি প্রতিবাদ করেছি বলে অজয়সিংহ আমাকে অপমান করে গেল।

বিক্রম। চুপ কর, কথাটা আমাকে বুঝতে দাও। অজয়সিংহ কোথায়?

বীর। কালকেতু ব্যাধের লোকের সঙ্গে চলে গেছে।

বিক্রম। কালকেতু ব্যাধের দূত এখানে এসেছিল কেন?

বীর। দ্রাবিড় জঙ্গল কেটে কালকেতু রাজ্য স্থাপন করেছে, সেজন্যে আমাদের জানাতে এসেছিল।

বিক্রম। কিন্তু রাজ্য স্থাপন করতে কালকেতু এত টাকা পেল কোথায়?

সুচরিতা। তোমার শত্রু মগধরাজ টাকা দিয়ে কালকেতুকে দ্রাবিড় রাজ্য গড়ে দিয়েছে।

বিক্রম। মগধরাজ—

বীর। মগধরাজ সেবার আপনার রাজ্য আক্রমণ করতে এসে

পরাজিত হয়ে ফিরে গিয়েছিল। এতদিন পরে কালকেতুকে দিয়ে প্রতিশোধ নিতে চায়।

বিক্রম। অজয়সিংহ এ বিষয়ে কি বলতে চায়?

সুচরিতা। সে কালকেতু ব্যাধকে সাহায্য করতে চায়।

বিক্রম। না। আমার ছেলে আমার বিরুদ্ধে যাবে না।

সুচরিতা। ছোটবেলা থেকে আদর দিয়ে মাথায় তুলেছ, এখন সে আর তোমাকে মানতেই চায় না।

বিক্রম। চুপ কর রাণী!

বীর। কালকেতুর কাছে আমরা পাওনা স্বরূপ রাজকর দাবি করি মহারাজ।

বিক্রম। আমাকে ভাবতে দাও।

সুচরিতা। ভাববার কিছু নেই। ছেলের কথামত তুমি নিজে গিয়ে কালকেতু ব্যাধকে দ্রাবিড়ের স্বাধীন রাজা বলে স্বীকার করে এসো।

বিক্রম। আমি এখুনি কালকেতুকে রাজা বলে স্বীকার করতে পারতাম, কিন্তু সে যে মগধের সাহায্য নিয়েছে।

বীর। দ্রাবিড় আমাদের সীমান্ত রাজ্য। তাকে মোটেই স্বাধীন রাজ্য বলে স্বীকার করা যেতে পারে না। কালকেতুকে রাজা হতে হলে রাজকর দিয়ে কলিঙ্গের সামন্তরাজা হয়ে থাকতে হবে।

কেশরী। তাছাড়া দুর্ভিক্ষ প্লাবনে রাজকোষ থেকে বহু টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। এখন টাকা চাই। টাকা আদায়ের একটা সুযোগ পাওয়া গেছে, ছাড়া উচিত নয়।

সুচরিতা। ছোটলোক ব্যাধ আবার লুকিয়ে মা চণ্ডীর পূজা করছে।

বিক্রম। সেকি!

বীর। সেই পাপেই তো আমাদের ঘরে বারবার মায়ের মূর্তি ফেটে যাচ্ছে।

বিক্রম। না-না, তা কেন হবে?

সুচরিতা। রামায়ণ পড়নি? শূদ্ররাজ শম্বুক যজ্ঞ করেছিল বলে রাম-রাজ্যে অকালমরণ ঘটেছিল। মহারাজ রামচন্দ্র নিজের হাতে শম্বুককে মেরেছিলেন, তবেই রাজ্যে শান্তি ফিরে এসেছিল। সত্যি কিনা বল!

বিক্রম। সত্যি কথা।

কেশরী। এতদিনে বুঝতে পারলাম, ওই ব্যাটা ব্যাধের পাপেই আমাদের রাজ্যে দুর্ভিক্ষ প্লাবন মহামারী ঘটেছে।

সুচরিতা। তার ওপর ভেবে দেখ, কালকেতু মূর্খ নির্বোধ; চতুর মগধরাজ তার সাহায্যে যে-কোন সময় তোমার রাজ্য আক্রমণ করতে পারে।

বিক্রম। হ্যাঁ, তা পারে।

বীর। অতএব আগে থেকে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

বিক্রম। নিশ্চয়ই প্রস্তুত থাকতে হবে।

সুচরিতা। তাহলে এখুনি কালকেতুর কাছে রাজকর আদায় করতে হয়।

বিক্রম। বেশ, তাই হোক। কেশরীসিংহ, কালকেতুর কাছে গিয়ে রাজকর দাবি কর।

কেশরী। যদি সে রাজকর দিতে না চায়?

সুচরিতা। তুমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আসবে।

বিক্রম। না-না, যুদ্ধ কেন?

বীর। এ নীতির কথা মহারাজ। রাজার আদেশ যে অমান্য করবে, রাজশক্তি চিরদিন তার ওপর বলপ্রয়োগ করে এসেছে।

বিক্রম। জানি। কিন্তু তা বলে একেবারে যুদ্ধ—

বীর। আপনার সম্মানরক্ষার জন্যে যুদ্ধ করতে হবে।

সুচরিতা। যুদ্ধের কথা শুনে ভয় পাচ্ছো কেন?

বিক্রম। ভয়াবহ পরিণাম ভেবে।

সুচরিতা। ভাবনার কি আছে, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও রাজ্যের জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বত্থামা হত ইতি গজ বলে গুরুদেব দ্রোণাচার্যকে বধ করতে হয়েছিল।

বিক্রম। রাণী! সুন্দরী দেখে তোমাকে ঘরে এনেছিলাম। কিন্তু তুমি যে এত সুন্দর শাস্ত্র আলোচনা করতে পার, তা জানতাম না। তাই ভাবছি সুন্দর পদ্মফুলের আশায় জলে নেমে জীবনভোর শুধু পাঁকই ঘাঁটলাম—পদ্মের সন্ধান আর পেলাম না।

[প্রস্থান।

কেশরী। মহারাজ চলে যাচ্ছেন, কিছু বলে গেলেন না।

সুচরিতা। উনি আবার কি বলবেন! আমি যা বলছি তাই করুন। কালকেতুর কাছে রাজকর চাইবেন, না দিলে যুদ্ধ ঘোষণা করে আসবেন—যান চলে যান।

কেশরী। আমি এখুনি যাচ্ছি মা!

[প্রস্থান।

সুচরিতা। সেনাপতি, আপনি যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকবেন।

বীর। আমি সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু—

সুচরিতা। কি বলুন?

বীর। আপনি যে কথা দিয়েছিলেন?

সুচরিতা। আমার কথা আমি নিশ্চয়ই রাখব। তবে আগে চাই আমি বন্দী কালকেতুকে।

বীর। একথা তো ছিল না।

সুচরিতা। কিছু পেতে হলে কিছু না দিলে তো চলে না। বলুন এই সর্তে আপনি রাজী আছেন?

বীর। নিশ্চয়ই। এতদূর যখন নেমেছি, শেষটা তো দেখতেই হবে। তবে এরপর যদি নতুন সর্ত আরোপ করতে চান, ভাল হবে না।

[প্রস্থান।

সুচরিতা। এইসব স্বার্থবাদী শয়তানদের হাতে রাখতে না পারলে, নিজের কাজ উদ্ধার করা যাবে না। এতদিনে ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা গেল, কালকেতু ব্যাধের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে অজয়সিংহ কলিঙ্গের রাজ-সিংহাসনে বসতে চায়। না, সে হবে না।

ভাঁড়ু দত্তর প্রবেশ।

ভাঁড়ু। মহারাণী! যে কারিগর ঠাকুর গড়তে এসেছিল, ওরা কি চলে যাবে?

সুচরিতা। না, ওরা থাকবে। আচ্ছা দত্ত, লোকে বলে আপনি খুব বুদ্ধিমান। কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত আপনার বুদ্ধির পরিচয় পেলাম না।

ভাঁড়ু। বুদ্ধির পরিচয় দেবার মত কোন কাজ তো আমাকে দেননি।

সুচরিতা। আজ আমি আপনাকে একটা কাজ দেবো—অবশ্য বিনা পারিশ্রমিকে করাব না। মোটামুটি কিছু বিনিময় দেবো।

ভাঁড়ু। আপনার দয়াতেই তো বেঁচে আছি—কি করতে হবে বলুন ?

সুচরিতা। কালকেতু ব্যাধ দ্রাবিড় জঙ্গল কেটে রাজ্য স্থাপন করেছে।

ভাঁড়ু। শুনেছি।

সুচরিতা। ওরা মূর্খ লোক। রাজ-কার্য চালাতে হলে আপনাদের মত শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন হবে।

ভাঁড়ু। নিশ্চয়ই হবে।

সুচরিতা। আপনাকে গিয়ে তার মন্ত্রী হতে হবে।

ভাঁড়ু। সে কি করে হবে? আমি বিদেশী লোক, আমাকে সে মন্ত্রী করবে কেন?

সুচরিতা। এইখানে আপনাকে বুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে।

ভাঁড়ু। আমার মাথায় কিছু আসেনি; কি করতে হবে দয়া করে বলে দিন।

সুচরিতা। দুর্ভিক্ষ বন্যার জন্যে বহু লোক এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, আপনিও তাদের সঙ্গে এ রাজ্য ছেড়ে দ্রাবিড়ে চলে যান।

ভাঁড়ু। আর বলতে হবে না, আপনার বুদ্ধিতে আমি কালকেতুর মন্ত্রী হয়ে গেছি।

সুচরিতা। কালকেতুর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবে; আপনি তার রাজ্যের গোপন খবর আমাকে জানাবেন। আমি ছলে বলে কৌশলে কালকেতুকে বন্দী করতে চাই।

ভাঁড়ু। হয়ে যাবে। তাহলে আমি কি পাব ?

সুচরিতা। উপস্থিত এই একশত স্বর্ণ-মুদ্রা নিয়ে যান, কাজ শেষ করতে পারলে আমি আপনাকে কলিঙ্গের মন্ত্রীর আসনে বসিয়ে দেবো।

ভাঁড়ু। কিন্তু মহারাজ—

সুচরিতা। মহারাজ আমার হাতের খেলার পুতুল, আমি তাঁকে যেদিকে চালাব, সেইদিকে চলতে হবে।

ভাঁড়ু। কিন্তু মহারাজ বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান।

সুচরিতা। কিছু না। রূপের মোহে বুড়ো বয়সে যারা যুবতী মেয়েদের বিয়ে করে ঘরে আনে, তাদের থেকে বড় নির্বোধ দুনিয়ায় আর দুটি নেই।

[প্রস্থান।

ভাঁড়ু। এই তো হয়ে গেছে। কথায় বলে—যার যখন বরাত খোলে, তার মাটিতে সোনা ফলে। কায়েতের ছেলে, বুদ্ধি-বলেই কাজ হাঁসিল করে যেতে হবে। জয় মা—

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য

নদীতীর

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কলসী মাথায় পবনের প্রবেশ।

পবন। মা চণ্ডীর দয়ায় ছ' কলসী জল নিয়ে গেছি, এইবার গেলেই সাতবার হয়ে যাবে। বামুন-পণ্ডিতেরা বলেছে, সাতটা তীর্থের জলে আমাদের কালুকে চান করাতে হবে, তবে সে রাজা হতে পারবে। এত শীগগির সাতটা তীর্থের জল পাব কোথায়? তাই কাঁসাই নদীর জলেই চান করিয়ে দেবো। ওরে বাবা, কি ভারি! বৌকে বললুম একটা ছোট দেখে কলসী দে—তা নয়, হাতে একটা জালা দিলে। সে মনে করেছে আমি তার সেই জোয়ান ভাতারই আছি! ওরে বাবা!

সহসা মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল। আমার বৌ কোথায়, বৌ?

পবন। কি রকম বৌ? বিয়ে করা—না পাতানো?

মঙ্গল। বিয়ে করা বৌ।

পবন। বিয়ে করা বৌ এখানে আসবে কেন? তোমার বাড়িতে আছে।

মঙ্গল। বাড়ি থেকে চলে গেছে।

পবন। খেতে দিতে পারনি বুঝি?

মঙ্গল। তাকে খেতে দিতে হয় না, তার নাম অন্নদা। সেই আমাকে খেতে দেয়।

পবন। ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে বুঝি?

মঙ্গল। না।

পবন। তবে বাড়ি থেকে বৌ চলে গেল কেন?

মঙ্গল। মনে পড়ছে না।

পবন। নাম কি?

মঙ্গল। মঙ্গলা।

পবন। বাড়ি কোথায়?

মঙ্গল। ওই পাহাড়ের ওপরে।

পবন। বাপের নাম কি?

মঙ্গল। বাপ-মা নেই।

পবন। ছিল তো একদিন?

মঙ্গল। মনে নেই।

পবন। তুমি একটি বদ্ধ পাগল।

মঙ্গল। বৌ আমার কাছে না থাকলে, আমি কেমন হয়ে যাই। জান কর্তা, আমার প্রথমপক্ষের বৌ বিনা নেমন্তন্নে বাপের বাড়ি যেতে চেয়েছিল, আমি যেতে দিইনি বলে রেগে একেবারে কালো হয়ে গিয়ে কালী হয়ে গেল।

পবন। কালী হয়ে তোমার বুকে উঠে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল।

মঙ্গল। হ্যাঁ গো।

পবন। দূর মিথ্যুক!

মঙ্গল। আমি ব্রাহ্মণ, মিথ্যা কথা বলি না।

পবন। তুমি ব্রাহ্মণ?

মঙ্গল। হ্যাঁ গো, এই দেখ না, আমার পৈতে রয়েছে।

পবন। আমার এই খোঁড়া পা-টা ভাল করে দিতে পার বামুন-ঠাকুর ?

মঙ্গল। কি হয়েছে পায়ে ?

পবন। হয়নি কিছু, মায়ের পেট থেকে খোঁড়া হয়েই জন্মেছি। বড় কষ্ট হয় গো ! যখন জোয়ান বয়স ছিল, কষ্ট মনে হতো না। বুড়ো হয়েছি, এখন যে কি কষ্ট হয়, সে তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। মন্তর-তন্তর কিছু জান যদি পড়ে দাও না বাবাঠাকুর !

মঙ্গল। মন্ত্র-তন্ত্র আমি কিছুই জানি না।

পবন। তবে ?

মঙ্গল।—

গীত

তুমি মুক্ত জরা, মুক্ত ব্যাধি, মুক্ত তাপ-শোক।
তুমি সুন্দর অবিনশ্বর মুক্ত আলোক—
সত্য হোক সত্য হোক সত্য হোক॥
যত বিষ আছে সব আমি নিলাম,
অমৃত রস প্রাণ তোমায় দিলাম,
তুমি মুক্ত প্রাণ মুক্ত রিপু মুক্ত দুঃখ ভোগ—
তুমি চিত্তময় বিত্ত ত্যাগী পূর্ণ সত্যলোক।
সত্য হোক শুদ্ধ হোক সুন্দর হোক॥

[পবনের দিকে চাহিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে সোজা হইতে বলিল]

পবন। [ধীরে ধীরে সোজা হইয়া দাঁড়াইল] একি হলো ! আমার আজন্মের খোঁড়া পা ভাল হয়ে গেল। তুমি কি যাদু জান বাবাঠাকুর ?

মঙ্গল। না গো, না। আমি ওসব কিছুই জানি না।

পবন। ওকথা বললে শুনছি না। আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি

একজন খুব বড় ওঝা। চল, তোমাকে এখুনি আমার সঙ্গে রাজার কাছে যেতে হবে।

মঙ্গল। আমি এখন বৌ খুঁজতে যাব।

পবন। ও, আমরা ছোটজাত ব্যাধ বলে তুমি আমাদের বাড়ি খাবে না!।

মঙ্গল। আমার কোন জাতবিচার নেই, আমি সকলের হাতেই খাই।

পবন। তবে তুমি আমার সঙ্গে যাবে না কেন?

মঙ্গল। তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।

পবন। সত্যি বলছ?

মঙ্গল। [পবনের দিকে চাহিল]

পবন। ও হ্যাঁ, বামুন তো মিথ্যে কথা বলে না। সত্যি বাবাঠাকুর, তুমি একেবারে খাঁটি বামুন। জীবনে আমি কত বামুন দেখলাম তোমার মত আর একটিও দেখিনি। ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, ছুটে আয়—দেখে যা, বাবাঠাকুরের দয়ায় আমার খোঁড়া পা ভাল হয়ে গেছে। জয় বাবাঠাকুরের জয়—জয় মা চণ্ডী—

[প্রস্থান।

মঙ্গল। ওই তো, মা বলে ও আমার বৌকে ডাকছে, আমিও তার গায়ের গন্ধ পাচ্ছি—সে কাছেই কোথাও আছে। বৌ, ফিরে আয়—ওরে ফিরে আয়—

নারদের প্রবেশ।

নারদ। আর কাঁদবেন না বাবা। মায়ের কৈলাসে ফিরে যাবার সময় হয়ে এসেছে।

মঙ্গল। তুমি কে?

নারদ। আমি আপনার ভক্ত নারদ।

মঙ্গল। নারদ! বলতে পার আমার বৌ কোথায়?

নারদ। কালকেতুর বাড়িতে।

মঙ্গল। সেখানে গেলে আমি বৌকে দেখতে পাব?

নারদ। না।

মঙ্গল। কেন?

নারদ। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে আপনি অভিশাপ দিয়েছিলেন মর্তে ব্যাধের ঘরে জন্মাতে হবে। নীলাম্বর-পত্নী ছায়া আপনাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, মাকে হারিয়ে আপনাকে একদিন পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে।

মঙ্গল। সে তো অনেকদিন হয়ে গেল, এখনও কি অভিশাপের কাল পূর্ণ হয়নি?

নারদ। হয়ে এসেছে। কালকেতুর দুঃখের দিন শেষ হয়ে গেছে, মায়ের দয়ায় সে রাজা হয়ে মর্তে চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রচার করে জীব-জন্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আপনি কালকেতুর বাড়ি যান, তাকে শাপমুক্ত করবার চেষ্টা করুন।

মঙ্গল। আমি এখুনি যাচ্ছি। রাগের বশে নীলাম্বরকে অভিশাপ দিয়ে এমন ভুল করেছি, দীর্ঘকাল বৌকে হারিয়ে আমাকে পথে পথে কেঁদে বেড়াতে হচ্ছে।

নারদ। কাঁদলে কিছু হবে না বাবা। আপনি জগতগুরু দেবাদিদেব মহাদেব। এজগতে যে যেমন কর্ম করবে, তাকে তেমনি ফলভোগ করতে হবে। মানুষকে এই শিক্ষা দেবার জন্যে আপনাকে মায়ের বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে।

মঙ্গল। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কর্মানুযায়ী ফলভোগ করতে হবে। আমি যেমন কর্ম করেছি, তেমনি ফলভোগ করছি! ব্রহ্মার সৃষ্টি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চন্দ্র-সূর্যের মত সব ছকে বাঁধা। যে যেমন কর্ম করবে, তাকে তেমনি ফলভোগ করতে হবে। যেমন দেখাবে, তেমনি দেখবে। কেউ বাদ যাবে না গো—কেউ বাদ যাবে না।

[প্রস্থান।

নারদ। কর্মের বন্ধনে আমিও বাঁধা পড়ে গেলাম। মর্তে চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রচার করতে মাকে কীট হয়ে বাবাকে দংশন করতে বলে আমি নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছি। যতদিন চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রচার না হবে, ততদিন সাধন ভজন ত্যাগ করে আমাকে মর্তের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে। জয় মা! তুমি ছাড়া জীবের গতি নাই মা।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দ্রাবিড় রাজপ্রাসাদ

[নহবত বাজিতেছিল]

ঝিনুকের প্রবেশ।

ঝিনুক। মায়ের দয়ায় কালুদা রাজা হয়ে গেল, মায়ের দয়ায় সেই লোকটাকে আজ একবার দেখতে পেলে খুব ভাল হয়। সেদিন কি জঘন্য নোংরা পোশাকে ছিলাম, আমাকে দেখে নিশ্চয়ই তার ভাল লাগেনি! আজ দেখলে আমাকে তার খুব ভাল লাগবে।

মুক্তোর প্রবেশ।

মুক্তো। লাগ লাগ লাগ ভেল্কি লেগে যা।

ঝিনুক। কি হয়েছে রে?

মুক্তো। হয়ে গেল।

ঝিনুক। কি হয়ে গেল?

মুক্তো। আমার মাথা ঘুরে গেল।

ঝিনুক। কেন?

মুক্তো। তোর সাজগোজ দেখে আমার মাথা ঘুরছে, তোকে দেখে মনে হচ্ছে—

ঝিনুক। কি মনে হচ্ছে?

মুক্তো। কি বললে তুই খুশি হবি বল।

ঝিনুক। থাক, তোকে আর কিছু বলতে হবে না।

মুক্তো। আমি কিছু না বললে তোর এই সাজগোজের কোন দাম হবে না।

ঝিনুক। মেয়েদের সামনে এইসব কথা বলতে তোর লজ্জা করে না ?

মুক্তো। মেয়েরা মনের আনন্দে সাজগোজ করে ছেলেদের মন ভোলাবার জন্যে। ছেলেরা যদি তারিফ না করে, মেয়েদের মন ভরে না।

ঝিনুক। তবে রে শূয়ার, মারব এক চড়।

বাঘার প্রবেশ।

বাঘা। এই, আজকের দিনে মারামারি করতে নেই। আজকে শুধু চলবে মা চণ্ডীর নাম আর হাসি আনন্দ গান।

মুক্তো। আমি সদাই আনন্দ করতে চাই। কিন্তু ও যে—

বাঘা। [মুক্তোর দিকে ফিরিল]

ঝিনুক। [বাঘার পিছন হইতে মুক্তোকে মারিবে বলিয়া হাত তুলিল]

বাঘা। কি হলো, চুপ করলি কেন, বলে যা।

মুক্তো। না মানে—কালুদা কই ?

বাঘা। সাতকলসী জলে চান করে তোর দিদিকে নিয়ে মা চণ্ডীর পূজায় বসেছে।

মুক্তো। সারাদিন যদি পূজা করবে, রাজা হবে কখন ?

বাঘা। আরে বোকা, মায়ের দয়াতেই তো কালুদা রাজা হয়েছে।

মায়ের দয়াতেই দ্রাবিড় জঙ্গলের ব্যাধেরা আজ থেকে পেটভরে খেতে পাবে।

মুক্তো। খাবার তো তৈরি, খাব কখন?

ঝিনুক। মা চণ্ডীর পূজা শেষে কালুদা রাজা হলে তারপর খাওয়া-দাওয়া হবে।

মুক্তো। সত্যি ঝিনুক, তোর বুদ্ধি আছে।

ঝিনুক। আমার বুদ্ধি থাকবে না তো তোর মত বাঁদরের থাকবে নাকি? [প্রস্থান।

মুক্তো। এই খবরদার, আমাকে বাঁদর বলবি না।

বাঘা। বললেই বা তুই রাগ করছিস কেন রে শালা?

মুক্তো। তুমি দেখছি ওর ওপরওয়ালা।

[প্রস্থান।

রাজপোশাক পরিহিত কালকেতুকে লইয়া ভীমে সহ কয়েকজন যুবকের প্রবেশ। একজনের থালায় রাজমুকুট।

কালকেতু। জ্বালা—জ্বালা, ভীষণ জ্বালা করছে।

বাঘা। কি হয়েছে দাদা?

কালকেতু। জ্বলে গেল রে ভাই, সারা দেহটা আমার জ্বলে গেল। জীবনভর খালি গায়ে কেটে গেল। শীতের রাতে খুব ঠাণ্ডা লাগলে একখানা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিতাম। আর আজ সবাই মিলে আমাকে ধরে এসব কি পরিয়ে দিলে দেখ না।

বাঘা। তুমি যে আজ রাজা হয়ে সিংহাসনে বসবে, তাই তোমাকে ওসব পরতে হবে।

কালকেতু। ওরে বাবা রে—

বাঘা। কি হলো দাদা?

কালকেতু। জুতোটা পায়ে ভীষণ লাগছে রে—[জুতা খুলিয়া হাতে লইল]

বাঘা। আ-হা, জুতো হাতে করতে নেই। লোকে দেখলে বলবে কি? তুমি যে আজ রাজা!

কালকেতু। দূর, এত কষ্ট করে আমি রাজা হতে পারব না। মা চণ্ডীর রাজ্যে তিনি নিজেই রাজা হয়ে বসে থাকুনগে।

বাঘা। ওকথা বলতে নেই, মা চণ্ডী রাগ করবে।

কালকেতু। আমার যে এসব গায়ে দিয়ে গা জ্বালা করছে। জুতো পরে পায়ে ফোস্কা পড়ছে—তার কি হবে?

বাঘা। আজকে ওইসব পরে ফুল্লরা বৌদিকে পাশে নিয়ে রাজ-সিংহাসনে বসতে হবে। কাল থেকে তোমার যা ইচ্ছা হয়, করো।

কালকেতু। ফুল্লরা কোথায় গেল?

ফুল্লরাকে লইয়া কয়েকজন মেয়ে ও
ঝিনুকের প্রবেশ।

ঝিনুক। এই যে আমাদের রাণী এসে গেছে।

কালকেতু। ফুল্লরা কই?

ঝিনুক। এই তো, তোমার সামনে।

কালকেতু। [ফুল্লরাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল] এ আবার কে?

ঝিনুক। বৌদিকে তুমি চিনতে পারছ না দাদা?

কালকেতু। না। আমি চিনি ছেঁড়া কাপড়ে তালিমারা আঁট-সাঁট

করে পরা সদা-হাস্যময়ী আমার ফুল্লরাকে। এমন জবরজং সাজের কনে-বৌটিকে কি করে চিনব বল!

ফুল্লরা। আমিও তোমাকে চিনতে পারছি না।

কালকেতু। তবে এসব খুলে ফেলে আমরা সেই পুরোনো দিনেই ফিরে যাই চল।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। কালকেতু—

কালকেতু। বাবাঠাকুর! তুমি এসেছ?

নারদ। তুমি আজ রাজা হবে, আমি কি না এসে থাকতে পারি!

কালকেতু। ওরে ব্যাধপল্লীর ছেলেমেয়েরা, তোরা হাঁ করে দেখছিস কি? বাবাঠাকুরকে পেন্নাম কর।

[সকলে নারদকে প্রণাম করিল]

নারদ। আশীর্বাদ করি, চিরদিন তোমাদের যেন কর্মে সুমতি থাকে।

বাঘা। ব্যস—হয়ে গেছে, তোমার দয়াতে যখন আমরা মা চণ্ডীর দেখা পেয়েছি, তখন তোমার আশীর্বাদ নিশ্চয়ই ফলে যাবে।

ফুল্লরা। আজকের দিনে মা এলেন না কেন?

নারদ। মা কোথাও যাননি—তোমাদের সঙ্গেই আছেন।

ফুল্লরা। আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

নারদ। মা যে আমার কর্মময়ী। তিনি সর্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকেন। মায়ের নাম করে তোমরা কাজ করে যাও, তোমাদের কাজের মধ্যেই মাকে দেখতে পাবে।

কালকেতু। আমি তো সদাই কাজ করতে চাই, কিন্তু এই জবরজং পোশাক যে আমায় সারা দেহে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে।

নারদ। জীব-জন্ম ধারণ করলে জ্বালা তো সইতে হবে।

কালকেতু। এতদিন তো আমি বেশ ভালই ছিলাম।

নারদ। দায়িত্বহীন মানুষের জীবনের কোন মূল্য নেই। আজ তুমি রাজা। তোমার অনেক দায়-দায়িত্ব—তোমাকে অনেক জ্বালা ভোগ করতে হবে।

কালকেতু। এ জ্বালা থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি বাবাঠাকুর?

নারদ। তোমার আমিত্ব নাশ করে মায়ের পায়ে শরণ নাও, মুক্তি পেয়ে যাবে। যখনই তোমার মনে অহঙ্কার এসে যাবে, তখনই তোমাকে এই জ্বালা ভোগ করতে হবে।

পবনের প্রবেশ।

পবন। হবে না, আর আমার কোন কষ্ট হবে না। এই দেখ, আমার খোঁড়া পা ভাল হয়ে গেছে।

কালকেতু। দাদু, তোমার আজন্মের খোঁড়া পা হঠাৎ কি করে ভাল হয়ে গেল?

পবন। আজ নদীর ঘাটে কেঁদে-কেটে এক বামুনকে ধরেছিলাম, কি জানি কি যাদুবলে তিনি আমায় ভাল করে দিলেন।

কালকেতু। সে বামুনঠাকুর কোথায়?

পবন। আসবে। আমি তাকে নেমন্তন্ন করেছি—সে ঠিক আসবে।

কালকেতু। তুমি তাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এলে না কেন?

নারদ। তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, ঠিক সময়ে এসে যাবেন। এদিকে অভিষেকের সময় হয়ে এলো—

পবন। তুমি বামুন মানুষ, আগে আশীর্বাদ কর বাবাঠাকুর।

নারদ। তোমার বলবার আগেই আমি আশীর্বাদ করেছি। তুমি বয়ঃজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ, রাজারাণীকে আশীর্বাদ করে সিংহাসনে বসিয়ে দাও।

পবন। এসো দাদু, আয় দিদিভাই, বস তোরা এই রাজসিংহাসনে— [কালকেতু ও ফুল্লরাকে সিংহাসনে বসাইল]

সকলে। জয় মা চণ্ডীর জয়!

নারদ। ধর এই রাজদণ্ড, পর এই রাজমুকুট। মনে রেখো, এ মা চণ্ডীর রাজ্য। তুমি মাত্র তাঁর প্রতিনিধি। আচ্ছা আমি এখন চলি। [প্রস্থানোদ্যত]

কালকেতু। আবার কবে আসবেন?

নারদ। আমার জন্যে ভাবতে হবে না। ঘুরতে ঘুরতে ঠিক এসে যাব। জয় মা!

[প্রস্থান।

পবন। গরীবের রাজারাণীকে তুই দীর্ঘজীবী কর মা।

[কালকেতু ও বাঘা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বাঘা। অঙ্গ বঙ্গ মদ্র মগধের রাজ-প্রতিনিধিরা তোমার অপেক্ষায় বসে আছেন, তুমি তাদের দর্শন দেবে চল মহারাজ। [উভয়ে প্রস্থানোদ্যত]

ভাঁড়ু দত্তর প্রবেশ।

ভাঁড়ু। প্রণাম মহারাজ। [কালকেতুর পায়ের ধুলা লইল]

কালকেতু। থাক—থাক। তুমি কে ভাই?

ভাঁড়ু। আমার নাম শ্রীভাঁড়ু দত্ত। কায়স্থ! কলিঙ্গের রাজসরকারে আমি দীর্ঘদিন কলম পেশার কাজ করেছি। রাজার অন্যায় অত্যাচার

সহ্য করতে না পেরে দলবল নিয়ে আমি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। আপনাকে দয়া করে আমাদের কাজ দিতে হবে।

বাঘা। ভাঁড়ু দত্ত! তুমি তো মশাই কলিঙ্গরাজের ডানহাত ছিলে?

ভাঁড়ু। এখন ভেঙে দিয়েছে।

বাঘা। কলিঙ্গের প্রজাদের ওপর তুমি অনেক অন্যায় অত্যাচার করেছ।

ভাঁড়ু। আমি কেন অন্যায় অত্যাচার করতে যাবো ধন? প্রজাদের টাকা যার ঘরে গেছে, তিনি আমাকে যা করতে বলেছেন, চোখ বাঁধা কলুর বলদের মত আমি তাই করেছি।

বাঘা। এখানে আবার চাকরি পেলে প্রজাদের ওপর অত্যাচার করবে তো?

ভাঁড়ু। প্রজাদের ওপর অত্যাচার করে আমার কি লাভ বলুন! এই দেখুন, রাজসরকারে চাকরি করা আর বাঘদের ঘরে বাস করা দুই সমান। আমি যেই বললাম—মহারাজ! বন্যাপীড়িত প্রজাদের এবছরের খাজনা মকুব করে দিলে ভাল হয়। মহারাজ বলে দিলেন, তোমার দ্বারায় আমার কাজ চলবে না।

বাঘা। তখন তুমি করলে?

ভাঁড়ু। কি আর করবো। আমিও জয় দত্তের বেটা হরি দত্তের নাতি। মুখের ওপর বলে দিলাম, আপনার চাকরিতে আমার এই ইতি। আমার জমি জায়গা ঘরবাড়ি সব ফেলে রেখে এক কাপড়ে চলে আসতে হলো। এতদিন যা করেছি, আজ সব চলে গেল। বিবেচনা করে দেখুন, প্রজাদের ওপর অন্যায় অত্যাচার করে আমার কি লাভ?

কালকেতু। এখন বুঝতে পারছি, তোমার কোন দোষ নেই।

ভাঁড়ু। তাহলে দয়া করে আমাকে একটা কাজ দিন।

কালকেতু। আজ থেকে তোমার কায়স্থ বন্ধুরা আমার সেরেস্তায় কলম পেশার কাজ করবে, আর তুমি হবে আমার মন্ত্রী।

ভাঁড়ু। মহারাজের জয় হোক! [সহসা কালকেতুর পায়ের ধূলা লইল]

কালকেতু। আ-হা-হা, কথায় কথায় আমার পায়ে হাত দেবেন না, পাপ হবে।

ভাঁড়ু। আপনি রাজা, ভগবানের প্রতিনিধি।

কালকেতু। আমি রাজা নই। এ রাজ্যও আমার নয়। রাজ্য মা চণ্ডীর, আমি মাত্র তাঁর সেবক। তোমাকে এখানে কাজ করতে হলে তোমাকে মা চণ্ডীর নামে দিব্যি করতে হবে যে, প্রজাদের ওপর জুলুম করব না।

ভাঁড়ু। একবার কেন? এই আমি একশোবার মা চণ্ডীর নামে দিব্যি করে বলছি—

বাঘা। খুব সাবধানে কাজ করবেন দত্তমশাই।

ভাঁড়ু। এটা মা চণ্ডীর রাজ্য, এখানে কোন অসুবিধা হবে না।

কালকেতু। তুমি যাও দত্ত। তোমার সঙ্গে যারা এসেছেন, তাদের স্ত্রী-পুত্রদের থাকার ব্যবস্থা করে দাও।

ভাঁড়ু। মহারাজের জয় হোক! পথ পেয়ে গেছি—

[প্রস্থান।

বাঘা। রাজ্যে সব জাতই এসে গেছে, এখন শুধু বামুনের অভাব—

কালকেতু। এটা মা চণ্ডীর রাজ্য, মায়ের দয়ায় এখানে কোন-

কিছুর অভাব থাকবে না। এবার ওদের বৌ-ছেলেদের থাকার ব্যবস্থা হলেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল। আমার বৌ কোথায় গো, বৌ?

বাঘা। কে তুমি?

দ্রুত পবনের পুনঃ প্রবেশ।

পবন। ওই বাবাঠাকুরের দয়াতে আমার আজন্মের খোঁড়া পা ভাল হয়ে গেছে।

বাঘা। তুমি কি যাদু জান বাবাঠাকুর?

মঙ্গল। না।

বাঘা। তবে কি করে দাদুর খোঁড়া পা ভাল করে দিলে?

মঙ্গল। জানি না।

কালকেতু। সেদিন তোমাকে জঙ্গলে দেখেছি।

মঙ্গল। হবে।

কালকেতু। আজ পর্যন্ত তুমি বৌকে খুঁজে পাওনি?

মঙ্গল। না!

বাঘা। কোথায় গেছে তোমার বৌ?

মঙ্গল। জানি না। দাও না গো, আমার বৌকে খুঁজে দাও না!

বাঘা। এই, কাঁদবে না বলে দিচ্ছি।

মঙ্গল। আমিও মনে করি কাঁদব না, কিন্তু চোখের জল বাধা মানে না।

বাঘা। আবার কাঁদে দেখ! এই ঠাকুর, আমাদের রাজার শুভ অভিষেকের দিন চোখের জল ফেললে ভাল হবে না!

কালকেতু। ব্যথিতের চোখের জল মুছিয়ে দেবার জন্যেই তো মা চণ্ডী আমাকে রাজা করেছে ভাই! কেঁদো না ঠাকুর, কেঁদো না। তুমি যখন আজন্মের খোঁড়া মানুষের পা-টা নিমেষের মধ্যে ভাল করে দিয়েছ, তখন তোমার বৌকে তুমি একদিন নিশ্চয়ই ফিরে পাবে।

মঙ্গল। তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বাবা।

কালকেতু। তুমি এখানে থাক বাবাঠাকুর। আমি তোমাকে দশ বিঘে নিষ্কর ব্রাহ্মোত্তর জমি দিচ্ছি।

মঙ্গল। না।

বাঘা। একটা গরদের জোড়, একটা মোহর, তার ওপর একখানা সোনার থালা ব্রাহ্মণ-বিদায়ও পাবে।

মঙ্গল। না।

বাঘা। তোমার মনে লোভ নেই বাবাঠাকুর?

মঙ্গল। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আমি মরতে চাই না, তাই কোন জিনিসের ওপর লোভ করি না।

কালকেতু। তুমি মানুষ—না দেবতা?

পবন। জড়িয়ে ধর দাদু, বাবাঠাকুরের পা দু'খানা ভাল করে জড়িয়ে ধর। ওই পায়ে যদি একবার ঠাঁই পেয়ে যাস, জীবনে আর তোর কোন অভাব থাকবে না। [প্রস্থান।

কালকেতু। পায়ের ধূলো দাও বাবাঠাকুর! [মঙ্গলকে প্রণাম করিল]

মঙ্গল। তোমার মঙ্গল হোক। [কালকেতুর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিল]

কালকেতু। একি! কে আমি? কোথায় আমি! এ যে কৈলাস ধাম! মহেশ্বর! বিনা দোষে এক দেবকুমারকে তুমি অভিশাপ দিয়েছিলে, মর্ত্তে ব্যাধের ঘরে তাকে জন্ম নিতে হবে। তোমার অভিশাপে সেই দেবকুমার খিধের জ্বালায় কতদিন পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। অমর দেবতা! তোমরা কোনদিন মর্ত্তের মানুষের রোগ-শোক ব্যথা -বেদনার জ্বালা অনুভব করনি। ছায়ার অভিশাপে তোমার প্রিয়তমা পত্নীকে হারিয়ে আজ মর্ত্তের মাটিতে ঘুরে ঘুরে মানুষের ব্যথা-বেদনা দেখে যাও।

বাঘা। দাদা! কি হলো তোমার? কাকে কি বলছ তুমি? [কালকেতুর গায়ে হাত দিল]

কালকেতু। এ্যা—

বাঘা। কি হয়েছে তোমার?

কালকেতু। কিছু না। বাবাঠাকুর! তুমি আজ থেকে আমার মা চণ্ডীর মন্দিরে পাহারা থাকবে।

মঙ্গল। তুমি আমার বৌ খুঁজে দেবে?

কালকেতু। দেবো।

মঙ্গল। তোমার জয় হোক বাবা!

[প্রস্থান।

বাঘা। তোমার কি হয়েছে দাদা?

কালকেতু। মাঝে মাঝে মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যায়। মনে হয় আকাশ আমাকে ডাকে, বাতাসে কার যেন গান ভেসে আসে, বলে, আয়—আয়—

বাঘা। অত ভাবুক হলে তোমার চলবে না দাদা! মনে রেখো, তুমি দ্রাবিড়ের মহারাজ।

কেশরীসিংহের প্রবেশ।

কেশরী। কে দ্রাবিড়ের মহারাজ?

বাঘা। দ্রাবিড়ের মহারাজ তোমার সামনে।

কেশরী। মহামান্য কলিঙ্গরাজের অনুমতি না নিয়ে তুমি রাজা হবে কি করে?

কালকেতু। মা চণ্ডীর দয়ায় কারও অনুমতি না নিয়েই আমি রাজা হয়ে গেছি।

কেশরী। হতেই পারে না। আগে নজর দাও, রাজকর দাও, তারপর রাজা হও। আমাদের কোন আপত্তি নেই।

বাঘা। কে নেবে নজর? কাকে দিতে হবে রাজকর?

কেশরী। মহামান্য কলিঙ্গরাজকে।

কালকেতু। কোন অধিকারে কলিঙ্গরাজ আমাদের কাছে রাজকর দাবি করেছেন?

কেশরী। এ দ্রাবিড় জঙ্গল, কলিঙ্গরাজের অধিনস্থ-ভূমি।

কালকেতু। না, এটা ছিল বাঘ-ভাল্লুকের অধিকৃত জঙ্গল। আমরা নিজের শক্তিতে সেই জঙ্গল কেটে নগর বসিয়েছি। এর ওপর কলিঙ্গরাজের কোন অধিকার নেই।

কেশরী। অধিকার আছে কিনা পরে বুঝিয়ে দেবো, আগে রাজকর দেবে কিনা বল?

কালকেতু। এটা মা চণ্ডীর রাজ্য, রাজকর আমরা কাউকে দেবো না।

কেশরী। ওসব ভড়কিতে আমাকে ভোলাতে পারবে না কালকেতু।

বাঘা। কালকেতু নয়, মহারাজ বল।

কেশরী। একটা ছোটলোক ব্যাধকে আমি মহারাজ বলে স্বীকার করে নেবো না।

সহসা অজয়সিংহের প্রবেশ।

অজয়। মহারাজ বলে স্বীকার না করলে তোমার মাথাটাই এখানে রেখে যেতে হবে।

কেশরী। যুবরাজ! আপনি এখানে?

অজয়। মহামান্য দ্রাবিড়রাজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি।

কালকেতু। যুবরাজ! আপনি আমার বাড়িতে খাবেন?

অজয়। নিমন্ত্রণ যখন নিয়েছি, তখন খেতেই হবে।

কেশরী। আপনি এই অসভ্য ছোটলোক ব্যাধের ঘরে বসে খাবেন?

অজয়। না, ঘরে বসে খাব না; যিনি নিজের সাধনায় মা চণ্ডীর কৃপালাভ করেছেন, আমি তাঁর পাতের দুটি এঁটো ভাত খেয়ে যাবো।

কালকেতু। আপনি আমাকে অপরাধী করবেন না যুবরাজ। আমি হীন ছোটলোক ব্যাধ—

অজয়। আমার কাছে আপনি যে কত বড়, আপনি নিজে তা জানেন না মহারাজ। দাঁড়িয়ে কেন কেশরীসিংহ? এসো—খাবে তো চল।

কেশরী। আমি এখানে খেতে আসিনি।

অজয়। তবে আজকের দিনে এখানে কি করতে এসেছ?

কেশরী। আপনার পিতা আমাকে এখানে রাজকর আদায় করতে পাঠিয়েছেন। রাজকর দেবেন কিনা বলুন।

কালকেতু। এটা মা চণ্ডীর রাজ্য, যা দেবার আমরা মাকেই দেবো, আর কাউকে নয়।

অজয়। ব্যস, কথা মিটে গেছে, এবার ছুটি খেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

কেশরী। আরও আছে। শুনুন দ্রাবিড়রাজ! মহামান্য কলিঙ্গরাজের আদেশ—অন্যায়ভাবে এই দ্রাবিড় অঞ্চল অধিকার করার জন্যে আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যাচ্ছি।

কালকেতু। মহামান্য কলিঙ্গরাজকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসতে বলবেন, আমি সবান্ধবে তাঁকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত থাকব।

কেশরী। ঠিক আছে, চলি।

অজয়। ওভাবে নয়। সৈনিক তুমি, সামরিক নিয়মে স্বাধীন দ্রাবিড়রাজকে অভিবাদন করে যাও।

কেশরী। বেশ।

[কালকেতুকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান।

বাঘা। মহারাজ! এখুনি আমাদের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।

কালকেতু। যুদ্ধের কথা পরে হবে, আগে আমাদের মাননীয় অতিথি কলিঙ্গের যুবরাজের আদর-যত্নের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাঘা। যুবরাজের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না দাদা। আমরা অসভ্য ছোটলোক হলেও মানীর মান রাখতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করব না। [প্রস্থান।

কালকেতু। ফুল্লরা! ওরে শীগগির আয়, কে এসেছে দেখে যা। ফুল্লরা—

ঝিনুকের পুনঃ প্রবেশ।

ঝিনুক। বৌদি মায়ের মন্দিরে গেছে।

কালকেতু। আমাকে না বলে মন্দিরে গেল কেন?

ঝিনুক। [হঠাৎ অজয়সিংহকে দেখিয়া থতমত খাইল] তুমি যে এক বামুনকে মন্দিরের দ্বারী নিযুক্ত করেছ, তিনি খুব কাঁদছেন। তাই বৌদি তাঁর কাছে গেছেন।

কালকেতু। ও। আচ্ছা, আমি দেখছি। তুই ওনাকে নিয়ে যা দিদি। ও হ্যাঁ, তোর সঙ্গে তো ওনার আলাপ নেই। উনি হচ্ছেন কলিঙ্গের যুবরাজ অজয়সিংহ, আমাদের মাননীয় অতিথি। আর এ হচ্ছে, আমার বোন ঝিনুক।

অজয়। উনি আপনার নিজের বোন?

কালকেতু। নিজের মায়ের পেটের বোন নয় সত্যি; কিন্তু ও তার ওপরে। ঝিনুক! তুই যুবরাজের একটু সেবা-যত্ন কর দিদি।

অজয়। ভুলে যাবেন না, মহারাজ কলিঙ্গরাজ আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমি তার পুত্র—আপনার শত্রু।

কালকেতু। আমার কাছে শত্রু-মিত্র সবাই সমান। আপনার পিতা যদি যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন, আমি অস্ত্র ফেলে দিয়ে আগে তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় তুলে নেবো।

অজয়। পিতা যে আপনার রাজ্যটা কেড়ে নেবেন?

কালকেতু। কার রাজ্য, কে কেড়ে নেবে? মা চণ্ডী রাজ্য দিয়েছেন, ইচ্ছা হয় রাখবেন—না হয় দিয়ে দেবেন। তা বলে রাজ্যের মোহে মানুষকে আমি অবহেলা করতে পারব না।

অজয়। মানুষকে আপনি এত ভালবাসেন?

কালকেতু। যে মানুষ মানুষকে ভালবাসে না—সে মানুষ নয়, জানোয়ার।

[প্রস্থান।

অজয়। দ্রাবিড়রাজ সত্যিই মহাপুরুষ।

ঝিনুক। আসুন—

অজয়। চল! আচ্ছা, সেদিন নীলগন্ধরাজ ফুল খুঁজতে এসে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সে বলেছিল তার নাম ঝিনুক।

ঝিনুক। সে আমি।

অজয়। তুমি কেন হবে! তাকে যে খুব সুন্দরী দেখেছিলাম।

ঝিনুক। সেই তো আমি। মনে নেই—আমি আপনাকে বলেছিলাম, কালুদা ফুল তুলে নিয়ে রাজবাড়ি চলে গেছে। ওই তো আপনাদের দোষ। ভাল কথাগুলো কিছুতেই ভাল করে মনে রাখবেন না।

অজয়। হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তোমাকে মোটেই চেনা যাচ্ছে না!

ঝিনুক। চিরদিন মানুষকে এক পোশাকে থাকতে হবে নাকি?

অজয়। না-না, আমি তা বলিনি।

ঝিনুক। বলবেন আবার কি! জেনেশুনে মানুষকে ভুলে যাওয়াই আপনাদের স্বভাব।

অজয়। ভুলিনি। এই দেখ না, তোমার নামটা আমি ঠিক মনে রেখেছি।

ঝিনুক। বেশ করেছেন, এখন আসুন।

অজয়। তুমি এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে আমি যাবো কার সঙ্গে?

ঝিনুক। ও হ্যাঁ, যাই। আচ্ছা, আপনার পিতার হয়ে আপনি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন?

অজয়। প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতে হবে।

ঝিনুক। জেনেশুনে অন্যায়ের প্রশ্রয় দিলে মা চণ্ডী আপনার ভাল করবেন না।

অজয়। মা চণ্ডী কি করবেন জানি না; তবে আমি জীবনে কোনদিন অন্যায় করিনি, আর করবোও না।

ঝিনুক। আপনি বেশ ভাল লোক।

অজয়। একটা কথাতেই আমি তোমার কাছে ভাল হয়ে গেলাম?

ঝিনুক। ভাল লোককে ভাল করে চিনে নিতে আমার বেশি দেরি হয় না।

অজয়। এতক্ষণে সত্যিই আমি তোমাকে চিনতে পারলাম।

ঝিনুক। মা চণ্ডী আপনার ভাল করবেন, চলুন।

অজয়। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্রাবিড়—রণস্থল

দ্রুত ভীমের প্রবেশ।

ভীমে। এগিয়ে চল ভাইসব, আর একটু এগিয়ে চল। শত্রুর হুঙ্কারে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়া বীরধর্ম নয়।

পবনের প্রবেশ।

পবন। কি হলো রে ভীমে?

ভীমে। শত্রুসৈন্য আজ ঝড়ের মত ছুটে এসে আমাদের আক্রমণ করেছে।

পবন। যুদ্ধ করতে এসে শত্রুসৈন্য বিপক্ষদলকে খাতির দিয়ে আদর করে না, আক্রমণ করেই থাকে।

ভীমে। আজ ছ'দিন পরে যুদ্ধের চাকা ঘুরে গেছে।

পবন। তার জন্যে ভয় পেলে চলবে না। হয় মরতে হবে, নয় মারতে হবে।

আহত বাঘার প্রবেশ।

বাঘা। এগিয়ে চল ভাইসব, এগিয়ে চল।

পবন। বাঘা! তুই আহত?

বাঘা। ও কিছু নয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাক দাদু। আমরা মরব, কিন্তু হারব না।

পবন। হারবি না তো পিছিয়ে আসছিস কেন?

বাঘা। শত্রুপক্ষকে একটু এগিয়ে আসার সুযোগ দিচ্ছি।

পবন। ওরা বেশি এগিয়ে আসতে পারলে, তোদের যে একেবারে ঘরে পাঠিয়ে দেবে।

বাঘা। না। আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ ওরা আমাদের হটাতে পারবে না।

ভীমে। বিপক্ষদল যে ব্যূহ রচনা করে এগিয়ে আসছে।

বাঘা। আমি এখুনি বিপক্ষের ব্যূহভেদ করতে যাচ্ছি।

অভয়ার প্রবেশ।

অভয়া। পারবে না।

বাঘা। কে বললে?

অভয়া। আমি বলছি।

পবন। তুমি কে মা?

অভয়া। আমি ওই বামুনদের মেয়ে।

ভীমে। তুমি মেয়েছেলে, যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছ কেন?

অভয়া। এইদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তোমরা কি করছ দেখতে এলাম।

বাঘা। আমরা আজ ছ'দিন শত্রুসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছি।

অভয়া। জানি।

বাঘা। এই ক'দিনে আমি একা বিপক্ষের অর্ধেক সৈন্য মেরেছি।

অভয়া। না।

বাঘা। এখনও যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের মৃতদেহগুলো পড়ে আছে।

অভয়া। দেখেছি।

বাঘা। তবু তুমি বলবে আমি শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিনি?

অভয়া। না।

বাঘা। তবে অস্ত্র ধরে শত্রুসৈন্য বধ করলে কে?

অভয়া। মা চণ্ডী।

সকলে। মা চণ্ডী!

অভয়া। হ্যাঁ। ছ'দিন তোমার কাছে মা চণ্ডীর পূজার ফুল ছিল, মায়ের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তুমি শত্রুসংহার করেছ। বীরত্বের অহঙ্কারে আত্মহারা হয়ে আজ তুমি মায়ের ফুল ফেলে দিয়েছ, তাই তোমার হার হয়ে গেছে।

পবন। বাঘা! তুই হেরে যাচ্ছিস?

বাঘা। না, আমি হারিনি।

অভয়া। হ্যাঁ, তুমি হেরে পালিয়ে যাচ্ছো।

বাঘা। না।

অভয়া। তোমার হাত থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র পড়ে গিয়েছিল?

বাঘা। তুমি কি করে জানলে?

অভয়া। সেই সুযোগে বিপক্ষদল তোমাকে অস্ত্রাঘাত করেছে?

বাঘা। হ্যাঁ।

অভয়া। তুমি ভয় পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে এসেছ?

বাঘা। সত্যি।

অভয়া। তোমার অবস্থা দেখে সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে?

বাঘা। হ্যাঁ। তাই আমি তাদের ফেরাতে এসেছি।

পবন। বাঘা! তুই হেরে গেছিস?

অভয়া। মা চণ্ডীর ফুল ফেলে দিলে, হারবে না তো জিতবে নাকি?

ভীমে। মহারাজও কি হেরে যাচ্ছেন নাকি?

অভয়া। মহারাজ তো ওর মত বোকা নয়। তার কাছে রোজ মায়ের পূজার ফুল আসছে, ঠিকমত মনের জোরে লড়াই করে এগিয়ে যাচ্ছে।

পবন। মহারাজ কালকেতু কোথায়?

অভয়া। পশ্চিম রণাঙ্গনে কলিঙ্গ সেনাপতি বীরসেনের সঙ্গে লড়াই করছে।

পবন। ভীমে! দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? শীগগির রাজধানী কিরাত-নগরে গিয়ে মা চণ্ডীর ফুল নিয়ে আয়।

ভীমে। এখন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে ফুল আনতে গেলে, শত্রুপক্ষ আমাদের সৈন্যদের মেরে শেষ করে দেবে।

অভয়া। দরকার নেই। তোমরা নিজেরা হাম হায় বলে এগিয়ে যাও, যুদ্ধে জিতে যাবে। কি গো বীরপুরুষ, ঠিক বলছি না?

বাঘা। না। আমি এখন বুঝতে পারছি, মা চণ্ডী ছাড়া আমরা কেউ কিছু নই।

অভয়া। যাক। তবু ভাল যে, সময় থাকতে বুঝতে পেরেছে। আর একটু দেরি করলে আজকের যুদ্ধে তোমাকে অবশ্যই মাথা দিতে হতো।

পবন। তুমি মা, দয়া করে মা চণ্ডীর ফুল এনে দাও।

অভয়া। তুমি বলবার আগেই আমি ফুল এনেছি। নাও, ধর।

বাঘা। মা চণ্ডীর পূজার ফুল তুমি কোথায় পেলে?

অভয়া। তোমাদের দুরবস্থা দেখে আমি নিজে মন্দির থেকে মায়ের ফুল নিয়ে এসেছি! কি হলো, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? ফুল নাও—

বাঘা, ভীমে ও পবন। [একসঙ্গে হাত পাতিল] দাও।

অভয়া। [ফুল দিল] এইবার জয় মা চণ্ডী বলে এগিয়ে যাও! কেউ তোমাদের হটাতে পারবে না। [প্রস্থানোদ্যতা]

পবন। তুমি কোথায় যাচ্ছ?

অভয়া। আমি কাজের লোক, কাজে যাচ্ছি।

পবন। তুমি সঙ্গে থাকলে ভাল হয়।

অভয়া। দরকার হবে না। মা চণ্ডীর ফুল সঙ্গে রেখে, জয় মা চণ্ডী বলে কাজ করে যাও, তাহলেই হবে। [প্রস্থান।

সকলে। জয় মা চণ্ডী!

ভীমে। এবার সত্যিই যেন মনে সাহস আসছে।

পবন। [এতক্ষণ হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেছিল, হঠাৎ চোখ চাহিয়া দেখিল, সামনে শত্রুসৈন্য] ওই কলিঙ্গের সৈন্যগণ আমাদের আক্রমণ করতে ছুটে আসছে।

বাঘা। আর ওরা এগিয়ে আসতে পারবে না।

পবন। আর যেন মা চণ্ডীর ফুল ফেলে দিসনি বাঘা।

বাঘা। নেড়া বেলতলায় একবারই যায় দাদু, দু'বার নয়।

[প্রস্থান।

পবন। ভয় পেলি নাকি রে ভীমে?

ভীমে। মায়ের ফুল যখন আমার মাথায় আছে, তখন আর কাউকে ভয় পাই না। [প্রস্থান।

পবন। মা! দয়া করে রাজ্য দিয়েছিস যদি, এ গরীব জাতটাকে তুই রক্ষা কর মা! ওই বাঘার সঙ্গে শত্রুসৈন্যের তুমুল লড়াই লেগে গেছে। হটছে—হটছে, শত্রুপক্ষ পিছু হটে যাচ্ছে। জয় মা চণ্ডী!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

দ্রাবিড়—চণ্ডীমন্দির প্রাঙ্গণ

ফুল্লরার প্রবেশ।

ফুল্লরা। মা! এ তুই কি করলি মা? অভিষেকের নহবতের সুর থামিয়ে দিয়ে রণ-দামামা বাজিয়ে দিলি! লোকটা পেট ভরে খেলে না, দু'দিন বিশ্রাম নিলে না, দলবল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে গেল। আমরা বেশ ছিলাম, এক বেলা এক সন্ধ্যে একটু আমানি দুজনে ভাগ করে খেয়ে মনের আনন্দে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। রাজ্য দিয়ে কেন তুই আমাদের এই বিপদ ঘটালি মা?

অভয়ার প্রবেশ।

অভয়া। কেঁদে কোন ফল হবে না গো মা, যার ভাবনা তাকে ভাবতে দাও।

ফুল্লরা। তুমি কে মা?

অভয়া। তুমি মা, আমি তোমার ঝি।

ফুল্লরা। তোমাকে তো কখনও দেখিনি। বাড়ি কোথায়?

অভয়া। ওই পাহাড়ের ওপর।

ফুল্লরা। তোমার নাম কি?

অভয়া। অনেকে অনেক নামে ডাকে। তবে তোমার কাছে আমি অভয়া।

ফুল্লরা। তুমি এয়োস্ত্রী দেখছি, তোমার স্বামী কোথায়?

অভয়া। কি জানি, কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ফুল্লরা। স্বামীকে তুমি ভালবাসো না?

অভয়া। তাকে ভালবেসেই তো মরেছি গো মা।

ফুল্লরা। তবে ঘর ছেড়ে চলে এলে কেন?

অভয়া। পাগলের খেয়ালে মাঝে মাঝে এমন এক একটা কাজ করে বসে, যার জন্মে আমাকে জ্বলে-পুড়ে মরতে হয়।

ফুল্লরা। স্বামীর কাছে ফিরে যাবার জন্মে তোমার মন কাঁদে না?

অভয়া। ভীষণ কাঁদে। তাঁর কাছে ফিরে যাবার জন্মেই তো এত ছটফট করছি।

ফুল্লরা। ও।

অভয়া। আবার তুমি যুদ্ধের কথা ভাবছ?

ফুল্লরা। আমি কি ভাবছি, তুমি জানলে কি করে?

অভয়া। যে যাকে ভালবাসে, মুখ দেখলে তার মনের কথা বলে দিতে পারে।

ফুল্লরা। এ যুদ্ধে কাদের জয় হবে বলতে পার?

অভয়া। যুদ্ধের কথাটা মা চণ্ডীর ওপর ছেড়ে দিয়ে, তুমি মায়ের পূজার ব্যবস্থা কর।

ফুল্লরা। এখনও মায়ের পূজা হয়নি?

অভয়া। তুমি যদি সব সময়ে গালে হাত দিয়ে বসে ভাবতে থাক, পূজাটা হয় কি করে বল? সকাল থেকে এখনও বাসি-পাট সারা হয়নি। এইমাত্র আমি মন্দির ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে এলাম।

ফুল্লরা। তুমি কেন ওসব করতে গেলে? ওখানে তো লোক আছে।

অভয়া। আমি কাজের লোক, চুপ করে বসে থাকতে পারি না। যার হাতের কাজ পড়ে থাকে, করে দিয়ে যাই।

দ্রুত মুক্তোর প্রবেশ।

মুক্তো। দিদি! ওরে ও দিদি!

ফুল্লরা। মুক্তো! যুদ্ধের খবর কি ভাই?

মুক্তো। কাল খুব খারাপ হয়েছিল।

ফুল্লরা। কেন?

মুক্তো। বাঘাদা মায়ের ফুল ফেলে দিয়েছিল।

ফুল্লরা। সেকি!

মুক্তো। হ্যাঁ, তার জন্যে রীতিমত শিক্ষা হয়ে গেছে।

ফুল্লরা। তারপর?

মুক্তো। একটা মেয়ে গিয়ে ফুল দিয়ে এসেছে। তারপর থেকে মন্দের ভাল।

ফুল্লরা। আমাদের আর সব ভাইয়েরা?

অভয়া। ভাল আছে।

ফুল্লরা। মহারাজ?

অভয়া। মামার বোনাই-মহারাজ সকলের থেকে ভাল আছে। প্রচণ্ডভাবে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে লড়াই করছে।

মুক্তো। হ্যাঁ।

ফুল্লরা। কলিঙ্গ সৈন্যদের খবর কি?

অভয়া। তারা পিছু হটতে শুরু করেছে।

মুক্তো। হ্যাঁ।

অভয়া। কি গো মামা, ঠিক বলছি না?

মুক্তো। ঠিক।

ফুল্লরা। তুমি এখানে বসে অত খবর জানলে কি করে?

অভয়া। আমি যে শুনতে জানি গো মা! কি গো মামা, চুপ করে কেন, কথা বল।

মুক্তো। আমি যা বলতে এলাম, তুমি তো সব বলে দিলে; আমি এবার করব কি?

অভয়া। তুমি যা নিতে এসেছ, নিয়ে চলে যাও।

মুক্তো। ও—হ্যাঁ। দে দিদি, শীগগির মা চণ্ডীর ফুল দে।

ফুল্লরা। আজ যে এখনও মায়ের পূজা হয়নি, ফুল দেবো কি করে?

মুক্তো। মায়ের ফুল না পেলে মহারাজ লড়বে কি করে?

ফুল্লরা। অভয়া, তুমি একটু শীগগির মায়ের পূজার ব্যবস্থা করে দাও মা।

মুক্তো। এরপর পূজা হবে, তারপর ফুল নিয়ে যাব? হয়ে গেল দিদি, তোর জন্যে আজ যুদ্ধে দ্রাবিড় সৈন্যগণ সব মরে গেল।

ফুল্লরা। দাঁড়িয়ে দেখছ কি অভয়া, পূজার ব্যবস্থা কর!

মুক্তো। পূজার ব্যবস্থা করে ফুল নিয়ে যাওয়ার আর সময় নেই।

অভয়া। এই নাও মামা, তুমি ফুল নিয়ে যাও।

মুক্তো। মা চণ্ডীর পূজা হলো না, তুমি ফুল পেলে কোথায়?

অভয়া। যা দিচ্ছি নিয়ে যাও।

মুক্তো। না। ও ফুল আমি নেব না, মায়ের পূজার ফুল চাই।

অভয়া। ফুল না নিয়ে গেলে, মায়ের কাছে তোমার সেই গোপন কথাটা বলে দেবো।

মুক্তো। বল না, কি গোপন কথা বলবে বল। আমি অত ভয় পাই না।

অভয়া। ভয় পাও না তো?

মুক্তো। মোটেই না।

অভয়া। তাহলে বলি?

মুক্তো। কি বলবে বল।

অভয়া। সেই ঝি-ই-ই—

ফুল্লরা। ঝি কি?

অভয়া। তুমি মা, আমি ঝি। মামা জানে না তো, তাই একটু জানিয়ে দিলাম। তাই না মামা?

মুক্তো। [সভয়ে] হ্যাঁ।

অভয়া। এই নাও, ফুল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যাও।

মুক্তো। [মন্ত্রমুগ্ধের মত ফুল লইল] দাও। জয় মা চণ্ডী।

[প্রস্থান।

ফুল্লরা। তুমি কি মন্ত্র জান নাকি?

অভয়া। না গো মা।

ফুল্লরা। তবে মুক্তোর আগুনের মত রাগ, এক কথায় জল করে দিলে কি করে?

অভয়া। ও আমাদের মামা-ভাগ্নীর ব্যাপার, তুমি বুঝবে না— [প্রস্থানোদ্যতা]

ফুল্লরা। চললে কোথায়?

অভয়া। চণ্ডীঠাকরুণের পূজার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

ফুল্লরা। মেয়েটাকে যত দেখছি, ততই সব ভাবনা ভুলে গিয়ে শুধু ওর কথাই ভাবছি।

ভাঁড়ু দত্তর প্রবেশ।

ভাঁড়ু। আর কিছু ভাবতে হবে না মা, যুদ্ধে আমাদেরই জয় হবে।

ফুল্লরা। ও—হ্যাঁ। আচ্ছা দত্তমশাই, কতদিনে যুদ্ধ শেষ হবে বলতে পারেন ?

ভাঁড়ু। যুদ্ধের কথা কিছু বলা যায় না মা। আজ এখুনি শেষ হতে পারে, আবার দু'মাস লেগে যেতে পারে। আমাদের ভয় কি, মা চণ্ডী আছেন—ওই ব্যাটা কলিঙ্গরাজই মরবে।

ফুল্লরা। কে মরবে—কে বাঁচবে, সেকথা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিনি।

ভাঁড়ু। আজ্ঞে না।

ফুল্লরা। আপনার কি দরকার বলুন ?

ভাঁড়ু। আজকের সৈন্যদের রসদ কি গত কালের মতই পাঠাব, না কিছু কম-বেশি করে দেবো ?

ফুল্লরা। কম-বেশি করবেন কেন ?

ভাঁড়ু। যদি নতুন সৈন্য যুদ্ধে যোগ দিয়ে থাকে, তাহলে আজ বেশি করে রসদ পাঠাতে হবে।

ফুল্লরা। না, কোন নতুন সৈন্য যুদ্ধে যায়নি।

ভাঁড়ু। তাহলে কমে গেছে কত জন ?

ফুল্লরা। কমে যাবে কেন ?

ভাঁড়ু। যুদ্ধ বলে কথা, কিছু থাকবে—কিছু মরবে।

ফুল্লরা। মা চণ্ডীর দয়ায় আমাদের কেউ মরেনি। এইমাত্র আমার ভাই মুক্তো এসে বলে গেল, আমাদের সব সৈন্য ভাল আছে।

ভাঁড়ু। মা চণ্ডীর দয়ায় ভাল থাকলেই ভাল—

ফুল্লরা। এখন ভালয় ভালয় কালকের মধ্যে যুদ্ধটা শেষ হলে বাঁচি।

ভাঁড়ু। যুদ্ধের জন্যে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না, ও ঠিক শেষ হয়ে যাবে।

ফুল্লরা। পরশু বাসন্তী শুক্লাষ্টমী, মঙ্গলবারে আমাদের মা চণ্ডীর পূজা যে।

ভাঁড়ু। পূজার জন্যে তো আপনি আছেন, বড়জোর মহারাজ একবার এসে ঘুরে যাবেন। মা চণ্ডীর নাম নিয়ে সৈন্যগণ যুদ্ধ করবে।

ফুল্লরা। না। মা চণ্ডীর আদেশ—বছরে ওই একদিন দ্রাবিড় রাজ্যের কেউ অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধ বা জীবহিংসা করতে পারবে না।

ভাঁড়ু। ওইদিন যদি কোন শত্রুপক্ষ আমাদের আক্রমণ করে?

ফুল্লরা। মা চণ্ডীর নাম নিয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে হবে। অস্ত্র ধরা চলবে না।

ভাঁড়ু। ওরে বাবা! তাহলে মা, প্রতিদিন যেমন রসদ যায়, আজও তেমনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ফুল্লরা। হ্যাঁ—যান।

ভাঁড়ু। আর একটা কথা বলছিলাম—

ফুল্লরা। মা চণ্ডীর পূজার সময় হয়েছে, এখন আর আমি আপনার কথা শুনতে পারব না।

[প্রস্থান।

ভাঁড়ু। এই তো পরিষ্কার পথ পেয়ে গেছি। জয় মা চণ্ডী।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কলিঙ্গ—বিষ্ণুমন্দির প্রাঙ্গণ

বিক্রমসিংহের প্রবেশ।

বিক্রম। পুরোহিত মশাই! আজয়সিংহ মন্দিরে এসেছে?

সুচরিতার প্রবেশ।

সুচরিতা। না।

বিক্রম। রাণী! এত ভোরে তুমি এখানে?

সুচরিতা। ভোরবেলায় বিষ্ণু-নারায়ণের মন্দিরে পূজা-আরতি দেখতে এসেছিলাম।

বিক্রম। ও, আচ্ছা। যুদ্ধের খবর কিছু এসেছে?

সুচরিতা। না। কাল দুপুরের পর থেকে আর কোন খবর আসেনি।

বিক্রম। আজয়সিংহ এই সময় গেল কোথায়?

সুচরিতা। কালকেতু ব্যাধের সঙ্গে যোগ দিয়ে তোমাকে বন্দী করে কলিঙ্গের সিংহাসনে বসবার চেষ্টা করছে।

বিক্রম। না, অতটা সে করবে না।

সুচরিতা। অজয়সিংহকে তুমি চেন না।

বিক্রম। আমার ছেলেকে আমার থেকে তুমি বেশি চেন, না?

সুচরিতা। কালকেতু ব্যাধের অভিষেকের দিন তার বাড়িতে কেশরী-সিংহকে সে অপমান করেছে।

বিক্রম। শুনেছি।

সুচরিতা। তোমার আদেশ অমান্য করে কালকেতুকে সে দ্রাবিড়ের স্বাধীন রাজা বলে স্বীকার করেছে।

বিক্রম। অজয়সিংহ কলিঙ্গের রাজা নয়, তাই তার স্বীকার অস্বীকারে কিছু যায় আসে না।

সুচরিতা। দ্রাবিড়ের সঙ্গে কলিঙ্গের যুদ্ধ হচ্ছে, একথা তার নিশ্চয়ই অজানা নয়।

বিক্রম। না।

সুচরিতা। তবু তুমি বলতে চাও—

বিক্রম। ওকথা থাক, যুদ্ধের কথা ভাবতে দাও। সেনাপতি বীরসেন কাল থেকে আজ পর্যন্ত একটা খবর দিলে না কেন?

সুচরিতা। বীরসেন যোদ্ধা, সে একেবারে যুদ্ধজয় করে ফিরে আসবে।

কেশরীসিংহের প্রবেশ।

কেশরী। মহারাজ! [মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল]

বিক্রম। কে? কেশরীসিংহ!

সুচরিতা। যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে? কালকেতু ব্যাধ বন্দী হয়েছে?

বিক্রম। চুপ করে কেন? কথার উত্তর দাও।

কেশরী। যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হয়েছে।

বিক্রম। আমার সৈন্যগণ?

কেশরী। অর্ধেক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে, বাকি সৈন্যগণ আহত হয়ে ফিরে এসেছে।

সুচরিতা। অজয়সিংহ কালকেতু ব্যাধের পক্ষে অস্ত্রধারণ করেছিল?

কেশরী। না।

বিক্রম। সে কোথায়?

কেশরী। জানি না।

সুচরিতা। সেনাপতি বীরসেন?

কেশরী। তিনি রাজধানীতে ফিরে এসেছেন।

বিক্রম। তোমরা দুজনে অক্ষত দেহে ফিরে এসেছ তো?

কেশরী। হ্যাঁ।

বিক্রম। ব্যস, তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত। যাও, এবার মনের আনন্দে বিশ্রাম করগে। কালকেতু তার দুর্ধর্ষ ব্যাধ-সৈন্যদের নিয়ে এসে আমার রাজ্য আক্রমণ করুক, আমাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে খুঁচিয়ে মারুক, তোমাদের দেখবার দরকার নেই।

সুচরিতা। এসব কি বলছ তুমি?

বিক্রম। এ আমার কথা নয়, বিশ্বের রণনীতির কথা বলছি। যে যুদ্ধ ঘোষণা করে হেরে যায়, তার পরিণাম বড় ভয়াবহ। আমার কথা অগ্রাহ্য করে কালকেতুর সঙ্গে যুদ্ধ করে তোমরা এমন কাজ করলে যে, এবার আমাকে অপঘাতে মরতে হবে।

ভাঁড়ু দত্তর প্রবেশ।

ভাঁড়ু। আজ্ঞে না। আমি থাকতে আপনাকে কেউ মারতে পারবে না।

বিক্রম। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার অর্ধেক সৈন্য নিহত, অর্ধেক আহত। কি নিয়ে তুমি কালকেতুর সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাকে রক্ষা করবে?

ভাঁড়ু। আমি যুদ্ধ করব না, শুধু একটি বোড়ের কিস্তি দেবো।

সুচরিতা। দ্রাবিড়ের গোপন খবর কিছু পেয়েছ?

ভাঁড়ু। খবর পেয়েছি। কাল মঙ্গলবার শুক্লাষ্টমী বাসন্তী তিথিতে মা চণ্ডীর আদেশ—দ্রাবিড় রাজ্যে অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ। কাল যদি কোন-রকমে কালকেতুকে আক্রমণ করা যায়—কালকেতু বন্দী হয়ে যাবে।

কেশরী। কালকেতুকে পাব কোথায়?

ভাঁড়ু। সেজন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। যাবেন তো আসুন—

কেশরী। চল, আমি এখুনি যাবো।

বিক্রম। থাক, নিরস্ত্র শত্রুকে বন্দী করে তোমাকে আর বীরত্ব দেখাতে হবে না।

ভাঁড়ু। আপনার এতদিনের অন্নজলের ঋণ শোধ করবার যখন সুযোগ একটা পেয়েছি, সেটা কাজে লাগাতে দিন।

বিক্রম। এর পরিণাম ভাল হবে না।

সুচরিতা। ভাল-মন্দের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমাকে বাঁচতে হলে ছলে বলে কৌশলে এখুনি কালকেতুকে বন্দী করতে হবে। তোমরা দাঁড়িয়ে কেন, চলে যাও।

ভাঁড়ু। যাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ, আমি থাকতে আপনার কোন ক্ষতি হতে দেবো না।

[প্রস্থান।

কেশরী। আপনি জেনে রাখুন মহারাজ, এবার হয় কালকেতু বন্দী হবে, নতুবা তার হাতে আমি মাথা দেবো। পরাজিত হয়ে ম্লানমুখে আমরা আর আপনার কাছে ফিরে আসব না।

[প্রস্থান।

বিক্রম। না, তোমরা যেয়ো না। রাণী, যদি ভাল যাও ওদের ফিরিয়ে নিয়ে এসো।

সুচরিতা। কালকেতু যে তোমাকে বন্দী করবে।

বিক্রম। তার আগে আমি তার সঙ্গে সন্ধি করব।

সুচরিতা। সন্ধির সর্ত রাখতে যদি সে তোমার কলিঙ্গ রাজ্যটা দাবি করে?

বিক্রম। দিয়ে দেবো। কিন্তু রাজ্যের লোভে নিরস্ত্র শত্রুকে বন্দী করে, ছোটলোক ব্যাধের কাছে নিজেকে ছোট করতে পারব না।

সুচরিতা। আমি থাকতে রাজ্য দিয়ে ছোটলোক ব্যাধের সঙ্গে তোমাকে সন্ধি করতে দেবো না।

বিক্রম। কিন্তু মনে রেখো রাণী, চালাকির দ্বারা তুমি কোনদিন মহৎ কার্য সম্পন্ন করতে পারবে না।

[প্রস্থান।

সুচরিতা। পারি কিনা তোমাকে দেখিয়ে দেবো। কালকেতুকে যদি বন্দী করতে পারি, অজয়সিংহকে সরিয়ে দিয়ে ওই অপদার্থ বৃদ্ধটাকে বন্দী করে আমার সঞ্জয়কে সিংহাসনে বসাবো।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

দ্রাবিড় চণ্ডী-মন্দির প্রাঙ্গণ

ঝিনুকের প্রবেশ।

ঝিনুক। অজয়সিংহ। নামটি যেন মধুমাখা। দেখতেও বেশ। ওইরকম বর না হলে মেয়েদের মন ভরে না।

পূজার থালা হস্তে অভয়ার প্রবেশ।

অভয়া। সাধনা কর, পেয়ে যাবে।

ঝিনুক। কি পেয়ে যাব?

অভয়া। যাকে ভাবছ।

ঝিনুক। আমি আবার কাকে ভাবতে যাব?

অভয়া। সে তুমিই জান।

ঝিনুক। জানি না। ভাববার লোক তোর দশটা থাকতে পারে, আমার কেউ নেই।

অভয়া। একটি আছে।

ঝিনুক। বাজে কথা বলবি না, মহারাণী শুনলে আমার ওপর ভীষণ রেগে যাবে।

অভয়া। এই তো, আমি তোমার কথা মহারাণীকে বলতে যাচ্ছি।

ঝিনুক। কি বলবি তুই?

অভয়া। বলব, পিসেমশাইয়ের জন্তে ভেবে ভেবে পিসিমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ঝিনুক। আমার বিয়ে হলো না, তোর পিসেমশাই এল কোথা থেকে ?

অভয়া। বিয়ের আগেই এসে গেছে।

ঝিনুক। কে সে ?

অভয়া। তার নাম অজয়সিংহ।

ঝিনুক। মারব এক চড়।

অভয়া। মার—ধর যাই কর, হক কথা বলতে ছাড়ব না। দেখ পিসিমা, প্রেমে পড়লে মেয়েদের মনে ভাবের উদয় হয়ে থাকে। চিনি খেতে মুন খায়, ডাইনে যেতে বাঁয়ে যায়। মনের মানুষকে দেখতে না পেলে ঘর-বার করে। কিন্তু অজয়সিংহের প্রেমে পড়ে তুমি একেবারে পাগল হয়ে গেছ। ও মা—পিসেমশাইকে এনে দাও।

ঝিনুক। [সহসা অভয়ার থালা হইতে ঘটি তুলিয়া লইল] তবে রে হতচ্ছাড়ি! আজ তোর চুলের মুঠি ধরে এই ঘটিপেটা করব। [অভয়ার চুল ধরিতে গেল]

অভয়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল।—

গীত

হারিয়ে গেল আবার আঁধারে,
বিজলী শিখা যেমন হারায় মেঘের ওপারে।
ছলনার পিছে ছায়ার মত,
আর কতকাল ছুটি অবিরত,
দেখেও যারে দেখা নাহি যায় কেমনে ধরি গো তারে॥

ঝিনুক। তুমি কি ওকে ধরতে চাও নাকি?

মঙ্গল। চাই, কিন্তু—

পূর্ব-গীতাংশ

সহজে না তাকায় ফিরে নেই মায়া দয়া,
ভয় দেখালে বশ মানে না এমনি অভয়া;
কি গুণে তারে পাবো ফিরে কে বলে দেবে আমারে॥

ঝিনুক। কি হলো? হাতের মুঠো খুলছে না কেন?

মঙ্গল। ওকে আর একবার মারতে যাও, তাহলে ভাল করে মুঠো খুলে যাবে।

ঝিনুক। ঘটি যে হাতেই থেকে গেল, এখন আমি কি করি? তুমি তো বামুন মানুষ, একটু মন্তর পড়ে দাও না।

মঙ্গল। মন্তর আমি জানি না।

ঝিনুক। ওরে বাবা রে! এ আমার কি হলো রে?

দ্রুত কালকেতুর প্রবেশ।

কালকেতু। কি হয়েছে রে দিদি? মা চণ্ডীর পূজার দিনে কান্নাকাটি করছিস কেন?

মঙ্গল। ঘটিরোগ হয়েছে।

কালকেতু। সে আবার কি?

মঙ্গল। তোমাদের ঝিকে ঘটি দিয়ে মারতে গিয়েছিল, সেই ঘটি ওর হাতে আটকে গেছে।

ঝিনুক। ও দাদা! আমি তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার হাতের মুঠো খুলে দাও।

কালকেতু। যখন-তখন যাকে-তাকে মারতে যাওয়ার ফলভোগ কর।

ঝিনুক। এমন কাজ আমি আর কখনও করবো না দাদা। এবারের মত আমায় ক্ষমা করে হাতের মুঠো খুলে দাও।

কালকেতু। এদিকে আয় দেখি। [ঝিনুকের হাত হইতে ঘটি লইতে চেষ্টা করিল]

ঝিনুক। ওরে বাবা রে, হাতটা ভেঙে গেল রে!

কালকেতু। একি হলো? আমি কালকেতু ব্যাধ, এই হাতে কত বাঘ-ভাল্লুক মেরেছি, আর এই মেয়েটার হাতের মুঠো খুলতে পারছি না!

মঙ্গল। গায়ের জোরে ওর হাতের মুঠো খোলা যাবে না।

কালকেতু। সত্যি কথা, এই হাতে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে হাজার হাজার মানুষ মেরে এলাম, অথচ এই হাতে আমি একদিন একটা তীর চালাতে পারিনি।

ঝিনুক। ও ঠাকুর মশাই! আমি তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে দয়া কর। [মঙ্গলের পায়ের কাছে বসিল]

মঙ্গল। [ঝিনুকের হাত হইতে ঘটি লইয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিল] এই নাও, এবার এক ঘটি জল নিয়ে চণ্ডীদেবীর মাথায় ঢেলে দিয়ে এসো, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে, যাও।

ঝিনুক। এই যে, আমি এখুনি যাচ্ছি।

[দ্রুত প্রস্থান।

মঙ্গল। আমি চলি মহারাজ! [প্রস্থানোদ্যত]

কালকেতু। দাঁড়াও! সত্যি বল তুমি কে?

মঙ্গল। আমি একজন সামান্য মানুষ।

কালকেতু। না। যার মুখের কথায় আজন্ম খোঁড়া লোকের পা ভাল হয়ে যায়, হাতে ঘটি আটকে গেলে এক কথায় হাত থেকে

ছিনিয়ে নিতে পার—সে তো সামান্য মানুষ নয়! সত্যি বল, তুমি কে?

মঙ্গল। আমি ভিখারী বামুন। সেদিন তুমি আমার বৌ খুঁজে দেবে বলে থাকতে বললে, তাই আছি। দাও রাজা, আমার বৌ ফিরিয়ে দাও। এই আমি তোমার কাছে হাত পেতে ভিক্ষা চাইছি, তুমি আমাকে ভিক্ষা দাও। [হাত পাতিল]

কালকেতু। একি! কে আমি? কোথায় আমি? কৈলাশ ধাম! মহেশ্বর! অভক্তিতে আমি তোমার পূজা করেছিলাম বলে, তুমি আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলে। আমি বলেছিলাম, সত্যিই যদি ভক্তি-ভরে আমি তোমার পূজা করে থাকি, তোমার শক্তিকে আমার ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। আমার সাধনা সফল হয়েছে, আর আমি তোমাকে কাঁদাব না। নাও মহেশ্বর, তোমার শক্তিকে তুমি নিয়ে যাও। [মহাদেবের প্রস্থান।] বিনিময়ে আমার এই মাটির ভাই-বোনদের দুঃখ দূর করে দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরে খেতে দিয়ে যাও।

ফুল্লরার প্রবেশ।

ফুল্লরা। কি হলো! কার সঙ্গে কথা বলছ? চুপ করে কেন, সাড়া দাও! [কালকেতুকে ধাক্কা মারিল]

কালকেতু। এ্যাঁ!

ফুল্লরা। কার সঙ্গে কথা বলছ? [কালকেতুর কাছে বসিল]

কালকেতু। কই না!

ফুল্লরা। তবে এখানে চুপ করে বসে আছ কেন? মা চণ্ডীর মন্দিরে চল।

কালকেতু। চল, যাই—[উঠিতে উদ্যত]

সহসা ভাঁড়ু দত্ত, বীরসেন, কেশরীসিংহ ও
সৈন্যগণের প্রবেশ।

ভাঁড়ু। [ইশারায় কালকেতুকে দেখাইল]

কেশরী ও সৈন্যগণ। [কালকেতুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল]

কেশরী। আর যাবে কোথায় ?

কালকেতু। কে ? কে তোমরা ?

ফুল্লরা। ছাড়—আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও !

ভাঁড়ু। এত কষ্ট করে যখন ধরেছি, তখন আর ছাড়া পাবে না।

কালকেতু। ভাঁড়ু দত্ত ! বেদেশীকে ডেকে এনে আজ তুমি আমাকে ধরিয়ে দিলে ?

ভাঁড়ু। আজ্ঞে না। আমার স্বদেশের রাজাকে রক্ষা করতে আজ বিদেশীকে ধরিয়ে দিলাম।

কালকেতু। তুমি যে মা চণ্ডীর নামে দিব্যি করে চাকরি নিয়েছিলে ?

ভাঁড়ু। রাজনীতি করতে হলে অমন হাজারবার দিব্যি করতে হয়।

কালকেতু। বহুত আচ্ছা ভদ্রলোকের বাচ্ছা !

বীর। ওদের নিয়ে যাও।

কেশরী। চলে আয়—[ফুল্লরাকে টানিতে লাগিল]

কালকেতু। আমি সারা জীবন বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াই করেছি, তোদের মত দশ-বিশজনে আমাকে কায়দা করতে পারবে না।

বীর। নিয়ে যাও। [সকলে কালকেতুকে ধরিয়া টানিল]

কালকেতু। সরে যাও—[সকলকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল] বাঘা—ভীমে—মুক্তো, ওরে তোরা ছুটে আয় !

দ্রুত বাঘা, ভীমে ও মুক্তোর প্রবেশ।

বাঘা। কি হয়েছে দাদা? একি! এরা কারা?

মুক্তো। আমাদের রাজাকে ধরে বাঁধছো কেন?

বীর। অসভ্য ছোটলোক ব্যাধের রাজা হওয়ার শখ মিটিয়ে দিতে।

কালকেতু। দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? অস্ত্র—অস্ত্র—

বাঘা। এই যে যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যত]

ফুল্লরা। না। আজ বাসন্তী শুক্লাষ্টমী মঙ্গলবার, মা চণ্ডীর পূজা। মায়ের আদেশ—আজকে দ্রাবিড় রাজ্যে কারও অস্ত্র ধরা চলবে না। হিংসা করতে পারবে না, বলপ্রয়োগ চলবে না।

কালকেতু। ও—হ্যাঁ। চণ্ডালে রাগটা মাথায় চড়ে গিয়ে মায়ের আদেশটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। খুব ভাল দিনে এসেছ ভাঁড়ু দত্ত। বাঁধো—

বাঘা। আমরা বেঁচে থাকতে তোমাকে বেঁধে নিয়ে যাবে?

ফুল্লরা। যাবে।

মুক্তো। মহারাজকে যে ওরা মেরে ফেলবে!

কালকেতু। মা চণ্ডীর যদি আমাকে মারবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তোরা বাঁচাতে পারবি না!

বীর। দাঁড়িয়ে দেখছ কি! ওদের নিয়ে চলে এসো।

[প্রস্থান।

বাঘা। আমাদের শক্তি-সামর্থ্য থাকতে ওরা আমাদের বেঁধে নিয়ে যাবে, আমরা কিছু করতে পারব না?

কালকেতু। তোদের শক্তি-সামর্থ্য সব মা চণ্ডীর পায়ে নিবেদন করে সমস্বরে বল ভাইসব—জয় মা চণ্ডী!

সকলে। জয় মা চণ্ডী!

কালকেতু ও ফুল্লরা। জয় মা চণ্ডী!

[কালকেতু ও ফুল্লরাকে টানিয়া লইয়া কেশরী ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

মুক্তো। বাঘাদা! ওরা যে আমাদের রাজা-রাণীকে নিয়ে গেল।

ভীমে। চল, আমরা হাতিয়ার নিয়ে ছুটে গিয়ে ওদের মেরে আমাদের রাজা-রাণীকে মুক্ত করে নিয়ে আসি। [সকলের প্রস্থানোদ্যত]

সহসা নারদের প্রবেশ।

নারদ। না।

বাঘা। বাবাঠাকুর! ওরা আমাদের রাজা-রাণীকে বেঁধে নিয়ে গেল।

নারদ। দেখেছি।

বাঘা। হুকুম দাও, আমরা লড়াই করে রাজা-রাণীকে মুক্ত করে নিয়ে আসি।

নারদ। কাল সকালে সূর্যোদয়ের আগে তোমাদের লড়াই করা চলবে না। এখন অস্ত্রধারণ করলেই তোমাদের রাজা-রাণীকে ওরা মেরে ফেলবে।

বাঘা। আমরা এখন কি করব?

নারদ। মা চণ্ডীকে ডাকতে হবে।

ভীমে। এর মধ্যে ওরা যদি রাজা-রাণীকে মেরে ফেলে?

নারদ। সবই মায়ের ইচ্ছা। ওরে, তোদের রাজা-রাণীকে যদি বাঁচাতে চাস, তবে সর্বস্ব ত্যাগ করে মায়ের রাঙা পা-দু'খানিকে শরণ করে বল, জয় মা চণ্ডী!

সকলে। জয় মা চণ্ডী! [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিঙ্গ প্রাসাদ

সুসজ্জিতা সুচরিতার প্রবেশ।

সুচরিতা। কালকেতু-ফুল্লরা বন্দী। অজয়সিংহ প্রাসাদে নেই। আজ রাত্রের মধ্যে বৃদ্ধ রাজাকে বন্দী করে, আমার ছেলে সঞ্জয়সিংহকে সিংহাসনে বসাতে হবে।

কেশরীসিংহের প্রবেশ।

কেশরী। মহারাণী! বন্দী কালকেতু-ফুল্লরাকে অন্ধকার কারাগারে রেখে এসেছি।

সুচরিতা। চাবি দিন।

কেশরী। নিন। [সুচরিতাকে চাবি দিল]

সুচরিতা। কালকেতুর যে সাতঘড়া ধনরত্ন আছে, সেগুলো নিয়ে এসেছেন?

কেশরী। না।

সুচরিতা। আপনারা সব অপদার্থ। এতগুলো লোক গেলেন, ধনরত্নগুলো আনতে পারলেন না?

কেশরী। সেগুলো কোথায় আছে জানতে না পারলে, আনব কি করে?

সুচরিতা। তার ধনরত্নের খবর সে দয়া করে আপনাদের বলবে, তবে নিয়ে আসবেন?

কেশরী। না—মানে, অন্তত কিছু খবর তো জানা থাকা চাই।

সুচরিতা। খবর এমনি জানা যাবে না, গভীর রাত্রে আমার কাছ থেকে কারাগারের চাবি নিয়ে গিয়ে ওদের কঠোর নির্যাতন করবেন তাহলেই সব খবর বেরিয়ে যাবে। যতক্ষণ না ধনরত্নের খবর বলবে, ততক্ষণ নির্যাতন চালিয়ে যাবেন। মনে থাকে যেন, কিছু খেতে দেবেন না—পিপাসায় জল পর্যন্ত দেবেন না, যান।

কেশরী। যাই মা। [প্রস্থান।

সুচরিতা। আজ রাত্রের মধ্যে কালকেতুর কাছ থেকে খবর নিয়ে ধনরত্ন উদ্ধার করে আনতে হবে। কাল সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কালকেতু-ফুল্লরাকে মুক্ত করতে ব্যাধেরা কলিঙ্গ আক্রমণ করতে আসবে। তখন তাদের সামনে ওদের রাজা-রাণীর মৃতদেহ দুটো ফেলে দিতে পারলেই, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। সময় মাত্র একটা রাত্রি।

মাতাল বীরসেনের প্রবেশ।

বীর। নিঝুম রাত্রি। সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে, অপূর্ব সুযোগ।

সুচরিতা। আপনি এত রাত্রে এখানে কেন?

বীর। কালকেতু বন্দী হয়েছে, এবার কথা রাখতে হবে।

সুচরিতা। কি কথা?

বীর। আপনি আমাকে আশাতীত পুরস্কার দেবেন বলেছিলেন।

সুচরিতা। তার জন্যে আমি আপনাকে অনেক টাকা দিয়েছি। আর কত চান বলুন?

বীর। টাকা ছাড়া আরও অনেক কিছু পাওনা আছে।

সুচরিতা। মনিবের কাছে কর্মচারীর টাকা ছাড়া আর কিছু পাওনা থাকতে পারে না।

বীর। একদিনের মধ্যেই বদলে গেলেন, কিন্তু আমি তো আপনাকে ছাড়ব না।

সুচরিতা। এটা মাতালের মাতলামো করার জায়গা নয়। যান, বেরিয়ে যান।

বীর। আমার পাওনা না নিয়ে আমি যাব না। এসো, আমার কাছে এসো। [সুচরিতার হাত ধরিল]

সুচরিতা। ছাড়ুন, আমার হাত ছেড়ে দিন!

বীর। ছাড়ব না।

সুচরিতা। আপনি আজ কার হাত ধরেছেন জানেন?

বীর। খুব জানি। যে নারী নিজের রূপ-যৌবন দেখিয়ে মানুষকে অমানুষ তৈরি করে নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে, আজ আমি তার হাত ধরেছি।

সুচরিতা। রক্ষী—প্রহরী—

বীর। চিৎকার করে কোন ফল হবে না। ঘুষ দিয়ে তাদের সরিয়ে দিয়েছি, এখানে কেউ আসবে না।

সৈনিক সহ অজয়সিংহের প্রবেশ।

অজয়। কেউ না এলেও, যাকে রক্ষা করতে ছেলে এখানে এসেছে।

বীর। কে?

সুচরিতা। অজয়সিংহ!

অজয়। এত স্পর্ধা আপনার, রাতের অন্ধকারে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে কলিঙ্গের মহামান্যা মহারাণীকে অপমান কর?

বীর। না—মানে, অপমান করিনি। অনেকদিনের একটা পাওনা নিতে এসেছি।

অজয়। মা! একথা সত্যি?

সুচরিতা। না, সম্পূর্ণ মিথ্যা।

বীর। মহারাণী! আপনি চমৎকার!

অজয়। সেনানী! সেনাপতি বীরসেনকে বন্দী কর।

বীর। আমার হাতে অস্ত্র থাকতে কেউ বন্দী করতে পারবে না। [অস্ত্রধারণ]

অজয়। সাবধান! [উভয়ের যুদ্ধ ও বীরসেনের পরাজয়] সেনানী! বন্দী কর। [সেনানী বীরসেনকে বন্দী করিল]

বিক্রমসিংহের প্রবেশ।

বিক্রম। এত রাত্রে প্রাসাদের মধ্যে কে কাকে বন্দী করছে? একি! অজয়সিংহ—রাণী, বন্দী সেনাপতি বীরসেন! অজয়সিংহ, তুমি প্রাসাদে ফিরে এলে কখন?

অজয়। যাও, ওকে কারাগারে নিয়ে যাও।

[বন্দী বীরসেনকে লইয়া সেনানীর প্রস্থান।

বিক্রম। কি ব্যাপার! বীরসেন বন্দী কেন?

অজয়। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এসে মাকে অপমান করেছে।

বিক্রম। চমৎকার! রাণী! তুমি যাকে ষড়যন্ত্রকারী বলে আমার কাছে প্রমাণ করছিলে, আজ সেই অজয়সিংহ এসে মাতাল সেনাপতির হাত থেকে তোমার সম্মান রক্ষা করলে।

সুচরিতা। বাজে কথা বলো না। আমি ওসব কথা বলতে যাব কেন? লোকে বলাবলি করছিল বলেই আমি তোমাকে বলেছি। এই যে লোকে বলছে, দ্রাবিড়-যুদ্ধে কলিঙ্গ-সৈন্যদের হারিয়ে দেবার জন্যেই অজয়সিংহ যুদ্ধের সময় পালিয়ে গিয়েছিল।

বিক্রম। অজয়সিংহ, তুমি ক'দিন ছিলে কোথায়?

অজয়। গুরুদেবের বাড়ি।

বিক্রম। যুদ্ধের সময় তুমি গুরুদেবের বাড়ি গেলে কেন?

অজয়। আপনি অন্যায়ভাবে দ্রাবিড় আক্রমণ করেছেন, সেটা আমি সমর্থন করতে পারব না। আপনি আমার পিতা, আপনার কথার প্রতিবাদও করতে পারব না, তাই সরে গিয়েছিলাম। আপনি কালকেতুকে মুক্তি দিন পিতা!

বিক্রম। রাণী! আমার অনুরোধ, বন্দীদের তুমি মুক্তি দাও।

সুচরিতা। ওকথা কাল সকালে হবে।

বিক্রম। আমি কলিঙ্গের রাজা। আমার আদেশে বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

সুচরিতা। না।

বিক্রম। ভাল কথা। কাল সকালেই আমি অজয়সিংহকে সিংহাসনে বসিয়ে তীর্থে চলে যাব।

সুচরিতা। এঁ্যা!

বিক্রম। হ্যাঁ, আমি রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে থাকব—অথচ তোমরা কেউ আমার আদেশ পালন করবে না। সে রাজা আমি হতে চাই না। অজয়সিংহ, কাল সকালে তুমি প্রস্তুত থাকবে।

সুচরিতা। পিতৃদ্রোহী পুত্রকে যদি সিংহাসনে বসাতে চাও বসাও, আমার কোন আপত্তি নেই।

অজয়। মা! আমি যদি পিতৃদ্রোহী হতাম, কলিঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে এতদিন তোমার আধিপত্য থাকত না।

সুচরিতা। তুমি যে দ্রাবিড়ের একটা ব্যাধের মেয়েকে ভালবাস, একথা অস্বীকার করতে পার?

অজয়। না। ভালবাসা চিরসত্য, আর সেই সত্যের মর্যাদা দিতে আমি তাকে বিবাহ করতে চাই।

সুচরিতা। তোমার গুণধর পুত্র কতদূর এগিয়েছে দেখ।

বিক্রম। আমি স্ত্রী-পুত্র জানি না। আমি রাজা। আমার আদেশ তুমি পালন করবে কিনা জানতে চাই।

সুচরিতা। তোমার পাগলামি শোনবার আমার সময় নেই।

[প্রস্থান।

বিক্রম। অজয়সিংহ। আমি ভাল মেয়ে দেখে তোমার বিয়ে দেবো। ও ছোটলোক ব্যাধের মেয়েকে তুমি ভুলে যাও।

অজয়। আমি জাতিভেদ মানি না পিতা। আমি জানি ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল মানুষ এক জাতি।

বিক্রম। একটা ছোটলোক ব্যাধের মেয়েকে আমি আমার পিতৃ-পিতামহের পবিত্র বংশের কুলবধূ বলে স্বীকার করতে পারব না।

অজয়। আপনার যা ইচ্ছা হয় করতে পারেন, আমার কোন আপত্তি নেই।

বিক্রম। কলিঙ্গের রাজসিংহাসনের অধিকার থেকে তুমি চিরদিনের জন্যে বঞ্চিত হবে।

অজয়। পিতা! তুচ্ছ একটা সিংহাসনের জন্যে আমি পবিত্র প্রেমের অমর্যাদা করতে পারব না। [প্রস্থান।

বিক্রম। ও, এতদূর! না, আমি আর এ সংসারে থাকব না। বিষ্ণু-নারায়ণকে সাক্ষী রেখে কাল সকালে আমি সঞ্জয়সিংহের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে, তাকে কলিঙ্গের রাজা বলে ঘোষণা করে আমি তীর্থে চলে যাবো। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিঙ্গ-রাজপ্রাসাদের অপরাংশ

দ্রুত মাধবের প্রবেশ।

মাধব। মা! আমার মা কোথায়?

সুচরিতার প্রবেশ।

সুচরিতা। কে? ও, পুরোহিত মশাই এসেছেন?

মাধব। হ্যাঁ। এত রাত্রে আমায় ডেকেছেন কেন মা?

সুচরিতা। অজয়সিংহ প্রাসাদে ফিরে এসেছে।

মাধব। দেখেছি। আজ সন্ধ্যায় বিষ্ণু-মন্দিরে আরতি দেখতে গিয়েছিল।

সুচরিতা। কাল থেকে নিশ্চয়ই আবার নিয়মিত ভোরবেলায় বিষ্ণু-নারায়ণের চরণামৃত খেতে আপনার কাছে যাবে?

মাধব। জ্ঞান হবার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রতিদিন যখন চরণামৃত খেতে যায়, তখন কাল থেকে আবার যাবে।

সুচরিতা। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

মাধব। আপনার জন্যে আমি সর্বদাই প্রস্তুত। কি করতে হবে বলুন?

সুচরিতা। চরণামৃতের সঙ্গে এই বিষ মিশিয়ে দিতে হবে।

মাধব। বিষ!

সুচরিতা। এই নিন একশত স্বর্ণমুদ্রা।

মাধব। [সুচরিতার হাত হইতে টাকা লইল] আমি বলছিলাম কি মা, বিষটা বাদ দিয়ে অন্য কোনভাবে কিছু করলে হয় না?

সুচরিতা। না। আপনাকে বিষ দিতেই হবে। ধরুন—

মাধব। [সুচরিতার হাত হইতে বিষের কৌটা লইল] মহারাজ যদি জানতে পারেন ?

সুচরিতা। অজয়সিংহ মহারাজের প্রথম সন্তান, সে মরে গেলে মহারাজ পাগল হয়ে যাবেন। তখন তাকে বন্দী করে, সঞ্জয়সিংহের নামে আমি রাজ্যশাসন করব। এখানে আর দাঁড়াবেন না। চলে যান—

মাধব। আমি বলছিলাম কি মা—দুদিন যাক, একটু ভেবে দেখি।

সুচরিতা। না। কাল ভোরেই আপনাকে কাজ শেষ করতে হবে।

মাধব। কাজ তো আমি করবো, দুদিন পরে হলে ক্ষতি কি ?

সুচরিতা। আমার ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে। কাল সকালে মহারাজ অজয়সিংহকে কলিঙ্গের সিংহাসনে বসিয়ে রাজা বলে ঘোষণা করে দিয়ে তীর্থে চলে যাবেন। অজয়সিংহ সিংহাসনে বসলে, আপনাকে আমাকে বন্দী করে কঠোর নির্যাতন করবে। এখন আমাদের বাঁচতে হলে, অজয়সিংহকে বিষ খাইয়ে মারা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

মাধব। ও, এই ব্যাপার ?

সুচরিতা। তাহলে আমি নিশ্চিন্ত ?

মাধব। একশোবার। কাল সকালেই দেখবেন, অজয়সিংহ মন্দিরের চাতালে মরে পড়ে আছে।

[প্রস্থান।

সুচরিতা। ব্যস ! কাজ শেষ। কালকেতু বন্দী, অজয়সিংহ মরবে। কাল সকালে আমার সঞ্জয় হবে কলিঙ্গ ও দ্রাবিড়ের মহারাজ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কারাগার

বন্দী কালকেতুকে প্রহার করিতে করিতে
কেশরীসিংহের প্রবেশ।

কেশরী। সাতঘড়া মোহর কোথায় আছে বল।

কালকেতু। বলব না।

কেশরী। মারের চোটে বলাব।

কালকেতু। যত ইচ্ছা মার, আপত্তি নেই। শুধু একটু জল দাও।

বন্দী ফুল্লরাকে লইয়া দুইজন সেনানীর প্রবেশ।

ফুল্লরা। না, জল খেয়ো না—

কালকেতু। বড় পিপাসা, একটু জল দাও।

ফুল্লরা। বাসন্তীর শুক্লাষ্টমীর মঙ্গলবারে মা চণ্ডীর পূজা হয়নি। পূজা না হলে আমাদের জল খেতে নেই।

কালকেতু। আমরা যে কারাগারে বন্দী। মায়ের পূজা করব কি করে?

ফুল্লরা। দ্রাবিড়ের মা চণ্ডীর মন্দিরে ফিরে গিয়ে পূজা করব।

কেশরী। এ জীবনে তোমাদের আর দ্রাবিড়ে ফিরে যেতে হবে না।

ফুল্লরা। ফিরে যেতে না পারলেও, এজীবনে আর আমরা জলগ্রহণ করব না। অনাহারে থেকে তোমাদের এই কারাগারেই মরব।

কেশরী। তোমাদের আর দয়া করে মারা যেতে হবে না। আমরা

মরেই তোমাদের মেরে ফেলব। বল, মোহরের ঘড়াগুলো কোথায় আছে ?

ফুল্লরা। বলব না।

কেশরী। এই চাবুকের ঘায়ে বলাব। [ফুল্লরাকে চাবুক মারিল]

কালকেতু। [কেশরীকে বাধা দিল] ওকে মেরো না। অনাহারে অনিদ্রায় ও বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বেশি মারলে মরে যাবে। আমাকে মার, আমি কোন প্রতিবাদ করব না।

কেশরী। তুই ব্যাটা ছোটলোক, আমার কথার প্রতিবাদ করবি কি ? ব্যাটা ব্যাধ আবার রাজা হয়েছিস। রাজা—

সকলে। হাঃ-হাঃ-হাঃ !

কেশরী। মহামান্য কলিঙ্গরাজের আদেশে আমি রাজকর চাইতে গিয়েছিলাম। বললে—মা চণ্ডীর রাজ্য, রাজকর আমি কাউকে দেবো না। এখন কোথায় গেল তোর মা চণ্ডী ?

কালকেতু। মা চণ্ডী যেখানে থাকবার ঠিক আছেন।

কেশরী। ওসব কথা তোদের ছোটলোক ব্যাধজাতকে বোঝাবি। আমাদের মত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা ওসব দেব-দেবীতে বিশ্বাস করে না।

কালকেতু। বিশ্বাস কর না বলেই জীবনে শান্তি পাও না।

কেশরী। তোকে আর দয়া করে জ্ঞান দিতে হবে না।

কালকেতু। অজ্ঞানকে জ্ঞান দেওয়া যায়, তোমার মত গর্দভকে জ্ঞান দেওয়া যায় না।

কেশরী। কি, ব্যাটা ছোটলোক ! আমি গর্দভ ?

কালকেতু। মা চণ্ডীকে যে বিশ্বাস করে না, সে গর্দভ।

কেশরী। এখুনি চাবকে তোদের পিঠের ছাল তুলে নিয়ে বুঝিয়ে দেবো যে, মা চণ্ডী নেই।

গীতকণ্ঠে অভয়ার প্রবেশ।

অভয়া।— **গীত**

কে বলে রে আমি নাই,
কোন বিষধর সাহস ভরে তুলছে ফণা তাই।
আমারই গড়া হাতের পুতুল,
চিনতে আমায় শুধু করে ভুল;
শকতি চেতনা কিছু রবে না যদি আমি চলে যাই॥

[কেশরী, সৈন্যগণ, কালকেতু, ফুল্লরা সকলে ঘুমাইয়া পড়িল]

অভয়া। মহারাজ!

কালকেতু। কে? অভয়া! ফুল্লরা, ওঠ, কে এসেছে দেখ।

ফুল্লরা। কে? অভয়া! তুমি এখানে?

অভয়া। তোমাদের মা চণ্ডী যে পাঠিয়ে দিলে, তাই তো আসতে হলো।

কালকেতু। কারাগারের লৌহদ্বার বন্ধ, তুমি এলে কি করে?

অভয়া। মা চণ্ডী কারাদ্বার পার করে দিয়ে গেল।

কালকেতু। আমি এমন কি পাপ করেছি, যার জন্যে মা আমাকে এই যন্ত্রণা দিচ্ছে!

অভয়া। স্বর্ণ-গোধিকাবেশী মায়ের গলায় তুমি যে ফাঁস দিয়ে বেঁধে এনেছিলে, তাই তোমাকে বাঁধন পরতে হয়েছে।

কালকেতু। ফুল্লরা তো আমার চিরদিন ফুলের মত পবিত্র। ওকে কেন এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে?

অভয়া। তোমার জন্যে মাকে এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে গো বাবা। তোমাদের মর্তের কাজ শেষ হবার আগেই মহাদেবের হাতে চণ্ডীদেবীকে দান করলে কেন?

কালকেতু। আমি তো কাউকে কিছু দান করিনি!

অভয়া। এক বামুন তোমার কাছে ভিক্ষা চায়নি?

কালকেতু। হ্যাঁ, চেয়েছিল।

অভয়া। অবচেতন মনে তুমি তাকে তোমাদের মা চণ্ডীকে ভিক্ষা দিয়েছ।

ফুল্লরা। সে বামুন কে?

অভয়া। ওই তো শিব—ওই তো মহেশ্বর।

কালকেতু। ওই বামুন দেবাদিদেব মহাদেব?

অভয়া। হ্যাঁ গো বাবা। কলিঙ্গের রাজশক্তি তোমাদের শত্রু, এই সময় তোমার মহত্ব দেখাতে তুমি যদি চণ্ডীদেবীকে দাও, কে তোমাকে রক্ষা করবে বল?

কালকেতু। আমি মুখ্যু ব্যাধ। মায়ের মহিমা কি করে বুঝব বল!

অভয়া। আর কিছু বুঝতে হবে না। আমার সঙ্গে চলে এসো।

[ফুল্লরা ও কালকেতু সহ প্রস্থানোদ্যতা]

ভাঁড়ু দত্তর প্রবেশ।

ভাঁড়ু। কি ব্যাপার! কেশরীসিংহ, রক্ষী, প্রহরী সব ঘুমিয়ে রয়েছে, কারাদ্বার খুলে বন্দী পালিয়ে যাচ্ছে। এই, সব উঠে পড়।

অভয়া। চুপ! চেঁচামেচি করবে না।

ভাঁড়ু। শুধু চেঁচামেচি কি? চেঁচিয়ে হাট করে ফেলব। এই—

অভয়া। আমার অভিশাপে আজ থেকে চিরদিনের জন্যে তুমি বোবা হয়ে যাও। চলে এসো। [কালকেতু ও ফুল্লরা সহ প্রস্থান।

[ভাঁড়ু বোবা হইয়া পাগলের মত ছুটিতে লাগিল। তাহার পা লাগিতেই কেশরী, রক্ষী ও সেনানীদ্বয় উঠিয়া পড়িল]

কেশরী। খবরদার ব্যাটা! এত সাহস, আমাকে লাথি মারিস! আজ তোকে আমি—[সহসা সৈনিককে ধরিল, সে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল] তবে রে ব্যাটা—একি! কালকেতু-ফুল্লরা কোথায় গেল?

ভাঁড়ু। [ইঙ্গিতে বোঝাইতে লাগিল, তারা পালিয়ে গেছে]

কেশরী। এই ভাঁড়ু দত্তই ঘুষ খেয়ে কালকেতু-ফুল্লরাকে মুক্ত করে দিয়েছে। ধর, বেইমান বিশ্বাসঘাতককে ধরে মহারাণীর কাছে নিয়ে চল।

[ভাঁড়ু দত্তকে টানিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কলিঙ্গের বিষ্ণু-মন্দির

সঞ্জয়সিংহের প্রবেশ।

সঞ্জয়। পুরোহিত মশাই কোথায়? পুরোহিত মশাই—

চরণামৃতের পাত্রহস্তে মাধবের প্রবেশ।

মাধব। কে?

সঞ্জয়। আমি।

মাধব। তুমি হঠাৎ ভোরবেলায় মন্দিরে কেন?

সঞ্জয়। পিতা আমাকে এখানে চরণামৃত খেতে বলেছেন, দিন।

মাধব। এখন নেই। দুপুরের পূজার পর এসো, পাবে।

সঞ্জয়। ভোরে যে পূজা-আরতি হয়ে গেল, তার চরণামৃত কোথায়?

মাধব। সে তোমার দাদার জন্যে আছে।

সঞ্জয়। সেই থেকে একটু দিন।

মাধব। না, সে হবে না। তোমার দাদা অজয়সিংহের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ রাজ্যের যুবরাজ হয়ে গেছেন। এই রাজবংশের নিয়মানুসারে একমাত্র যুবরাজই এই ভোরের পূজা-আরতির চরণামৃত পাবেন।

বিক্রমসিংহের প্রবেশ।

বিক্রম। না। আজ থেকে ভোরের পূজা-আরতির চরণামৃত পাবে কলিঙ্গের মহারাজ এই সঞ্জয়সিংহ।

মাধব। মহারাজ!

সঞ্জয়। কই, চরণামৃত দিন।

মাধব। না—মানে, কথা হচ্ছে—

বিক্রম। কোন কথা নয়। আমার আদেশ পালন করুন।

সঞ্জয়। হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন, দিন। [মাধবের হাত হইতে পাত্র লইয়া চরণামৃত পান করিল]

সুচরিতার প্রবেশ।

সুচরিতা। পুরোহিত মশাই! অজয়সিংহ—সঞ্জয়, ওকি খাচ্ছো তুমি?

বিক্রম। বিষ্ণু-নারায়ণের চরণামৃত পান করে সঞ্জয়সিংহ আজ কলিঙ্গের রাজসিংহাসনে বসবে।

সুচরিতা। না।

সঞ্জয়। ওরে বাবা রে, জ্বলে গেল রে! [পাত্র ফেলিয়া দিল]

বিক্রম। কি হলো?

সঞ্জয়। জ্বলে গেল, আমার সারা শরীর জ্বলে গেল। মাথা ঘুরছে, চোখে অন্ধকার দেখছি। মা, তুমি কোথায়?

বিক্রম। সঞ্জয়, অমন করছে কেন? আপনি ওকে কি খাওয়ালেন?

অজয়সিংহের প্রবেশ।

অজয়। পিতা।

সঞ্জয়। দাদা! আমার বুকটা জ্বলে গেল।

অজয়। [সঞ্জয়কে ধরিল] কেন ভাই, কি হয়েছে? পিতা! ভাই অমন করছে কেন?

বিক্রম। পুরোহিত মশাইয়ের হাত থেকে ঠাকুরের চরণামৃত খেয়ে ওইরকম হয়ে গেল।

মাধব। [ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল]

অজয়। [মাধবকে ধরিল] পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না। বলুন, ভাইকে কি খাইয়েছেন?

মাধব। আমি খাওয়াইনি। ও নিজে আমার হাত থেকে জোর করে কেড়ে খেয়েছে।

অজয়। সে যাই হোক, কি খেয়েছে বলুন।

মাধব। বিষ।

বিক্রম ও অজয়। বিষ!

মাধব। হ্যাঁ। আপনাকে মারবার জন্যে মহারাণী চরণামৃতে বিষ মিশিয়ে দিতে বলেছিলেন।

অজয়। কলিঙ্গের রাজসিংহাসনে বসব না বলে আমি তো পিতাকে বলে দিয়েছি। এ তুমি কি করলে মা?

সঞ্জয়। মা—[মৃত্যু]

অজয়। সঞ্জয়! ভাই—

বিক্রম। অজয়, রাজবৈদ্যকে ডাক।

অজয়। আর বৈদ্য ডাকতে হবে না, সব শেষ। মা! সতীনের ছেলেকে মারতে গিয়ে তুমি নিজের ছেলেকে হাতে করে বিষ খাইয়ে মারলে?

সুচরিতা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

অজয়। মা—

সুচরিতা। ওকে আমি মারিনি। মেরেছে মা চণ্ডী। আমি যে চক্রান্ত করে মহাষ্টমীর সন্ধিপূজা বন্ধ করে, তাকে নদীর জলে ফেলে দিয়েছি। আমারই প্ররোচনায় কলিঙ্গের সৈন্যগণ চণ্ডীর বরপুত্র উপবাসী কালকেতু-ফুল্লরাকে এনে নির্যাতন করছে।

বন্দী ভাঁড়ু দত্তকে লইয়া কেশরীসিংহের প্রবেশ।

কেশরী। মহারাজ! এই ভাঁড়ু দত্ত বন্দী কালকেতু-ফুল্লরাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দিয়েছে।

সুচরিতা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমার ছেলেকে সিংহাসনে বসাতে চারদিক দিয়ে যত আট-ঘাট বেঁধেছিলাম, সব ফসকে গেল! মা চণ্ডী যাকে রাখে, কেউ তাকে মারতে পারে না। আমি কি চণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেছি? না, আমি জিতেছি। আমাকে দেখে লোকে হাসবে, উপহাস করবে, ধিক্কার দেবে। আমার পরিণাম দেখে সকলে ভক্তিভরে মা চণ্ডীর পূজা করবে। সেই তো হবে আমার জিত। আমি হারিনি—জিতেছি গো, আমি জিতেছি।

[প্রস্থান।

অজয়। পিতা! আপনি চুপ করে কেন, কথা বলুন।

বিক্রম। [অজয়সিংহের মাথায় রাজমুকুট পরাইয়া দিল]

অজয়। পিতা! ভাই সঞ্জয়—

বিক্রম। ও তোমার ভাই, আমার কেউ নয়। আমি আর তোমাদের কেউ নই। আজ আমি সংসার কারাগার থেকে মুক্ত তীর্থচারী সন্ন্যাসী। জয় শ্রীহরি—জয় শ্রীহরি!

[প্রস্থান।

অজয়। ভাঁড়ু দত্ত! বাসন্তীর শুক্লাষ্টমীর মঙ্গলবারে দ্রাবিড় রাজ্যে অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ, এ খবর মাকে কে দিয়েছিল?

ভাঁড়ু। [ইঙ্গিতে বোঝাইল, আমি দিয়েছি]

অজয়। সেনানী—

সেনানীর প্রবেশ।

সেনানী। [অজয়সিংহকে অভিবাদন করিল]

অজয়। এই ভাঁড়ু দত্ত আর মাধব শর্মাকে বন্দী করে, ওদের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে নগর প্রদক্ষিণ করিয়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে নগরবাসীকে জানিয়ে দাও—পয়সার লোভে যারা মানুষের ক্ষতি করবে, আজ থেকে কলিঙ্গরাজ্যে তাদের এইভাবে শাস্তিভোগ করতে হবে। যাও, নিয়ে যাও।

[ভাঁড়ু ও মাধব সহ কেশরী ও সেনানীর প্রস্থান।

অজয়। ভাই! যে হাতে করে এতটুকু রক্তের ডেলা থেকে এতবড় করেছি, আজ সেই হাতেই তোকে চিতায় তুলে দিতে হবে।

[সঞ্জয়কে লইয়া প্রস্থান।

———

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দ্রাবিড়-পল্লী

বাঘা ও ভীমের প্রবেশ।

ভীমে। বাঘাদা, আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে।

বাঘা। দেখেছি।

পবনের প্রবেশ।

পবন। আর দেরি করিসনি। তোরা তৈরি হয়ে নে।

বাঘা। আমরা তৈরি। শুধু পূবদিকটা লাল হলেই আমরা অস্ত্র ধরে কলিঙ্গের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।

মুক্তোর প্রবেশ।

মুক্তো। বাঘাদা, আমাদের রাজারাণী ফিরে আসেনি?

বাঘা। না।

মুক্তো। অভয়া ঝি যে বলেছিল, রাত্রিশেষেই ফিরে আসবে!

বাঘা। এখনও তারা এলো না।

ভীমে। অভয়া কোথায়?

মুক্তো। তাকে দেখতে পাচ্ছি না।

বাঘা। আর কিছু দেখতে হবে না। মঙ্গলবারের রাত্রিটা শেষ হতে দে, তারপর দেখছি।

পবন। হ্যাঁ, সেই ভাল। মঙ্গলে ঊষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।

মুক্তো। সূর্যটাও আজ উঠতে দেরি করছে।

ভীমে। কলিঙ্গের যুবরাজ যে বলেছিল—তিনি দাদা-বৌদিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। কোথায় যুবরাজ ?

ঝিনুকের প্রবেশ।

ঝিনুক। যুবরাজ কাল বিকেলে কলিঙ্গে ফিরে গেছেন।

ভীমে। কি বলে গেছেন ?

ঝিনুক। আজ রাত্রের মধ্যেই দাদা-বৌদিকে মুক্ত করে আনবে।

মুক্তো। রাত্রি শেষ হয়ে গেল। এখনও তোর যুবরাজ এলো না।

বাঘা। কাউকে দরকার নেই। আমরা নিজেরাই কারাগার ভেঙে দাদা-বৌদিকে মুক্ত করে নিয়ে আসব।

মুক্তো। দেরি করলে, ওরা যে আমাদের রাজা-রাণীকে মেরে ফেলবে।

বাঘা। কলিঙ্গের কারাগারে দাদা-বৌদি যদি মরে যায়, মা চণ্ডীকে আমরা আর মন্দিরে বসিয়ে পূজা করব না। মাথায় করে নিয়ে গিয়ে কাঁসাই নদীর জলে ফেলে দেবো।

কালকেতুর প্রবেশ।

কালকেতু। মা চণ্ডীকে জলে ফেলে দিলে তার কোন ক্ষতি হবে না। যে হাত দিয়ে ফেলবি, তোর সেই হাত-দুখানাই ভেঙে যাবে।

সকলে। রাজা! আমাদের মহারাজ!

ঝিনুক। বৌদি কোথায় ? বৌদি ?

ফুল্লরার প্রবেশ।

ফুল্লরা। মা চণ্ডীর দয়ায় ফিরে এসেছি।

সকলে। মহারাণী!

বাঘা। কলিঙ্গের কারাগার থেকে কি করে তোমরা মুক্তি পেলে?

কালকেতু। মা যাকে দয়া করেন, কেউ তাদের আটকে রাখতে পারে না। বাবাঠাকুর কোথায়? বাবাঠাকুর?

পবন। কোন বাবাঠাকুর?

কালকেতু। যিনি তোমার পা সারিয়ে দিয়েছিলেন!

ভীমে। তোমাদের বন্দী করে নিয়ে যাবার পর মন্দিরের চাতালে বসে কাঁদছিলেন।

কালকেতু। ডাক ভীমে, শীগগির তাকে ডাক।

ভীমে। এই যে, আমি এখুনি যাচ্ছি। [প্রস্থান।

বাঘা। নিরস্ত্র অবস্থায় তোমাদের বন্দী করে কলিঙ্গরাজ যে অন্যায় করেছে, সেজন্যে তাকে আমরা শাস্তি দেবো।

রাজমুকুট হস্তে অজয়সিংহের প্রবেশ।

অজয়। কলিঙ্গরাজ আপনাদের কাছে শাস্তি নিতে এসেছে ভাই।

বাঘা। কলিঙ্গের যুবরাজকে বন্দী করে শাস্তি দেবো।

কালকেতু। তার আগে আমাকে শাস্তি দিতে হবে।

বাঘা। আমাদের ওপর ওরা যে অত্যাচার করেছে!

অজয়। আপনাদের ওপর অন্যায় অত্যাচার করার জন্যে আমার ভাই মারা গেছে, মা পাগল হয়ে গেছেন, পিতা আমার ওপর রাজ্যের ভার দিয়ে চিরদিনের জন্যে সংসার ত্যাগ করে চলে গেছেন। মহারাজ কালকেতু, দ্রাবিড়ের সঙ্গে কলিঙ্গও আজ থেকে আপনার অধীনস্থ রাজ্য। গ্রহণ করুন কলিঙ্গের রাজমুকুট। [কালকেতুকে রাজমুকুট দিল]

কালকেতু। হারিয়ে দিলে রে। আমাদের বোকা-মুখ্যু ব্যাধ পেয়ে

কলিঙ্গের নতুন রাজা আজ হারিয়ে দিলে। মহারাজ! এই ছোটলোক ব্যাধজাতিকে ভালবেসে আপনি যে মহত্ব দেখিয়েছেন, বিনিময়ে আমার এই বোনটিকে আমি আপনার হাতে তুলে দিলাম। [ঝিনুককে অজয়সিংহের হাতে দিল] বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ আমি আপনাকে দ্রাবিড় ও কলিঙ্গ দুই রাজ্যের সেবক নিযুক্ত করলাম।

মুক্তো। বহুত আচ্ছা! এতদিনে ঝিনুকের মনের মত বর হয়েছে! চল, বর-কনে নিয়ে মা চণ্ডীর মন্দিরে চল। চলে এসো বাঘাদা।

[বাঘা, ঝিনুক, অজয় সহ প্রস্থান।

পবন। এক কথায় রাজ্য ঐশ্বর্য তুই ত্যাগ করলি কালু?

কালকেতু। ষড়ৈশ্বর্যের সন্ধান যে পেয়েছে, রাজৈশ্বর্য তার কাছে অতি তুচ্ছ দাদু!

অভয়ার প্রবেশ।

অভয়া। এই তো, বাবা আমার মানুষ থেকে দেবতা হয়ে গেল।

কালকেতু। অভয়া, বাবাঠাকুর কোথায়?

অভয়া। কি জানি কোথায়!

কালকেতু। দাদু! তাকে একটু খুঁজে দেখ।

পবন। এই যে, আমি এখুনি যাচ্ছি।　　　　[প্রস্থান।

কালকেতু। বাবাঠাকুরকে কোথায় পাব অভয়া?

মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল। ফিরিয়ে দাও রাজা, এবার আমার বৌকে ফিরিয়ে দাও।

কালকেতু। কে তোমার বৌ?

মঙ্গল। ওই যে, তোমার দাসী অভয়া।

কালকেতু। না। তোমরা দাসী নও—দ্বারী নও, তোমরাই আমার ইষ্টদেব-দেবী চণ্ডী-মঙ্গল। নাও ঠাকুর, বৌকে তুমি ফিরিয়ে নাও।

অভয়া। তোমাদের অভিশাপের কাল পূর্ণ হয়েছে। এবার ফিরে যেতে হবে।

কালকেতু। যাব মা, এসেছি যখন ফিরে যেতেই হবে। মা! এই মাটির পৃথিবীর ভাই-বোনেরা বড় দুঃখী, এদের একটু সুখের পথ দেখিয়ে দে মা!

অভয়া। তোমাদের মত যারা সর্বস্ব আমার পায়ে নিবেদন করে বাসন্তী শুক্লাষ্টমীর মঙ্গলবারে শুদ্ধচিত্তে ভক্তিভরে চণ্ডী-মঙ্গলের পূজা করবে, তাদের সন্তানগণ চিরদিন দুধে-ভাতে থাকবে। নীলাম্বর! বহু দুঃখ-কষ্টভোগ করে জগতে তোমরা আমার চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রচার করলে, তার জন্যে কি চাও বল?

কালকেতু। দয়া করে যদি কিছু দিতে চাস, তবে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র তোর যে মহিষ-মর্দিনী রূপের পূজা করেছিল, এই অধম সন্তানকে তুই সেই রূপে একবার দেখা দে মা!

অভয়া। তথাস্তু— [অভয়া ও মঙ্গলের প্রস্থান।

মহিষমর্দিনী মূর্তির আবির্ভাব।

কালকেতু। জয় মা—

সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়॥
সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবী নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥

[সকলে প্রণাম করিল]

য-ব-নি-কা